বৈচিত্র্য দিয়ে দর্শক মাতিয়েছে ‘ঈদ আনন্দ রঙ’ পৃষ্ঠা ১৪

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

25 April 2024, Thursday, 8th Year, Issue 371, 40 Pages

নিউইয়র্কে বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে উপচে পড়া ভিড় পৃষ্ঠা ১৯

২৫ এপ্রিল ২০২৪, ১২ বৈশাখ ১৪৩১, ১৬ শাওয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৭১, পৃষ্ঠা: ৪০

আ.লীগের কথা আ.লীগ শুনে না

উপজেলা নির্বাচন

শীর্ষ পর্যায় থেকে বারবার নির্দেশনা দেওয়া হলেও স্থানীয় নেতারা কোনো তোয়াক্কা করছেন না।

তানভীর সিদ্দিকী

উপজেলা নির্বাচন নিয়ে বিপাকে আওয়ামী লীগ। কারন আওয়ামী লীগের কথা আওয়ামী লীগ শুনছে না। সবাই দলের বাইরে নিজ নিজ স্বার্থ দেখছে। যার কারনে মন্ত্রী, এমপির আত্মীয় স্বজন উপেজেলায় চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়ে গেছে। দলের শীর্ষ নেতা বারবার হুশিয়ারি বা হুংকার

- আওয়ামী লীগে রাজনীতির চেয়ে পরিবারতন্ত্রকে নেতারা বেশি পছন্দ করছেন।
- উপজেলা ভোটের প্রথম ধাপে অন্তত ২৫ প্রার্থী ভোট ছাড়াই জয়ী হতে যাচ্ছেন।

দিচ্ছেন। কিন্তু সেই হুমকিতে কোন কাজে আসছে। সর্ব শেষ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক প্রেস ব্রিফিং এ বলেছেন, দলের নির্দেশ অমান্য করে মন্ত্রী-এমপির যেসব স্বজন উপজেলা নির্বাচন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেনি ভোটের আগ পর্যন্ত তাদের সরে যাওয়ার সুযোগ আছে। তিনি বলেন, সরে না দাঁড়ালে সময়মত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ধরণের হুমকি বা নির্দেশনা নতুন নয়। এর আগেও বলা হলেও কেউ কথা রাখে নি। এতে করে দুইটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এক. আওয়ামী লীগে রাজনীতির চেয়ে পরিবারতন্ত্রকে নেতারা বেশি পছন্দ করছে। দ্বিতীয় দলীয় আদেশ না মানার প্রবনতা বাড়ছে। এতে করে ক্ষতি হচ্ছে দেশের রাজনীতি। বলা বাহুল্য দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এ নির্বাচনে অঙম নিচ্ছে না। চার ধাপে ষষ্ঠ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

মৎস্য ৫২টি দেশে বাংলাদেশের মাছ রপ্তানি হয়। মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় দুই কোটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। চাঁদপুরের ইলিশ ঘাট এলাকায় মাছ নিয়ে আপন মনে খেলছে এক শিশু। ছবি: আব্দুল ওয়াদুদ

ফরিদপুরে এখনো ‘চাপা উত্তেজনা’

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় একটি মন্দিরে আগুন এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলেও এলাকায় উত্তেজনা পুরোপুরি থামেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফরিদপুরে হিন্দু ও মুসলিম–উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 'উদ্বেগ ও আতঙ্ক' বিরাজ করছে।

পরিস্থিতি বিবেচনায় বুধবার ফরিদপুরে চার প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

রানা প্লাজা ধসের ১১ বছর

এক দশকেও মামলার কোনো অগ্রগতি নেই

ঢাকা অফিস

এক দশক পরও তেমন কোনো অগ্রগতি নেই সাভারে রানা প্লাজা ধসে হাজারো শ্রমিক হতাহতের ঘটনার মামলার। পোশাক শ্রমিক সংগঠনগুলোর অভিযোগ, রাষ্ট্রপক্ষের গাফিলতির কারণেই এমনটা হচ্ছে। তবে, বিচারে দেরি হওয়ার জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

পেনসিলভেনিয়ার প্রাইমারী বাইডেন শিবিরে উদ্বেগ

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

আরিফ ইসলাম

পেনসিলভেনিয়ার প্রাইমারী নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি কম থাকা সত্ত্বেও ফিলাডেলফিয়ায় ২০২০ প্রাইমারির তুলনায় রাইট-ইন (আনকমিটেড) ভোটের সংখ্যা পড়েছে পাঁচগুণেরও বেশী।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

‘স্টর্মির সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক গোপন করা ফৌজদারি অপরাধ’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নির্বাচনের আগে পর্নো তারকা স্টর্মি ডানিয়েলকে অর্থ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার
ESSENTIAL HOME CARE
MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিসহ আপনার পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন

- সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই
- CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে
- আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

HumanCare
HOME HEALTH CARE SERVICES

NOW HIRING!
HHA/PCA

Certified Home Health aides/ Patient care assistants

- Offering Competitive hourly rates,
- Medical Benefits, 401k, Unionized.
- Referral Bonuses and Weekly direct deposit

APPLY NOW
Newal.saki@humancareny.com
718-435-1100 ext 272

Employment Requirements
Whats Needed in Order To Work?

- State Photo ID (Drivers License, Passport, Green Card, Work Permit Card Or Visa).
- Citizenship (Social Security Card Or naturalization papers).
- Medical Forms (Physical exams completed, Signed and stamped by a doctor).
- Laboratory Documentation (Rubella/Rubeol,TV,Drug screen and COVID-19 Caccination).
- Reference Letters (1 Professoinal & 1 Personal).

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS W TH US

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services.
Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ–এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

AUTHORIZED e-file PROVIDER
NOTARY PUBLIC
Direct Deposit

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিজিট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- বাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট সুবিধা প্রদান করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা
শুক্র ও শনি বেলা ১২টা থেকে

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

‘গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া’ বই নিয়ে ভিন্নধর্মী আয়োজন

'দেখা সাক্ষাৎ' অনুষ্ঠান

বিশেষ প্রতিনিধি

ইব্রাহীম চৌধুরীর সদ্য প্রকাশিত 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' গ্রন্থে বাংলাদেশ ও আমেরিকায় লেখকের যাপিত জীবনের বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলায় বেড়ে উঠার স্মৃতি গ্রন্থিত হয়েছে ঝরঝরে গদ্যে। ইব্রাহীম চৌধুরীর লেখার সাথে বাংলা সংবাদপত্র পাঠকের দীর্ঘ পরিচিতি রয়েছে। নানামুখী জীবন যাপন করে এ লেখক চৌকস মুনশিয়ানায় তুলে ধরতে পারেন সমাজ, সংস্কৃতির নানা অসংগতি। গল্প বলতে বলতে তীর্যকভাবে উঠে আসে সমসাময়িক বিষয়গুলো। পড়তে শুরু করে তাঁর লেখা টেনে নেয় পাঠককে ভিন্ন আবহে।

২১ এপ্রিল রোববার দুপুরে ভিন্নধর্মী আয়োজনে সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরীর ' গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া' বই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আলোচকরা এসব কথা বলেছেন। নিউইয়র্ক সফররত বিচারপতি খিজির আহমদ চৌধুরী বলেছেন, ছাত্রাবস্থা থেকে লেখক ইব্রাহীম চৌধুরীকে তিনি জানেন। সমাজ, সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। নিজের বিশ্বাস ও কাজকে সততার সাথে তুলে ধরে ইব্রাহীম চৌধুরীর লেখনীতে তাঁর নিজস্ব এক পাঠক সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যের কাজে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য বিচারপতি খিজীর আহমেদ চৌধুরী আহ্বান জানান।

নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে আয়োজিত 'দেখা সাক্ষাৎ' নামের অনুষ্ঠানে 'গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া' বই নিয়ে মূল আলোচনা করেন প্রাবন্ধিক ও কবি ফারুক ফয়সল। ফারুক ফয়সল তাঁর আকর্ষণীয় আলোচনায় মোহাবিষ্ট করে রাখেন মিলনায়তন ভর্তি দর্শকদের। তিনি একে একে বইটির বিভিন্ন লেখা নিয়ে বিশ্লেষণ এবং নিজস্ব মন্তব্য উপস্থাপন করেন। ফারুক ফয়সল বলেন, ইব্রাহীম চৌধুরীর বিচিত্র জীবন আচরণ এবং সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে অগ্রসর ভাবনা চৌকস মুন্সিয়ানার সাথে তুলে ধরেছেন। একজন কৌশলী লেখক হিসেবে তিনি হালকা কথার অবতারণা করে চৌকসভাবে পাঠককে নিয়ে যান ভিন্ন ধাপে। ইব্রাহীম চৌধুরীর কাছ থেকে নিগুঢ় সাহিত্যের আরও বেশি লেখা পাওয়ার প্রত্যাশার কথা উল্লেখ করেন কবি ফারুক ফয়সল।

অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতায় বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমেদ বলেছেন, সাংবাদিক হলেও ইব্রাহীম চৌধুরী সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার পরিচয় পেয়ে থাকেন তাঁর পাঠকরা।

ইব্রাহীম চৌধুরীর পারিবারিক সদস্য শাহানা বেগম এবং জাকির হোসেইনের উপস্থাপনায় প্রাঞ্জল এ অনুষ্ঠাটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতায় টাইম টিভি'র সিইও এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের বলেছেন তিনি ইব্রাহীম চৌধুরীকে কৈশোর থেকে জানেন। স্পষ্ট উচ্চারণে সত্য কথা বলার সাহস ইব্রাহীম চৌধুরীর আছে এবং এ গুণটি তাঁকেও অনুপ্রাণিত করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

Raju law
ONE OF THE TOP IMMIGRATION LAW FIRMS IN THE USA
আপনি কি জানেন?
ব্যাচেলর ডিগ্রী থাকলেই H1-B ভিসা আপনাকে দিচ্ছে দ্রুততম সময়ে আমেরিকায় থাকা ও কাজের সুযোগ
Raju Mahajan, Esq. | Chelsea Smith, Esq. | Rachael Eva Warner Gilburd, Esq. | Ericline M. Williams, Esq | Stephanie Mazzotta, Esq. | John P. Yun, Esq. | Amanda V. Skiscim, Esq.
Head Office (Washington DC) 301-919-3610
NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375
BRANCH OFFICES
Atlanta : 770-655-9166, 458-272-5793
Los Angeles : 323-499-5815, 213-729-9345
Bangladesh : 01602-270365, 01760-697648, 01728-383454
934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুয়রেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংকরাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার রুল মোডিফিকেশন *সব ধরনের জিসা ও ফিয়ানসি জিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

**পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।*
***My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।*

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে

বিশাল মূল্যছাড়!

Halal Live Chicken
যে কোন ধরনের

১০
টি চিকেন
কিনলে
৫ টি
ফ্রি

এই অফারটি ৯ সপ্তাহ ধরে চলবে আল মদিনাতে
এপ্রিল ২৬ থেকে মার্চ ০২ তারিখ পর্যন্ত

151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)

WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

সম্পাদকীয়

তীব্র তাপদাহ : বিপর্যস্ত জনজীবন

তীব্র তাপদাহে পুড়ছে দেশ। দিনদিন তাপমাত্রার পারদ ওপরের দিকে উঠছে। দেশের উষ্ণতম মাস এপ্রিল। এর প্রমাণ আমরা পাচ্ছি প্রকৃতিতে। রাজধানীসহ সারা দেশে মৃদু থেকে মাঝারি, কোথাও কোথাও তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গায় পরপর তিনদিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ছিল ১৭ এপ্রিল বুধবার, ৪০ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ অবস্থায় সারা দেশে হিট অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। রাজধানীর তাপমাত্রা গত বেশ কয়েকদিন ধরে ৩৭ ডিগ্রিতে উঠছে। প্রখর তাপে বিপর্যস্ত জনজীবন। গরম ও অস্বস্তিতে হাঁসফাঁস করছে সাধারণ মানুষ। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবীরা। তাপদাহের ভেতরেই তাদের বের হতে হচ্ছে। নাভিশ্বাস উঠেছে খেটে খাওয়া মানুষের। অনেকেই প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাচ্ছেন না। আগামী ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের কারণে অনলাইনে ক্লাস নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রৌদ্রের প্রখর তাপে বিভন্ন জেলায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষের পাশাপাশি হিটস্ট্রোকে বিভিন্ন পশুপাখি মারা যাচ্ছে। বেড়েছে ডায়রিয়া, জ্বরসহ বিভিন্ন রোগ। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা। তীব্র গরমে স্বভাবতই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন। বিশেষজ্ঞরা মানুষকে, বিশেষ করে অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের ঘরের বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু জীবিকার তাগিদে মানুষকে বাইরে বের হতেই হচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, চলতি মাসে দুই থেকে চারটি মৃদু ও মাঝারি তাপপ্রবাহ এবং এক থেকে দুটি তীব্র থেকে তীব্রতর তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। কাজেই এ মাসে সবারই উচিত চলাফেরায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা।

গরমে অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি হয়। বেড়ে যায় তাপমাত্রা। এ পরিস্থিতিতে হিটস্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা থাকে, বিশেষ করে যারা শারীরিকভাবে অসুস্থ, যাদের হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের। এছাড়া ঊষ্ণ আবহাওয়ার কারণে সর্দিজ্বর এবং ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হয় মানুষ। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন হাসপাতালে এ ধরনের রোগীর চাপ বেড়েছে। জানা গেছে, প্রচণ্ড দাপদাহে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা মহাখালীর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর'বি) বা কলেরা হাসপাতালে ভিড় করছে। শিশু হাসপাতালেও ভিড় বাড়ছে শিশু রোগীদের।

যে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে শিশু, বেশি বয়স্ক ব্যক্তি এবং দরিদ্র তথা অপুষ্ট জনগোষ্ঠীর। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই তীব্র গরমে শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট সবচেয়ে বেশি। তারা রোদে পুড়ে, ঘাম ঝরিয়ে শ্রমের বিনিময়ে যে টাকা রোজগার করে, তাই দিয়েই তাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। আর এ সময় তাদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রত্যেক সামর্থ্যবানের উচিত এই তীব্র গরমে শ্রমজীবী মানুষকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা, তাদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়া। দেশের অন্তত ৪৩টি জেলার ওপর দিয়ে বইছে মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ। গরমে অনেকটা থমকে গেছে জনজীবন। রোদের উত্তাপে শুধু মানুষ নয়, কাবু গোটা প্রাণিকুল। ইতোমধ্যে হিট স্ট্রোকে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দাবদাহে গরম আরও বেড়ে যাওয়ার শঙ্কায় 'হিট অ্যালার্ট' দিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

গত কয়েকদিন ধরে যশোর, চুয়াডাঙ্গা, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, খুলনাসহ কয়েকটি জেলার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। রাত-দিন বইছে লু হাওয়া। দেশজুড়ে বৈশাখের তপ্ত খরতাপে বিপর্যস্ত জনজীবন। আবহাওয়া অফিস বলছে, ২৪-২৫ এপ্রিলের দিকে তাপপ্রবাহের তীব্রতা কমে এলেও চলতি মাসজুড়ে বিরাজ করবে তাপপ্রবাহ। তীব্র গরমে কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন জেলার সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে জ্বর-ডায়েরিয়াসহ পানিবাহিত রোগীর সংখ্যা। এদের বেশির ভাগই শিশু ও বয়স্ক। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি ও তরল খাবার গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

জলীয়বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বাড়তে পারে। পাশাপাশি জনসাধারণকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ জলীয়বাষ্পসমৃদ্ধ বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় গোটা বাংলাদেশে তাপমাত্রা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ও পরিবেশবিজ্ঞানীরা। এছাড়া তারা উষ্ণতা ও তাপপ্রবাহ বাড়ার আরো তিন কারণ হিসেবে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, হিমালয়ের বরফ গলে কঠিন শিলা বের হওয়া এবং দেশে মানবসৃষ্ট- সবুজায়ন ধ্বংস করা, দখল-দূষণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন।

তাপমাত্রার তীব্রতার প্রথম কারণ হলো বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন। এর কারণে বিশ্বব্যাপী ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ছে। এর প্রভাবও আছে বাংলাদেশের ওপর। দ্বিতীয়ত আঞ্চলিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে তাপমাত্রাটা বাড়ছে। হিমালয়ের বরফ গলে কঠিন শিলা বের হয়ে আসছে। এ অঞ্চলে নদনদীর ও বনভূমির সংখ্যা কমে গেছে। এ কারণে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা বাড়ছে। এর একটা উদাহরণ হলো- সমুদ্রপৃষ্টে তাপমাত্রা বেড়েছে এলনিনোর প্রভাবে। এতে সমুদ্রপৃষ্ট থেকে উষ্ণ ও শুষ্ক বাতাস বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সে কারণেও বাংলাদেশের আবহাওয়া উত্তপ্ত, লু হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

আর তৃতীয়ত স্থানীয় কারণের মধ্যে বহু ফ্যাক্টর রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের এখানে যে পরিমাণ গাছপালা ও জলাধার থাকা দরকার, তা নেই। অর্থাৎ সবুজায়ন ও জলাধার কমে যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণেও পৃষ্ঠ উত্তপ্ত থাকছে। তিনি বলেন, লক্ষ্য করেছি- ঢাকা নগরীতে প্রায় ১৬ লাখ যানবাহন চলাচল করছে। প্রতিদিন অন্তত ৩০ লাখ গ্যাসের চুলা জ্বলছে আর ৪০ থেকে ৫০ লাখ ইউনিট এসি চলছে। এগুলো প্রতিনিয়িত এ শহরকে উত্তপ্ত করছে। তাছাড়া যেখানে-সেখানে বর্জ্য পোড়ানো হচ্ছে। বায়ুদূষণ বাড়ছে। এখানে বিল্ডআপ স্পেস ৯৫ শতাংশ। কোনো খালি জায়গা নেই। ভবনসহ নানা স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। মাত্র পাঁচ থেকে ১০ ভাগ আছে- মাটি দেখা যায়। কাচের ভবন করা হচ্ছে। এতে উত্তাপ ধারণ করে রাখা হচ্ছে। এ কারণে তাপমাত্রাটা বাড়ছে।

আজকের এই অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি এক দিনে হয়নি। তাপমাত্রা থেকে রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। দেশের কোথাও কোনো খালি জায়গা রাখা যাবে না, নতুন গাছ লাগাতে হবে। গাছ কাটায় জিরো টলারেন্সে যেতে হবে। সবুজায়ন করার কমিটমেন্ট থাকতে হবে। জলাধার সংরক্ষণ ও দখল-দূষণ থেকে উদ্ধার করা এবং নতুন জলাধার তৈরি করতে হবে। কাঁচের ভবনের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ইটের ব্যবহারের মাধ্যমে উষ্ণতা সহনশীল রাখতে পারি। আর জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার করতে হবে।

মৃত্যুর মিছিল ঠেকাবে কে

চিররঞ্জন সরকার

একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। এই কান্নাই বর্তমানে আমাদের দেশে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিষাদে রূপ নিচ্ছে ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবের ছুটির আনন্দ। সড়কে রোজ ঝরছে প্রাণ। অন্যান্য সপ্তাহের তুলনায় ঈদের সপ্তাহে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

যেখানে হাসিমাখা মুখ প্রিয়জনের হৃদয় জুড়িয়ে দেওয়ার কথা, সেখানে বাড়ির উঠানে আসছে নিথর দেহ। পৃথিবীর প্রতিটি জনপদেই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু কোনো নাশকতা ছাড়া শুধু সড়ক দুর্ঘটনায় এত মানুষ হতাহতের নজির বোধ হয় অন্য কোথাও নেই। এবারের ঈদযাত্রায়ও সড়ক দুর্ঘটনার খবর গণমাধ্যমে এসেছে প্রতিদিনই।

শুধু ঈদের দিনই সারা দেশে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিআরটিএ জানিয়েছে, ৪ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ১৭ দিনে সারা দেশে ২৮৬টি সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। এতে ৩২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪৬২ জন আহত হয়েছে; যা গত বছরের চেয়ে প্রায় ১৯ শতাংশ বেশি।অন্যদিকে যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্য বলছে, ঈদযাত্রা শুরুর দিন (৪ এপ্রিল) থেকে ১৮ এপ্রিল কর্মস্থলে ফেরা পর্যন্ত ১৫ দিনে সড়কে ৩৯৯টি দুর্ঘটনায় ৪০৭ জন নিহত ও ১ হাজার ৩৯৮ জন আহত হয়েছে। এই সময়ে রেলপথে ১৮টি দুর্ঘটনায় ২৪ জন নিহত ও ২১ জন আহত হয়েছে। নৌপথে ২টি দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে। সব মিলিয়ে সড়ক, রেল ও নৌপথে ৪১৯টি দুর্ঘটনায় ৪৩৮ জন নিহত ও ১ হাজার ৪২৪ জন আহত হয়েছে।

গত বছর ঈদুল ফিতরে ৩০৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩২৮ জন নিহত ও ৫৬৫ জন আহত হয়েছিল। গত বছরের তুলনায় এবারের ঈদে সড়ক দুর্ঘটনা ৩১ দশমিক ২৫ শতাংশ, প্রাণহানি ২৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ ও আহত ১৪৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ বেড়েছে। আর এসব দুর্ঘটনায় যথারীতি মোটরসাইকেলই শীর্ষে রয়েছে। এবারের ঈদে ১৯৮টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৬৫ জন নিহত ও ২৪০ জন আহত হয়েছে; যা মোট সড়ক দুর্ঘটনার ৪৯ দশমিক ৬২ শতাংশ, নিহতের ৪০ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং আহতের ৩০ দশমিক ৩৭ শতাংশ প্রায়।

যদিও সব দুর্ঘটনার খবর গণমাধ্যমে আসে না। তাই প্রকৃত দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যাত্রী কল্যাণ সমিতির পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত আট বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ৬০ হাজার ৮৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় ৩ হাজার ৮৬২ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ৪ হাজার ৪৭৫ জনের; অর্থাৎ কেবল ঈদের মৌসুমেই সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগব্যবস্থায় বৈপ্লবিক উন্নয়ন হয়েছে। আর বর্তমান সরকারের সময়ে যে পরিমাণ নতুন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার হয়েছে তা অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। ১৯৭১ সালে মাত্র ৩ হাজার ৬০০ কিলোমিটারের সড়ক দিয়ে শুরু করা বাংলাদেশে বর্তমানে ৩ লাখ ৭৫ হাজার কিলোমিটারের সড়ক রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় ও আঞ্চলিক মিলিয়ে ২২ হাজার কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসেছে বিস্ময়কর পরিবর্তন।

এসব সড়ক নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন হাইওয়ে পুলিশের ৭৩টি ইউনিটের প্রায় ৩ হাজার সদস্য। ইতিমধ্যে দেশে অনেক মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার, ওভারপাস, আন্ডারপাস, ওভারব্রিজ নির্মিত হয়েছে। দুই লেনের মহাসড়ক চার লেনে পরিণত হয়েছে আর চার লেনগুলো আট লেনে পরিণত হবে। কিন্তু এত সব আয়োজন দুর্ঘটনা কমাতে ন্যূনতম ভূমিকা পালন করতে পারছে না। মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। কোথাও কোনো প্রতিকার মিলছে না।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ফলে 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। এত এত অবকাঠামো উন্নয়ন, জনবল মোতায়েন এবং পরিবহন আইন সংস্কার সত্ত্বেও সড়কে শৃঙ্খলার অভাব রয়ে গেছে, যা রোজার ঈদ আর কোরবানির ঈদে প্রকট আকার ধারণ করে। ফিটনেসবিহীন যানবাহন, ভাঙাচোরা সড়ক, অদক্ষ চালক, দুর্নীতি, ট্রাফিক তদারকির অভাব, অপ্রশস্ত সড়ক, বেপরোয়া গতি, মহাসড়কে মোটরসাইকেল, তিন চাকার গাড়ি চলাচল ইত্যাদি। পরিবহনের তুলনায় যাত্রী কয়েক গুণ বৃদ্ধি এবং পরিবহন মালিকের অতিমুনাফার লোভে ফিটনেসবিহীন গাড়ি ও অদক্ষ চালক রাস্তায় নামানো হয়।

> যানবাহনের ত্রুটি কিংবা চালকের অবহেলা ও অদক্ষতার কারণে অকালে কোনো মানুষের জীবনপ্রদীপ নিভে যেতে পারে না। পঙ্গুত্বের মতো দুর্বিষহ যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ জীবন কাটাতে পারে না। দেশে সন্ত্রাস দমনে যদি বিশেষ বাহিনী গঠন করা যায়, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এ ধরনের বাহিনী গঠন করা হচ্ছে না কেন?

সড়ক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কর্তব্যে অবহেলা ও দুর্নীতি সড়ক শৃঙ্খলার অন্তরায়। এমনকি মহাসড়কে অনভ্যস্ত শহুরে সিটি বাসগুলো সড়কে চাপ তৈরি করে। আর অধিক ট্রিপ পাওয়ার আশায় বিরতিহীন ও বেপরোয়া গতিতে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টাও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

অসচেতন যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা না ভেবে বাস, ট্রেন ও লঞ্চের ছাদে ভ্রমণের বহু পুরোনো অভ্যাস তো আছেই। আর যথাযথ রাষ্ট্রীয় তদারকিরও ঘাটতি আছে। তবে এসব ছাপিয়ে সাম্প্রতিককালে অগণিত মোটরসাইকেল সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। জ্যাম এড়াতে মহাসড়কে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি যাওয়া, উঠতি তরুণদের বেপরোয়া গতি, নিরাপত্তাসরঞ্জাম পরিধান না করার কারণে মূলত মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় হতাহত বাড়ছে। এবারের ঈদেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

সড়ক নিরাপত্তায় হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প, শত শত সুপারিশ, টাস্কফোর্স—কিছুই কাজে আসছে না। প্রায় প্রতিটি দুর্ঘটনার পর গাড়ি কিংবা সড়কের ত্রুটি সামনে আসছে। সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ), হাইওয়ে পুলিশসহ সরকারের নানা সংস্থা অনিয়ম রোধে থাকলেও আগেভাগে ত্রুটি ধরা পড়ে না।

২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের নজিরবিহীন আন্দোলনে সড়কের নিরাপত্তায় শাস্তি বহু গুণ বাড়িয়ে আইন করা হয়। দুর্ঘটনা রোধে ১১১ দফা সুপারিশ জমা দিয়েছে উচ্চক্ষমতার কমিটি। সুপারিশ বাস্তবায়নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে টাস্কফোর্স হয়েছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১৭ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন ৬ দফা নির্দেশনা। কিন্তু সড়কে কিছুই ঠিকমতো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। দুর্ঘটনাও রোধ হচ্ছে না।

মহাসড়ক নিরাপদ করতে ধীরগতির যানবাহন চলাচলে হাজার হাজার কোটি টাকায় সার্ভিস লেন নির্মাণ করা হয়েছে। তবে সেগুলো দখল হয়ে গেছে। খোদ পুলিশ রয়েছে দখলদারের তালিকায়। মহাসড়কে বসানো হয়েছে স্পিডমিটার, সিসিক্যামেরা। তবু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ফিটনেসবিহীন যান আর অপরিণত চালক টোল প্লাজায় পিষে দিচ্ছে অন্যান্য যান ও যাত্রীকে। এ যেন অমোঘ নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ!

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশ সরকার প্রতিনিয়ত সড়কের উন্নয়ন করছে, কিন্তু তবুও সড়কের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি, যার দরুন প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনার হার বাড়ছে। নিরাপদ সড়কের জন্য ২০১৮ সালে যখন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছিল, তখন সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ নামে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফিরবে এবং দুর্ঘটনার হার কমবে—এমন প্রত্যাশা ছিল সবার। কিন্তু ২০২৪ সালে এসেও সেই আইনের পুরোপুরি বাস্তবায়নের দেখা মিলছে না এবং প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছেই।

প্রশ্ন হলো, আর কতটি প্রাণের বিনিময়ে বন্ধ হবে এই মৃত্যুর মিছিল? আর কত মায়ের কোল খালি করতে হবে? কত সন্তান বাবাহারা হবে?

সড়কের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মৃত্যুর মিছিল বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি। তাই সরকারের উচিত, শুধু আইন তৈরিতেই সীমাবদ্ধ না থেকে যত দ্রুত সম্ভব তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া এবং সাধারণ জনগণেরও উচিত, তাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে আরও বেশি সচেতন হওয়া।

সড়ক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে। নিয়ম মানাতে বাধ্য করতে হবে। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতকে সুশৃঙ্খল রাখা সম্ভব। যানবাহনের ফিটনেস ও চালকের লাইসেন্স নিয়ে কোনো ধরনের শৈথিল্য কাম্য নয়। যানবাহনের ত্রুটি কিংবা চালকের অবহেলা ও অদক্ষতার কারণে অকালে কোনো মানুষের জীবনপ্রদীপ নিভে যেতে পারে না।

পঙ্গুত্বের মতো দুর্বিষহ যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ জীবন কাটাতে পারে না। দেশে সন্ত্রাস দমনে যদি বিশেষ বাহিনী গঠন করা যায়, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এ ধরনের বাহিনী গঠন করা হচ্ছে না কেন? জানমাল রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আইন না মানাই সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সবাইকে আইন মানতে বাধ্য করতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পরিবহন মালিক-শ্রমিক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারের কাছ থেকে সমন্বিত, আন্তরিক, সচেতন, দৃঢ় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা সবাই আশা করে।

হিন্দুয়ানি ও মরু সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিকতা এবং বাংলা নববর্ষ

কাকন রেজা

হিন্দুয়ানি বিষয়টি নিয়ে একটু আলাপ করা যাক। আলাপ করতে গেলে অনেকে মনে কষ্ট পাবেন জানি। কিন্তু কষ্ট তো আর সত্যকে ঢেকে রাখতে পারে না। সত্য প্রকাশের রূপটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব। সুতরাং যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বন্দ্ব দোষের কিছু নয়। অনুভূতি আহত হওয়ার বিষয়ও নয়। 'হিন্দুয়ানি' শব্দটি ব্যবহার করে বাংলা নববর্ষকে যারা সাম্প্রদায়িক করতে চেয়েছেন তারা কিন্তু মুসলিম এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবেও পরিচিতি। সুতরাং, নববর্ষকে সাম্প্রদায়িক এবং মুসলমানদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করার কারণ ও কৌশলের বিষয়টি কিছুটা হলেও আলোচনা করা উচিত। প্রথমত মুসলিম সংস্কৃতিকে এ ধরণের বুদ্ধিজীবীরা বলেন, মরু সংস্কৃতি। মরুভূমি কিন্তু ইসলাম সৃষ্টি হবার পর তৈরি হয়নি। মরুভূমির সংস্কৃতি তথা আরব সংস্কৃতি ইসলামের পূর্ব হতেই ছিলো। আর আরব সংস্কৃতিরই অংশ, পারস্য সংস্কৃতি বা ফার্সি সংস্কৃতি। যা বর্তমান ইরান ও ইরাক। এ দুটিই মুসলিম দেশ, মরু সংস্কৃতির দেশ। দাবী করা হয় হিন্দু শব্দটাই আরবি থেকে আসা। এই দাবীর বিপরীতে শক্ত কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি কেউ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মঙ্গলধ্বনি, যাকে উলুধ্বনি বলে আখ্যায়িত করা হয়। তারও উৎপত্তি কিন্তু মরু সংস্কৃতিতেই। আরব সংস্কৃতিতে যুদ্ধের সময় উলুধ্বনি দেয়া হতো। এখনো আরব অঞ্চলের কোনো ট্রাইব উলুধ্বনি দেয়। যুদ্ধের হুংকার বা আহ্বানও বলতে পারেন উলুধ্বনিকে। যা পরে গৃহিত হয়েছে সনাতানী সংস্কৃতিতে।

প্রশ্ন করতে পারেন, হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কথা বলে। সেক্ষেত্রে বলি, ইসলাম সৃষ্টির আগে থেকেই আরবের সাথে এখনকার ভারতের যোগাযোগ ছিলো। তখন তো ভারত বলে কিছু ছিলো না। ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিলো এই ভূখণ্ড। সিন্ধু নদীর অববাহিকায় সনাতন ধর্মের মানুষ বসবাস করতেন। ব্রাহ্মণদের মূল আবাসস্থলই সেটা। মরু সংস্কৃতির মানুষরাই সিন্ধু অববাহিকায় যারা বাস করতেন সেই সনাতানীদের হিন্দু নামে আখ্যায়িত করতো সে সময়। ফলে তাদের পরিচিতি দাঁড়ায় হিন্দু নামে। পুরাণেও শামদেশের কথা বলা হয়েছে,আর সেই শামদেশই হচ্ছে আরব।

পারস্যের কথা বলি, খ্রিষ্টপূর্ব তিনশত সালেরও আগে থেকে ভারতের সংস্কৃতি, দর্শন ও বিজ্ঞানে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ ছিলো মরু সংস্কৃতির পারসিয়ানদেরই। যারপ্রমাণ রয়েছে ইন্ডিয়ান মিথোলজি পুরাণ, রামায়ন, মহাভারতে। এগুলোতে উল্লেখ রয়েছে পারস্যের প্রাচীন পহ্লবদের বিষয়। পারস্যের তৎকালীন ধর্ম জোরোষ্ট্রিয়ান থেকেও অনেক আচার-রীতি গ্রহণ করেছে তৎকালীন এ ভূখণ্ডের সনাতানীরা।

জোরোষ্ট্রিয়ানদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত আবেস্তার আহুরা মাজদা নামের উপাস্যই ঋগ্বেদের অসুর মহাৎ। হিন্দুধর্মের ভিত্তিও বলেন অনেকে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মকে। এখানে আরেকটু যোগ করি হিন্দু বিয়ের সাতপাঁক প্রথা, যা আগুনকে ঘিরে দেয়া হয়, তাও কিন্তু পারস্যের জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম থেকেই আহরিত। সুতরাং মরু সংস্কৃতির অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইন্ডিয়ান মিথোলজিতে যে বাঁশি নিয়ে এত কথা হয়। কৃষ্ণের বাঁশির কথা বলা হয়, বাঁশি বা ফ্লুটও কিন্তু হিন্দুস্তানের নয়। সেতার কিংবা হারমোনিয়াম অথবা তবলা এগুলোও ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব নয়। এসবের অনেকগুলোই পারস্য তথা মরু সংস্কৃতির উপহার। পারস্য তথা আরব তথা মরু সংস্কৃতি এখনকার ভারতকে না-না ভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এক সময় কাপড় যে সেলাই করা যায়, তা জানা ছিলো না এ অঞ্চলের মানুষের। ফলে তারা সেলাই বিহীন বস্ত্র পরিধান করতো। তুলা থেকে উৎপাদিত সুতা থেকে তৈরি হতো সেই বস্ত্র। সেই সুতি বস্ত্রই ছিলো তাদের সম্বল। সিল্ক, রেশম এসবই পারস্য মানে মরু সংস্কৃতির দান। খাবারের কথা বলি। যে বিরিয়ানি নিয়ে ভারতীয়দের এত আদিখ্যেতা সে খাবারটিও মরু সংস্কৃতির। আরো বহু উদাহরণ দেয়া যায়। কিন্তু শব্দসংখ্যা তাতে রেশ টেনে ধরে। নেংটি সভ্যতা থেকে এখনকার ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্যের যে অহঙ্কার, সে অহঙ্কারের মুকুট কিন্তু মরু সংস্কৃতিরই উপহার দেয়া। নেংটি কিন্তু এখনকার ভারতের অনেক জায়গায় প্রচলিত।

সুতরাং যারা 'হিন্দুয়ানি' বলে বাংলা নববর্ষকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চান, তাদের জ্ঞাতার্থে বলি, এমন করতে গেলে আপনাদের ধুতি সামলানো কঠিন হয়ে যাবে। টান পড়ে যাবে আপনাদের কল্পিত হাজার বছরের সংস্কৃতির গোড়াতেও। সুতরাং লোকজ উৎসবকে অযথা সাম্প্রদায়িক বানানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই সত্যিকার মঙ্গল। না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। খুলে যেতে পারে আপনাদের চাণক্য কৌশলের খুঁটিনাটি।

ফুটনোট : বাংলা নববর্ষ বিষয়ে আর বললাম না। মোঘল সম্রাট আকবরের বাংলা সন সৃষ্টির ব্যাপারটিও জানেন সবাই। কেউ কেউ অবশ্য এ বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চান এবং 'হিন্দুয়ানি' শব্দটি তাদেরই আবিষ্কার। অনেকে বাঁকা কথায় তাদের কলাবিজ্ঞানী বলেন।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

প্রথম ধাপের পর মোদি-শাহ চিন্তিত কেন

ভারতের নির্বাচন

সেলিম খান

ভারতের প্রথম পর্বের নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যেভাবে দলে দলে বিপুল সংখ্যায় মানুষ সবকিছুকে উপেক্ষা করে ভোটকেন্দ্রে গেছেন, তাতে তাঁরা তো দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ পেতেই পারেন। মানুষ নরেন্দ্র মোদি আসলে খুব হিসেবি লোক। প্রতিটি পা ফেলেন গুনে গুনে। সুতরাং তিনি এটা জানেন না বলে দাবি করলে বিশ্বাস করা কঠিন যে, গতবারের (২০১৯) তুলনায় এবারের প্রথম পর্বে প্রায় ৫-৮ শতাংশ ভোট কম পড়েছে। বিজেপির নিজের ঘাঁটিতেও মানুষ তুলনামূলক কম গেছে ভোট কেন্দ্রে। উত্তর-পূর্বের রাজ্য নাগাল্যান্ডের ছয় জেলায় একটিও ভোট পড়েনি। তারপরও অভিনন্দন!

প্রধানমন্ত্রী মোদির সেকেন্ড ইন কমান্ড অমিত শাহর কথাই ধরুন। গতকাল শনিবার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বলে ক্ষমতাসীন মমতা ব্যানার্জি সরকারকে আশ্বস্ত করেছেন যে, রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ৩০-৩২টা পেলেও তাঁরা রাজ্য সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন না। কেন এই আশ্বাস? ভারতের সংবিধান অনুযায়ী মমতা সরকারের তো ২০২৬ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার কথা। তাহলে না-ভাঙার আশ্বাসের কী প্রয়োজন? অনেকেরই মনে থাকার কথা ২০১৯-এর নির্বাচনে মোদি বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসার পর কংগ্রেস শাসনাধীন দুটি রাজ্য সরকারকে জোর করে ফেলে দিয়েছিলেন আমিত শাহরা। রাজ্য দুটি হলো কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশ। তাহলে মমতা দিদির প্রতি এত সদয় হওয়ার কারণটা কী?

ভারতের প্রথম পর্বের ভোট অনেক কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ২০০৪ সালের নির্বাচনের ইতিহাস। দুই দফায় টানা ছয় বছর ক্ষমতায় থাকার পর 'শাইনিং ইন্ডিয়া' স্লোগান নিয়ে মাঠে নেমে অটলবিহারি বাজপেয়ী সরকারের ভরাডুবি হয়েছিল। আর কংগ্রেসের কাছেও সেই বিজয় ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আর এই অপ্রত্যাশিত ফলের প্রথম ইঙ্গিত এসেছিল ভোটের হার কম হওয়ার মধ্য দিয়ে। প্রথম দফায় ভোট কম হওয়ার মধ্যে কি মোদি-শাহরা কোনো সিঁদুরে মেঘ দেখছেন? সে ক্ষেত্রে ৩৭০-৪০০ পার হওয়া তো দূরস্থান, সরকার গঠন নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে। আর এ ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জির দিকে চেয়ে থাকাটা বিজেপির জন্য একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। মমতা এক সময় বিজেপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দিয়েছেন, মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছেন।

প্রথম দফায় ভোট কম পড়ার পেছনে অনেকেই প্রচণ্ড গরমকে দায়ী করছেন। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, এর আগেরবারও তো এই সময়ে নির্বাচন হয়েছে। তখনো গরম এমনই ছিল। হয়তো উনিশ-বিশ। ভারতীয় সাংবাদিক রবিশ কুমারের নামের সাথে এখানে অনেকেই পরিচিত। ম্যাগসেসেই পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক। দীর্ঘকাল এনডিটিভিতে সুনামের সাথে সাংবাদিকতা করেছেন। প্রতিষ্ঠানটি আদানির জিম্মায় চলে যাওয়ার পর স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছেন। সমঝোতা করেননি। এরপর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন। ২০২২ সালের ৩ জুন খোলা চ্যানেলটি দুই বছর পেরনোর আগেই সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা এক কোটি ছুঁই ছুঁই করছে।

গত ২০ এপ্রিল নিজের ভিডিওতে এর ব্যাখ্যা দিলেন রবিশ কুমার। বলছেন, গরমই যদি কারণ হবে তাহলে মণিপুর, নাগাল্যান্ড, উত্তারাখণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম—এসব রাজ্যে ভোট কম পড়ল কেন? আবহাওয়া তো সেখানে মনোরম। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় তীব্র গরমের মধ্যে লোকজন আগের চেয়েও বেশি ভোট দিল কীভাবে? আসলে ভোট কম পড়ার উত্তর এমন সোজাসাপ্টা হয় না। এখানে মূল প্রশ্ন হিসেবে উঠে আসছে, মানুষ কি ভোটে আগ্রহ হারাচ্ছে? কেন? তাঁরা আসলে কাদের সমর্থক? তাহলে কি শুধু বিজেপির সমর্থকেরা দলে দলে ভোট দিয়েছেন, আর বিজেপি-বিরোধীরা বিমুখ, কারণ আবার তো মোদি আসছেনই? না-কি বিষয়টি উল্টো? এর জন্য ৪ জুন পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। তবে এর আগে আরও অনেক ভাষ্যের, চিত্রপট পরিবর্তনের নমুনা দেখতে হতে পারে।

ভোট কম পড়ার পেছনে মণিপুরে সহিংস পরিবেশ বিরাজ করা, নাগাল্যান্ডে ভোট বয়কটের ডাক যেমন আছে, তেমনি এবার বহু ভোটারের নাম তালিকায় নেই। অথচ তাঁরা বছরের পর বছর ভোট দিয়ে আসছেন। যেসব রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার (অর্থাৎ রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিজেপি সরকার) আছে সেখানেই এই অভিযোগ বেশি। ভোটাররা রোদের মধ্যে জেলাপ্রশাসকের অফিস, নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে এর সদুত্তর খুঁজেছেন, কিন্তু পাননি। তবে শাসকেরাই ভোট কম পড়ার এই ব্যবস্থা করেছেন? রাজস্থান এবং গুজরাট ও উত্তর প্রদেশের একাংশে রাজপুত সম্প্রদায় বিজেপির ওপর নাখোশ। তারা পঞ্চায়েত বসিয়ে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরপর মুসলমান, খ্রিষ্টান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি বিরামহীন অবিশ্বাস তো ভারতীয় শাসকদের আছেই। ফলে শাসকের ধর্মই এদের ভোটদান থেকে যথাসম্ভব বিরত রাখা।

এর মধ্যে একটা মজার খবর আছে। অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া নামে একটি জরিপকারী প্রতিষ্ঠান এই মুহূর্তে আলোচনায়। জরিপের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির বেশ সুনাম আছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রদীপ গুপ্ত একজন ভোট বিশেষজ্ঞও বটে। সম্প্রতি প্রদীপ তাঁর এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে লেখেন, ১৩টি রাজ্য বিজেপিকে চিন্তায় রাখবে। সাথে আরও কিছু ছিল। প্রদীপের এই টুইট বেশিক্ষণ জ্বলে থাকতে পারেনি। অভিযোগ আছে, বিজেপির চাপে তিনি টুইট সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। বলা হচ্ছে, 'এক্সিস মাই ইন্ডিয়া' এবার ভোটের আগে জরিপ করেছিল, যা আর আলোর মুখ দেখেনি। কিন্তু বর্তমানে কোনো কিছু ধামাচাপা দেওয়া খুবই কঠিন। ফলে সামাজিক মাধ্যমে ওই জরিপের পূর্ণাঙ্গ ফল ফাঁস হয়ে গেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও এ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন প্রদীপ নিজে।

অসমর্থিত এই জরিপে আসলেই কী বলা হয়েছে, দেখা যাক। বলা হচ্ছে, বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট বা কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোট কেউই গরিষ্ঠতা পাবে না। বিজেপি পেতে পারে ২০৮-২১৯টি আসন। তারা প্রায় ৯০-৯৪টি আসন হারাবে। বিজেপির জোট সঙ্গীরা পেতে পারে ৩৫-৩৮টি আসন। অন্যদিকে কংগ্রেস ১১৫-১২৩ এবং এর শরিকেরা ১২০-১২৮টি আসন পেতে পারে। এর বাইরে অন্যান্যরা ৪০-৫৫টি আসন পাবে। অর্থাৎ, দুই জোটের কোনোটিই আড়াই শ আসন ছুঁতে পারবে না। দ্য কুইন্ট নামের একটি ভারতীয় নিউজ পোর্টাল ফ্যাক্ট চেক করে জানাচ্ছে, অক্সিস মাই ইন্ডিয়ার নামে যে জরিপের কথা বলা হচ্ছে, তা একেবারেই ভুয়া। এই দাবির পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, দ্য কুইন্ট ঠিক এনডিটিভির মতো করে ঘুর পথে কিনে নিয়েছেন গুজরাটের এক ধনকুবের।

তারপরও এত বড় মিথ্যা জরিপ কীভাবে এমন প্রচার ও বিশ্বাসযোগ্যতা পেল, সে প্রশ্ন উঠে আসছে। প্রথম সন্দেহ হলো, অ্যাক্সিসের প্রধানকে তাঁর টুইট সরিয়ে নিতে বাধ্য করা। দুই, অ্যাক্সিস অতীতে ৬৯টি নির্বাচনী জরিপ করেছে। এর মধ্যে ৬৪টি বাস্তব ফলের সাথে দারুণভাবে মিলে গেছে। সেই অ্যাক্সিস এবার হঠাৎ চুপ মেরে গেল কেন? নাকি তাদের জরিপ অন্যরকম হওয়ায় আর আলোর মুখ দেখেনি। কারণ গত ১৭ এপ্রিল বা তার আগে প্রকাশিত সব জরিপে বিজেপি জোটকে ৩৩০ থেকে ৩৯৫ আসন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। আর যারা এই জরিপ সারা দিন ধরে প্রকাশ করেছে তারা মোদি সরকারের ধামাধরা বা গোদি মিডিয়া নামেই পরিচিত।

বিজেপির ভয়টা এখানেই। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর একনিষ্ঠ লেফটেন্যান্ট অমিত শাহর। গত এক দশকে বিজেপির মতো দলকে যেভাবে গুজরাটি লবির দাপটে কুক্ষিগত গত ফেলেছেন, তাতে তাঁদের শত্রু এখন ঘরে-বাইরে সর্বত্র।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

'স্বেচ্ছামৃত্যু'কে উৎসাহিত করে বিশ্ব কোন পথে

ডা. সানজিদা শাহরিয়া

'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না। তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো মারা যেতে?' ভদ্রলোক আমার চোখে চোখ রেখে স্থির দৃষ্টিতে বললেন। আমি নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

আমার চেম্বারে আসা ভদ্রলোকের বয়স ৭৫ বছর। একাধিক নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। একাধিক নামকরা মানবাধিকার সংস্থায় আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর লেখা বইয়ের প্রকাশকও নামকরা। কাজেই এই মানুষটি যখন এ ধরনের কথা বলেন, তখন কেন বলছেন, সেই প্রসঙ্গটা চট করে বোঝা যায় না।

চুপ করে ওনার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ ফিট। ধোপদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ। টান টান মেরুদণ্ড। দুর্বল মনস্তত্ত্বের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার সামনে একজন সম্পূর্ণ সজাগ, আত্মবিশ্বাসী মানুষ বসে আছেন।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে আগে অন্য একটি প্রসঙ্গ টানতে বাধ্য হচ্ছি। সম্প্রতি বহির্বিশ্বের একটি খবর দেখে শিউরে উঠেছি। নিউইয়র্ক পোস্টে ২ এপ্রিল একটি খবর ছাপা হয়েছে। শিরোনাম 'শারীরিকভাবে সুস্থ ২৮ বছরের ডাচ নারীর স্বেচ্ছামৃত্যুর সিদ্ধান্ত, কারণ বিষণ্নতা তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছে'। তখন থেকে 'স্বেচ্ছামৃত্যু' শব্দটা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এই নারীর নাম জোরায়া তেরবিক। নেদারল্যান্ডসে জার্মানির কাছাকাছি একটি সীমান্ত শহরের ছোট্ট গ্রামে বাস করেন দুটো বিড়াল এবং তাঁর ৪০ বছর বয়স্ক প্রেমিকের সঙ্গে। আইনগতভাবে তাঁর জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ তিনি তাঁর বিষণ্নতা, অটিজম এবং বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার নিয়ে আর পারছেন না। ওনার ইচ্ছে ছিল উনি সাইকিয়াট্রিস্ট হবেন। অথচ নিজেই নিজের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আজীবন যুদ্ধ করছেন। তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু কার্যকর হবে মে মাসে।

তেরবিক বলেন, 'আমি স্পষ্টভাবে জানি যে যদি আমার অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহলে এই অবস্থা নিয়ে আমি আর চলতে পারব না।' তেরবিক একা নন, তিনি ছাড়াও এখন অনেকেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করছেন। তিনি পাশ্চাত্যের স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেওয়ার যে নতুন ধারার সূচনা হয়েছে, তার এক উদাহরণ। অনিরাময়যোগ্য জীবন সীমিত রোগ, যেমন ক্যানসার; মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, যেমন বিষণ্নতা বা তীব্র দুশ্চিন্তা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, জলবায়ুর পরিবর্তন, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদি পাশ্চাত্যের মানুষকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে ঠেলে দিচ্ছে বলে জানায় এ রিপোর্টটি।

এদিকে খেয়াল করে দেখুন, আমাদের দীর্ঘদিনের উপনিবেশিত মন মনে করে, পাশ্চাত্য থেকে যা-ই আসছে—সবই বুঝি ভালো, সেরা ও ইতিবাচক। সাদারা ভালো, আমরা তাদের অনুকরণ করি, তাদের মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। সাদাদের মতো হয়ে ওঠা মানে জাতে ওঠা।তেরবিক বলেছেন, তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কারণ তাঁর চিকিৎসক বলেছেন, 'আমাদের আর কিছু করার নেই। আপনি আর কোনো দিন সুস্থ হবেন না।'

আরটিএল নিউজের বরাত দিয়ে উল্লেখ্য যে তেরবিক মারা যেতে চান তাঁর নিজের বসার ঘরের সোফায় বসে, যেখানে তাঁর পাশে তাঁর প্রেমিক থাকবেন। যেখানে কোনো আবহ সংগীত

> যখন আসলেই আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়, তখন চিকিৎসক এবং ওষুধের পাশাপাশি আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। মানুষের আধ্যাত্মিক সংকটে পাশে দাঁড়াতে হয় সমাজকেও। বন্দুকটা শুধু একা চিকিৎসকের বা কাউন্সেলরের কাঁধের ওপর রাখা যায় না। সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

তিনি চান না। কোনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চান না। তিনি চান তাঁর মৃতদেহ দাহ করে ছাইগুলো জঙ্গলের কোথাও তাঁর প্রেমিক ছড়িয়ে দেবেন।

এই জায়গায় এসে আমি শিউরে উঠেছি। আমরা কি মৃত্যুকেও বাণিজ্যিকীকরণ করার যুগে প্রবেশ করছি?

যখন ইউথেনেশিয়া জীবননাশের একটি সাধারণ পথ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এই পথ সহজেই বেছে নেওয়ার মানুষও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। 'ইউথেনেশিয়া' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'ইউ' এবং 'থানাতোস' থেকে এসেছে। 'ইউ' শব্দটির অর্থ সহজ এবং 'থানাতোস' কথাটির মানে মৃত্যু; অর্থাৎ 'ইউথেনেশিয়া' শব্দটির মানে দাঁড়াচ্ছে 'সহজ মৃত্যু'। নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ডে ইউথেনেশিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কেবল মৃত্যুযন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়া মানুষই নয়, যাঁরা কোমায় রয়েছেন বছরের পর বছর ধরে, তাঁদেরও মৃত্যুর জন্য আবেদন করেন তাঁদের স্বজনেরা।

ধরুন, চিকিৎসক যদি তেরবিককে বলতেন, 'আপনার জন্য এখনো আমাদের কিছু করার আছে!' তাহলে নিশ্চয়ই তেরবিক স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিতেন না। আমাদের ভয়াবহ পাশ্চাত্যপ্রবণতা সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বিশ্বায়ন কি আমাদের আগামী দিনের তেরবিক হতে হাতছানি দিচ্ছে?

নেদারল্যান্ডসের সাবেক প্রধানমন্ত্রী দ্রিস ভ্যান অ্যাগট তাঁর স্ত্রী ইউজিনের হাতে হাত রেখে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ৯৩ বছর বয়সে একসঙ্গে স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নেন। সাধারণত তিন ধরনের ইউথেনেশিয়া রয়েছে।

যেমন স্বেচ্ছায় মৃত্যু গ্রহণ করতে চায়, অস্বেচ্ছায় রোগী সংজ্ঞাহীন থাকে, ফলে রোগীর অনুমতি বা মতামত নেওয়া সম্ভব হয় না। এ ছাড়া অনিচ্ছাকৃত ইউথেনেশিয়া রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পাদন করা হয়।

বাংলাদেশে ইউথেনেশিয়া এখনো অবৈধ। ২০১৭ সালে এটা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় যখন তোফাজ্জল হোসেন নামের মেহেরপুরের এক ফল বিক্রেতা তাঁর দুই ছেলে (২৪, ১৩ বছর) এবং এক নাতির (৮ বছর) জন্য ইউথেনেশিয়ার আবেদন করেন। কারণ তারা প্রত্যেকেই ডুশিন মাসকুলার ডিস্ট্রফি নামক নিরাময় অযোগ্য জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। যেখানে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশির পরিমাণ কমতে থাকে। তোফাজ্জল হোসেন তাঁর ভিটেমাটি, দোকান বিক্রি করে চিকিৎসার খরচ জোগাতে সর্বস্বান্ত হন। তিনি বলেছিলেন, 'সরকারকে ভাবতে দেন তারা আমার নাতি ও সন্তানদের সঙ্গে কী করবে। তারা অনেক কষ্টে ভুগছে এবং এ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায়। আমার পক্ষেও তাদের এই ভোগান্তি দেখার আর ধৈর্য নেই।'

ভাবা যায়? নিজের চোখে আয়না ধরি, যদি এই গল্প আমার হতো আমি কী করতাম?

এবার আমার চেম্বারের বিষয়ে ফিরে আসি। কয়েক দিন আগে ঠিক ওই ভদ্রলোকের মতো এমনই এক প্রস্তাব নিয়ে আরেক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। উচ্চশিক্ষিত সেই মানুষটিও অসহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে চাইছিলেন, 'আপনি কি সাহায্য করতে পারেন আমাকে মারা যেতে? আমার বয়স ৬১ বছর, কোনো অসুখ নেই, স্বামী চলে যাওয়ার পর আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।' ইনিও মেয়ো ক্লিনিক থেকে শুরু করে বিশ্বের সেরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার সেবা নিয়ে দেশে ফিরেছেন।

আমার চেম্বারে আসা আলোচ্য ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উভয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ নেবেন। কিন্তু যখন আসলেই আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়, তখন চিকিৎসক এবং ওষুধের পাশাপাশি আরও অনেক কিছু প্রয়োজন।

মানুষের আধ্যাত্মিক সংকটে পাশে দাঁড়াতে হয় সমাজকেও। বন্দুকটা শুধু একা চিকিৎসকের বা কাউন্সেলরের কাঁধের ওপর রাখা যায় না। সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন। কারণ দিন শেষে আমরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের শোষণের অভিযোগ জাতিসংঘের

নিউজ ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা। ১৯ এপ্রিল শুক্রবার জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, কর্মসংস্থানের আশায় সরকারি নিয়ম মেনে দেশটিতে গিয়ে তারা এখন চরম দুরবস্থায় রয়েছেন।

দেশটিতে যাওয়ার পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ না পেয়ে এসব শ্রমিককে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। গ্রেফতার ও আটকও করা হচ্ছে। এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকের সুরক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ নিতে দুই দেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ।

বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কয়েক মাস বা তারও বেশি সময় ধরে মালয়েশিয়ায় আছেন এ রকম বাংলাদেশি অভিবাসীরা অমর্যাদাকর এক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। তাদের যেকোনো সময় দেশে ফিরতে হতে পারে।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন কনটেম্পরারি ফর্মস অব স্লেভারি তোমোয়া ওবোকাতা, স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন ট্রাফিকিং ইন পারসনস শিভন মেলালি, স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার অন দ্য হিউম্যান রাইটস অব মাইগ্রেন্টস জিহাদ মাদি এবং জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ অন বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের পাঁচ বিশেষজ্ঞ রবার্ট ম্যাককরকুয়োডেল (চেয়ার-র‍্যাপোর্টিয়ার), ফার্নান্দা হোপেনহাম (ভাইস-চেয়ার), পিচামন ইয়েওপহানতং, দামিলোলা ওলাউইয়ি ও এলজবিয়েতা কারস্কা।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ায় যাওয়ার আগে এসব শ্রমিককে চাকরি ও কাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু দেশটিতে প্রবেশের পর দেখা যায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন না তারা। কাজ না পেয়ে অনেক সময় তারা ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও মালয়েশিয়ায় থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে দেশটির কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেফতার, বন্দী, দুর্ব্যবহার ও দেশে প্রত্যর্পণের ঝুঁকিতে পড়েন তারা।

চাকরির ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে বড় অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় অপরাধী চক্রগুলোর দ্বারা অভিবাসী শ্রমিকেরা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এমন প্রতিষ্ঠানে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়, যার কোনো অস্তিত্বই নেই। আর এই নিয়োগের জন্য এসব চক্রকে অর্থ দিতে গিয়ে ঋণের ফাঁদে পড়ছেন শ্রমিকেরা।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব চক্রের সঙ্গে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও জড়িত। এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এর অবসান হওয়া দরকার।

শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণায় জড়িত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ বলেন, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় প্রতারণায় যুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত তেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতারণার শিকার ব্যক্তিরা এ নিয়ে কথা বললে প্রতিশোধ ও হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। এসব ঘটনা তদন্তে মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

বিষয়টি নিয়ে এর আগে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

শিব নারায়ণ দাসের কর্নিয়ায় আলো ফুটবে দুজনের চোখে

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অন্যতম নকশাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা শিব নারায়ণ দাসের দান করা কর্নিয়ায় চেখে আলো ফিরে পাবেন দুই অন্ধ লোক। ২০ এপ্রিল শনিবার সন্ধানী চক্ষু হাসপাতালে দুজন অন্ধ মানুষের মধ্যে কর্নিয়া দুটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু বলেন, ২০ এপ্রিল শনিবার সন্ধানী চক্ষু হাসপাতালে দুজন অন্ধ মানুষের মধ্যে কর্নিয়া দুটি প্রতিস্থাপন করা হবে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিব নারায়ণ দাশ মননে চিন্তায় যে অবদান রেখেছিল মৃত্যুর পরেও দুজন অন্ধ মানুষকে পৃথিবীর সুন্দর রং রূপ দেখার সুযোগ করে দিয়ে গেছেন। সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান সমিতি এই পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রথম পতাকার অন্যতম নকশাকার শিব নারায়ণ দাশ ১৯ এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৯টা ২৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে মারা যান। তার ছেলে অর্ণব আদিত্য বাবার কথা অনুযায়ী কর্নিয়া দুটি দান করেন সন্ধানীতে। তিঁনি শুধু চোখ না, দেশের জন্যে তিনি তাঁর দেহ দান করে গিয়েছেন। সন্ধানী আন্তর্জাতিক চক্ষু ব্যাংকের টিম দুপুর সাড়ে ১২টায় কর্নিয়া দুটি সংগ্রহ করে।

১৯৭০ সালের ছয় জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ১১৬ নম্বর কক্ষে রাত ১১টার পর পুরো পতাকার নকশা সম্পন্ন করেন। এ পতাকাই পরবর্তীতে ১৯৭১-এর দুই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় উত্তোলিত হয়।

১৯৭০ সালের ৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সামরিক কুচকাওয়াজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশ গ্রহণের কথা ছিল। এজন্য ছাত্রদের নিয়ে একটি জয়বাংলা বাহিনী, মতান্তরে 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী' গঠন করা হয়। ছাত্র নেতারা এই বাহিনীর একটি পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।

মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় বিদায় নিলেন শিব নারায়ণ দাশ

ঢাকা ডেস্ক

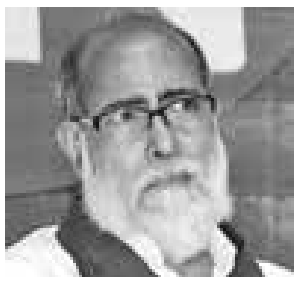

শিব নারায়ণ দাশ

২০ এপ্রিল শনিবার বিকাল ৪টায় নিজ জন্মস্থান কুমিল্লা টাউনহল প্রাঙ্গণে তাঁর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠনের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান কুমিল্লা সদর আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার।

এসময় তিনি বলেন, শিব নারায়ণ দাশ মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারালো। শিবুদার মাঝে রাজনীতি নিয়ে ক্লান্তি ছিল না। উনি আমাদের হাতে পোস্টার বানিয়ে দিতেন। আমরা পুরো শহর সেই পোস্টার বিলিয়ে দিতাম। এমন একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদকে কুমিল্লার মানুষ হারিয়েছে। যত দিন বাংলাদেশের ইতিহাস থাকবে, ততদিন এ জাতি উনাকে স্মরণ করবে।

জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, শিব নারায়ণ দাশ একজন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পতাকা শিব নারায়ণ দাশের হাতেই হয়েছে। উনি কখনো নিজের জন্য ভাবেননি। উনিই প্রথম কুমিল্লার টাউনহল মাঠে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়েছিলেন। আমরা সবার পক্ষ থেকে দাবি জানাই, শিব নারায়ণ দাশকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হোক।

শিব নারায়ণ দাশের সহধর্মিনী বীর মুক্তিযোদ্ধা গীতশ্রী চৌধুরী বলেন, আমি ৫৫ বছর ধরে তার সঙ্গে ছিলাম। শেষ সময় পর্যন্ত কুমিল্লাবাসী শিব নারায়ণ দাশের পাশে ছিলেন। আমি কৃতজ্ঞ।

এর আগে ১৯ এপ্রিল শুক্রবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

শিব নারায়ণ দাশ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার মূল নকশাকার। তিনি একজন ছাত্রনেতা ও স্বভাব আঁকিয়ে ছিলেন। ১৯৭০ সালের ৬ জুন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের (বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ১১৬ নম্বর কক্ষে পুরো পতাকার নকশা সম্পন্ন করেন। এ পতাকাই পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় উত্তোলন করা হয়।

ডা. হামিদুজ্জামানের মাতৃবিয়োগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের বিশিষ্ট চিকিৎসক, বাংলাদেশ সোসাইটি ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামানের মাতা ফাজিলাতুন নেসা ইন্তেকাল করেছেন। ২০ এপ্রিল শনিবার সকাল ১১টার দিকে তিনি নিউইয়র্কের হলিসে তার এক কন্যার বাসায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বয়স হয়েছিলো ৮৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ৩ মেয়ে ও নাতি-নাতনী সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ'র।

মরহুমার নামাজে জানাজা ২১ এপ্রিল রোববার বাদ মাগরেব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। ২২ এপ্রিল লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবরস্থানে মরহুমার মরদেহ দাফন করা হয়। ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামানের মায়ের ইন্তেকালে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

আটলান্টিক সিটি বোর্ড অব এডুকেশনের পর্ষদ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির বোর্ড অব এডুকেশনের পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিটির আটলান্টিক এভিনিউস্থ সিটি সেন্টার ভবনের বোর্ড অব এডুকেশনের পর্ষদ সভাকক্ষে এই পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্ষদ সভা সঞ্চালনা করেন পর্ষদ সচিব এনজি ব্রাউন। সভায় পর্ষদ সভাপতি শে স্টিল, সহ সভাপতি ওয়াল্টার জনসন, রুথ বায়ারড,পেট্রিসিয়া রেইলি, সুব্রত চৌধুরী,টরেস মেফিল্ড, কাশওয়ান ম্যাকিনলে, হলিশা ব্রিজারস, মোঃ এ সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে আটলান্টিক সিটি পাবলিক স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ লা কোয়েটা স্মল তাঁর প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। এছাড়া আটলান্টিক সিটি হাই স্কুলের ছাত্র প্রতিনিধিরাও পর্ষদ সভায় বক্তব্য রাখেন। সভায় অংশগ্রহণকারী পর্ষদ সদস্যরা সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুচিন্তিত মতামত দেন এবং তারই আলোকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পর্ষদ সভায় আটলান্টিক সিটির মেয়র মারটি স্মল, নিউ জারসি রাজ্যের পক্ষে তদারককারী মিসেস কেরল মরিস, বোর্ড অব এডুকেশন এর সলিসিটর, ব্যবসা প্রশাসকবৃন্দসহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জমকালো আয়োজনে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন

শহীদ আহমদ

শিক্ষার্থীদের আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মানবিক মানুষ হয়ে গড়ে উঠার আহবান জানানোর মধ্য দিয়ে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার কুশিয়ারা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবর্তন উৎসবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক, বরেণ্য ইতিহাসবিদ, লেখক এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন- বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মেসবাহউদ্দিন আহমদ এবং ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর। এছাড়াও অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টের প্রধান উপদেষ্টা শফিউল আলম চৌধুরী এমপি, এবং ট্রাস্টের চেয়ারপার্সন (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শামীম আহমদ।

সমাবর্তন উৎসব শুরু হয় মহান জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আশরাফুল আলম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর নিতাই চন্দ্র চন্দ। সভাপতির বক্তব্যে শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার সংগ্রামে সন্ধিৎসু ও দেশপ্রেমিক শিক্ষার্থীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে মানসম্মত ধীমান শিক্ষার্থী সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষাগবেষনা,উদ্ভাবনসহ নানান নিরীক্ষাধর্মী কর্মযজ্ঞে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে সম্পৃক্ত করার কোন বিকল্প থাকতে পারে না। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশের' লক্ষ্য পূরণে মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এই মহাযজ্ঞে কৃতিত্বের ছাপ রাখবে।

সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, সমাবর্তন একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার শিক্ষার্থীর জীবনে প্রয়োজনীয় এবং আনন্দময় দিন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হবে ভিন্নমতের চারণক্ষেত্র। স্বাধীন চিন্তাবিকাশে ভিন্ন মতের পোষকতার বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, গবেষণা একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে। তাই আমাদের প্রধানতম কাজ হচ্ছে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করা।

সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবর্গ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং আমন্ত্রিত।

প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ আব্দুর রহমান আর নেই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রবীণ সাংবাদিক, ইমিগ্রেশন কনসালট্যান্ট মোহাম্মদ আব্দুর রহমান আর নেই। তিনি ২০ সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে হ্যামট্রাম্যাক শহরের ট্রয়ব্রিজ রোডস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানা শারিরীক জটিলতায় ভুগছিলেন। তাঁর নামাজে জানাজা ২১ এপ্রিল বাদ জোহর মসজিদ নুরে অনুষ্ঠিত হয়।

মোহাম্মদ আব্দুর রহমানকে আজকের প্রজন্ম সেভাবে চিনবে না। সত্তর ও আশি দশকে তিনি ছিলেন অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার হবিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি। সে সময় সাড়া জাগানো রিপোর্ট করতেন। লিখছেন অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ফিচার। ৮০ এর দশকে তিনি হবিগঞ্জ জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। তিনি কিছুদিন একটি ব্যাংকে কাজ করেছেন। পরে বন কর্মকর্তা হিসেবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ছোট বেলা থেকেই বেশ মেধাবী ছিলেন। মরহুম আব্দুর রহমান এর গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার জালালাবাদ গ্রামে। তিনি হবিগঞ্জ শহরের গার্নিংপার্ক এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ওপি ওয়ান পেয়ে সপরিবারে আমেরিকা আসেন। প্রথমে নিউইয়র্ক ও পরে স্থায়ীভাবে মিশিগান রাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরে বসবাস করছিলেন। তিনি ছিলেন সজ্জন ও পরোপকারি।

নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটির ঈদ পূর্ণমিলনী ও বৈশাখী উৎসব

লং আইল্যান্ড

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের নিইউয়ার্কে বাঙালিদের মাঝে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে কাজ করে যাচ্ছে নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি। এরই ধারাবাহিকতায় ২১ এপ্রিল লং আইল্যান্ডে ঈদ পরবর্তী পূর্ণমিলনী ও বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করেছে সংগঠনটি।

অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সিনেটর ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

শুরুতেই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের।

অনুষ্ঠানে বৈশাখী মেলা, নাচ-গান, বাচ্চাদের পারফর্মেন্স, পুঁথি পাঠ, ম্যাজিক শোসহ নানান আয়োজন ছিল।

আর এসব উপপভোগ করতে প্রবাসীরা এসেছিলেন বাঙালি সাজে। নারীরা পরেছিলেন লাল-সাদা শাড়ি। ছেলেরা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরেছিলেন। শিশুরাও সেজেছিল বাঙালি সাজে। এ যেন সুদূর আমেরিকায় ছোট্ট এক বাংলাদেশ।

মূলত প্রবাসের মাটিতে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের বাংলাদেশের নিজস্ব কৃষ্টি কালচার ও উৎসবের সঙ্গে পরিচিতি এবং যুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে এই আয়োজন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা দি ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্য, এক্সিডেন্ট কেইসেস, মেডিকেল মেলপ্রেকটিস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ, বাংলাদেশি আমেরিকান এটর্নী এট ল, মঈন চৌধুরী।

এসময় ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার মঈন চৌধুরী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এটি একটি সুন্দর আয়োজন। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যেমন আনন্দিত হই, তেমনি আমাদের পরস্পরের মাঝে একটি সামাজিক বন্ধন তৈরি হয়। একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারি। সর্বোপরি বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মেলবন্ধন তৈরি হয়। আশা করবো নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটি আমাদের আরও সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম উপহার দেবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন মোতাছির মিয়া, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শামিবুর রহমান (শামীম) , ভাইস প্রেসিডেন্ট সোনিয়া হক, আশিকুজ্জামান চোধুরী, মনিরুর রহমান প্রমুখ।

নাসাউ বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন মোতাছির মিয়া জানান, এবার ঈদুল ফিতরের পরপরই পহেলা বৈশাখ পালিত হয়েছে। তাই দুটি উৎসব আমরা একসঙ্গে উদযাপন করতে পেরে আনন্দিত।

আয়োজকরা বলেন, পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা মানে শুধুমাত্র উৎসবে মেতে ওঠা নয়, বাঙালির বর্ষবরণ সংস্কৃতিকে পরবর্তী প্রজন্মকে জানিয়ে দেওয়াও উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন কৃষণা তিথি, শানু হোসাইন, অর্ণব ও আয়না মাহিবা। আর নাচ পরিবেশন করেন আরটিভি ইয়াং স্টার লিনা মানহা, প্রিয়া ডায়েস। এছাড়া শামীমের একের পর এক মনোমুগ্ধকর ম্যাজিক পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মনমাতানো গানের মুছনায় আর বাহারী বাঙালী খাবারের ডিনার শেষে সবাই খুব সুন্দর একটি সন্ধায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরেন ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দল টিকিয়ে রাখা স্বার্থেই নির্বাচনে গিয়েছি

বললেন জিএম কাদের

ঢাকা অফিস

জিএম কাদের

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দলের স্বার্থে সবশেষ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। আওয়ামী লীগ তাদের'রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়েছে' বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ইউটিউবে'ডয়চে ভেলে খালেদ মুহিউদ্দীন জানতে চায়' টকশোতে এবারের অতিথি হিসেবে ছিলেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। সবশেষ জাতীয় নির্বাচনে জাতীয় পার্টির অংশগ্রহণ, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব নিয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দেন তিনি।

আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসেবে নিজেদের সবসময় উপস্থাপন করলেও তারাই স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি বলে মন্তব্য করেন এই নেতা। জি এম কাদের বলেন,'তারা (আওয়ামী লীগ) বলে তারা স্বাধীনতার পক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে, এটা একটা ডাহা উল্টো কথা। আমি মনে করি তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি'

আওয়ামী লীগের শাসন ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের বদলে'স্বৈরতন্ত্রে' পরিণত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন,'তারা এখন একটা কাল্ট হয়ে গেছে। তার এখন আর রাজনৈতিক দল নেই। কাল্ট মানে একটা নেতাভিত্তিক এবং কিছু রিচ্যুয়ালসভিত্তিক একটা সংগঠন, যাদের নেতার প্রতি কঠোর আনুগত্য থাকতে হয়। এটা তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।'

ভারতের সাথে জাতীয় পার্টির সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে দিল্লির আশীর্বাদ জরুরি কিনা সঞ্চালক খালেদ মুহিউদ্দীনের এমন প্রশ্নের জবাবে জি এম কাদের বলেন,'বাংলাদেশে ভারতের ইন্টারেস্ট রয়েছে। সেটা নিরাপত্তা বিবেচনায়। আমাদের সাথেও তাদের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তবে তাদের সমর্থন ছাড়া কেউ ক্ষমতায় আসতে পারবে না এটা সঠিক নয়।'

চলতি বছর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সবশেষ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,'নির্বাচনে না গেলে জাতীয় পার্টি ও আমি হারিয়ে যেতাম।' যে কোনোভাবেই নির্বাচন হয়ে যেত এমন ধারণা তিনি করেছেন বলে জানান।

বড় দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে মনে করেন জি এম কাদের। তিনি বলেন, বিএনপি যা করেছিল আওয়ামী লীগও

মিয়ানমার থেকে ফিরলেন ১৭৩ বাংলাদেশি

ঢাকা অফিস

দীর্ঘদিন কারাগারে আটক থাকার পর মিয়ানমার থেকে ফিরেছে ১৭৩ বাংলাদেশি। বুধবার দুপুর সোয়া ১টায় কক্সবাজারের নুনিয়ারছড়া বিআইডব্লিউটিএর ঘাটে পৌঁছায় মিয়ানমার নৌবাহিনীর জাহাজ চিন ডুইন।

এ সময় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতসহ দেশটির ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশিদের নিতে সকাল থেকে ঘাটে উপস্থিত হন তাদের স্বজনরা। বৃহস্পতিবার এই জাহাজে করেই ফেরত যাবে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা ২৮৫ জন মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিজিপি) সদস্য।

মিয়ানমার থেকে আসা বাংলাদেশিদের মধ্যে ১২৯ জন কক্সবাজারের, ৩০ জন বান্দরবানের, ৭ জন এবং খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজবাড়ী, নরসিংদী ও নীলফামারী জেলার রয়েছে একজন করে বাসিন্দা আছেন। তাদের স্বজনরা জানিয়েছেন, এদের মধ্যে অনেকেই অবৈধভাবে সাগর পারি দিয়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার পথে মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে আটক হয়েছিলেন। অনেকেই মাছ ধরতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছিলেন মিয়ানমার সীমান্তে।

দেশের চাবি শেখ হাসিনা ভারতের হাতে দিয়েছেন: রিজভী

ঢাকা অফিস

রুহুল কবির রিজভী

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের চাবি শেখ হাসিনা ভারতের হাতে দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রিজভী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছায় এ দেশে আইনের প্রয়োগ হয়। ৭ জানুয়ারি ডামি নির্বাচনের পর বাংলাদেশের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন তিনি। খালেদা জিয়া, তারেক রহমানসহ লাখ লাখ নেতা-কর্মীর ওপর নেমে আসা জেল-জুলুম, অবিচারের প্রকটতায় বিশ্বসম্প্রদায় বিচলিত হলেও, এতে তাঁর কোনো যায়–আসে না। তাঁর সব অপকর্মের দায় নিয়েছে পাশের দেশ। বর্তমান ডামি সরকারের অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ ভারত উল্লেখ করে রিজভী বলেন, মনে হচ্ছে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের চাবিটা শেখ হাসিনা তাদের দিয়ে দিয়েছেন। তাই প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হত্যার পরও সরকারকে নিশ্চুপ থাকতে হয়।

নির্বাচন, সুষ্ঠু ভোট ও ভোটাধিকার এখন কবরে শায়িত বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এই নেতা। রুহুল কবির রিজভী বলেন, প্রকৃত বিরোধী দল না থাকায় ডামি নির্বাচনে জাতীয় সংসদকে বিনোদনের ঘরে পরিণত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা নিয়ে দেশবাসী এত দিন যা মনে করেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনেও সেটি উঠে এসেছে। খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্যই যে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে বন্দি করা হয়েছে, তা আজ দেশ-বিদেশে সর্বজনবিদিত।

রিজভী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদন নিয়ে ব্রিফিংয়ে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রমবিষয়ক মার্কিন কর্মকর্তা রবার্ট গিলক্রিস্ট মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলেছেন।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:**
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:**
  Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional

IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেজন্যেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টিপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচটি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড কারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস কারিয়ার কুল টিচার, ম্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সার্ভিসটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা স্পেকোন থরাপের থাপা / অপ্রোপ স্পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি : থাড়ের থাপা, পিঠের থাপা, হাটুর থাপা, পোড়ালীর থাপা, সাড়ার থাপা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার থাপা নিয়মাধের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

শনিবার ছাড়াই আমেরিকার সেরা রেস্টুরেন্ট

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে আমরা সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকার যেকোন সেবা আমরা সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B | L1A VISA
EB5 | E2 VISA
POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ছন্দময় উপস্থাপনা, বৈচিত্র্য দিয়ে দর্শক মাতিয়েছে 'ঈদ আনন্দ রঙ'

নিউইয়র্ক

ডেস্ক রিপোর্ট

ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং বাংলা নববর্ষকে রাঙ্গিয়ে তুলতে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ১৪ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় বসেছিল রঙের মেলা। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় ফার্নিচার প্রতিষ্ঠান ষ্টার ফার্নিচার এবং ড্রিম রিয়েলর্স এন্ড বিল্ডার্স'র উদ্যোগে প্রতিবারের মত এবারও আয়োজন করা হয় 'ঈদ আনন্দ রঙ' ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের।

সন্ধ্যা ৮টার পরে হলটি যখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ ঠিক সেই সময় তাক ধুম তাক ধুম গানের সাথে পৃথি ও জয়ার নৃত্যে ঝলমল করে অনুষ্ঠানের মঞ্চ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা শুরু করেন সপ্নিল তিথি। ঢোলকের ঢোলের তালে তালে মে আসেন অনুষ্ঠানের মূল সঞ্চালক রকি আলিয়ান। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের হোষ্ট, স্ক্রিপ্ট এবং ডিরেকশনের দায়িত্বে ছিলেন ষ্টার ফার্নিচারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও রকি আলিয়ান।তার হেঁটে হেঁটে ছন্দময় কথার উপস্থাপনায় দর্শক চমকিত হয়। নাচ, গান,অভিনয়, কৌতুক সবই ছিল অনুষ্ঠানসূচিতে। আলাপচারিতাও ছিল, কিন্তু তা খুবই সামান্য, অর্থাৎ যা না করলে সামগ্রিক অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণতা আসে না। দর্শকরা স্টেজ থেকে চোখ ফেরাতে পারেননি।

বাবা বলেছেন ছেলে নাম করবে - সোলো গানে দর্শক মাতিয়েছেন চন্দন চৌধুরী। পিকচার টাইন নাটিকায় অভিনয় করে উপস্থিত সকলকে হাসিয়েছেন শিরীণ বকুল ও শরীফ হোসাইন। স্কুল খুইলাছে রে বাবা স্কুল খুইলাছে- ডুয়েট গানটি পরিবেশন করেন চন্দন চৌধুরী ও আতিক ইকবাল। এরপর অডিয়েন্সদের নিয়ে ছিল মজার প্রশ্ন উত্তর পর্ব।

একদিন সপ্নের দিন- ডুয়েট গান পরিবেশন করেন কৃষ্ণা তিথি ও লিমন চৌধুরী। পাঁচ পারফরমারদের স্বরলিপি পর্বটি উপভোগ করেছে উপস্থিত সকলে।

আলাপচারিতা পর্বে মে উপস্থিত হন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্ণধার ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব'র প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ ও প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ। আলাপের এক পর্যায়ে ট্রাম্পের মুখোশ পরে মে আসেন আহসান হাবীব। শাহ নেওয়াজ ডেমোমোক্রিট প্রার্থী বাইডেনকে সমর্থন জানাবেন বলে জানালে মুখোশ পরিহিত ট্রাম্প যা বলেছেন-তা দর্শকরা উপভোগ করেছেন। স্যাটায়ারধর্মী এ পর্বের শেষে কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ খালি গলায় 'ও প্রিয়তমা'-গানটি গেয়ে দর্শকদের বাহবা কুড়িয়েছেন।

চাকুরির খোঁজে নাটিকায় অভিনয় করে দর্শকের নজর কেড়েছেন জেএফএম রাসেল, জাহাঙ্গীর আলম জয়, হাফিজা সুরাইয়া ও আতিক ইকবাল। দেশের গানের সাথে ম্যাসআপ করেছেন জারিন মাইশা ও আলভান চৌধুরী।

এছাড়াও আকর্ষণীয় মঞ্চ, পর্যাপ্ত লাইটিং, আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটার ডিসপ্লে অনুষ্ঠানকে আরও সাবলীল করে তুলেছিল। রকি আলিয়ান দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের অসাধারণ সহযোগিতা, সমর্থন ও উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে এজন্য ষ্টার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্ণধার ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব'র প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ ও প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ, বারী হোম কেয়ারের কর্ণধার আসেফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা বারী, ইমিগ্রান্ট এন্ডার হোম কেয়ারের কর্ণধার ও জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব'র সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, কমিউনিটি এ্যক্টিভিষ্ট ফাহাদ সোলায়মান,আশা হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান,বিশিষ্ট রিয়েলেটর নুরুল আজিম,কমিউনিটি এ্যক্টিভিষ্ট আব্দুর রশিদ বাবু, সাংবাদিক মঞ্জুরুল হক, আবু বকর সিদ্দিক, মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ।

সঞ্চালক রকি আলিয়ান অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন ষ্টার ফার্নিচারের প্রতিষ্ঠাতা বড়ভাই এমডি দুলাল হোসেন মালকে। সেই সাথে নিসার জামিল সুড্ডু, রোজিনা আহমেদ রুনি, ডালিয়া চৌধুরী, একেএম হেলালুর রহমান, শাহানা সুলতানা, সাবরিনা খান, সাদিয়া রহমান, ইথিন ইফতাখার, সরোয়ার হোসেন, শামসুল হক সরদার, সেলিম আল মামুন, মোনায়েম খান, আশিক উর রহমানসহ আরো যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

এমটিএর বিনামূল্যের বাস পরিসেবা শেষ হচ্ছে চলতি বছরেই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে এমটিএর বিনামূল্যের বাস পরিসেবা পাইলট প্রোগ্রাম চলতি বছরে শেষ হচ্ছে। প্রোগ্রামটি গতবছরের মাঝামাঝি থেকে প্রতিটি বরোতে একটি লাইনে বিনামূল্যে বাস পরিসেবা দিয়ে আসছিল। আইনপ্রণেতারা নতুন রাজ্য বাজেটে পাইলট প্রোগ্রামের পুনরায় অনুমোদন না দেওয়ায় এই প্রোগ্রাম বন্ধ করা হচ্ছে। যদিও ঠিক কবে বন্ধ করা হবে তা এখনও নির্ধারণ করেনি কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, যাত্রীরা কুইন্সের কিউ-৪, ব্রুকলিনে বি-৬০, ম্যানহাটনে এম-১১৬, স্টেটেন আইল্যান্ডের এস৪৬/৯৬ এবং ব্রঙ্কসে বিএক্স১৮এ/বিতে বিনামূল্যে এই সেবা পেয়ে আসছেন। ভাড়া-মুক্ত পাইলট প্রোগ্রামটি 'ফিক্স দ্য এমটিএ' আইনী প্যাকেজের অংশ। যা রাজ্য বাজেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্মকর্তারা জানান, তারা নিউইয়র্ক সিটির আশেপাশে ১৫ টি বাস লাইনে প্রোগ্রামটি প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। যার জন্য আনুমানিক ৪৫ মিলিয়ন ডলার খরচ ধরা হয়েছিল। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল যাত্রী সংখ্যা, গতি এবং পরিষেবার উপর বিনামূল্যে বাস পরিষেবার প্রভাব পরিমাপ করা। কিন্তু নতুন বাজেটে বরাদ্দ না থাকায় এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হচ্ছে।

কুইন্স অ্যাসেম্বলির সদস্য জোহরান মামদানি বলেন, নিউইয়র্কের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন আজ ভাড়া বহন করতে পারে না। এটি তাদের চাকরি, ইন্টারভিউ, মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্টে যাওয়ার ক্ষমতার জন্য বাস্তব জীবনের পরিণতি রয়েছে।

প্রোগ্রাম চালু করার সময় নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার ফারা বলেছিলেন, এই বিনামূল্যের বাস পরিসেবাটি কেবল একটি একটি সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন নয়, এটি নিউইয়র্কের একটি বাস্তবতা।

যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন রনেল

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন দুরুদ মিয়া রনেল। ১৭ এপ্রিল বুধবার যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান এবং সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ স্বাক্ষরিত এক পত্রে তার সাংগঠনিক সম্পাদকের মনোনয়ন নিশ্চিত করেন। রনেল দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক ও সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কর্মাকান্ডকে আরও গতিশীল করতে শূন্য পদ পূরণের এক কর্মসুচি গ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় দুরুদ মিয়া রনেলকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মনোনীত করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

এক সময়ের সিলেটের রাজপথের আওয়ামীলীগ কর্মী দুরুদ মিয়া রনেল বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ যে দায়িত্ব দিয়েছেন যথাযথ মর্যাদার সাথে তিনি তা পালনে সচেষ্ট থাকবেন। দলের যে কোন সঙ্কটে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ

করবেন আশা প্রকাশ করেন এবং একই সাথে তিনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

প্রায় ১৩ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ৭৬ সদস্য বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন সদস্যের মৃত্যু ও কিছু সদস্য দেশে গিয়ে স্ব স্ব এলাকার রাজনীতিতে যুক্ত থাকার ফলে বর্তমানে কিছু সংখ্যক পদ শূন্য ঘোষণা করা হয় বলে জানা গেছে।

কয়েকটি গুরুত্বপুর্ন শূন্য পদে যারা দায়িত্ব পেয়েছেন তারা হলেন- ডা. মাসুদুল হাসান, কাজী কয়েস, আইরিন পারভীন, সোলায়মান আলী, হাজি এনাম, আব্দুল হামিদ, খান শওকত, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম সরকার।

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহসভাপতি বাছির খান মারা গিয়েছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাছির খান

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপতি, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আবদুল বাছির খান আর নেই (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। ২০ এপ্রিল শনিবার দুপুর ১২.১০ মিনিটে লং আইল্যান্ডের একটি নার্সিং হোমে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। বাছির খানের মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বাছির খান অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন যাবত নার্সিং হোমে ভর্তি ছিলেন। বিকাল ৫টায় মরহুমের লাশ পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে আনা হয়েছে। ২১ এপ্রিল রোববার বাদ জোহর পার্কচেষ্টার মসজিদে জানাজার পরে ২২ এপ্রিল সোমবার লং আইল্যান্ডের ওয়াসিংটন মেমোরিয়ালে তাকে দাফন করা হয়।

নিউইয়র্ক সিটিতে গাড়ির গতিসীমা ২০ মাইল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটিতে কমতে যাচ্ছে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা। পূর্বের গতিসীমা ২৫ মাইল থেকে কমিয়ে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘণ্টায় ২০ মাইল করে বিল পাসের ঘোষণা দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। যানবাহনের গতিসীমা কমিয়ে আনলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে বলে মনে করছেন গভর্নরসহ সাধারণ পথচারিরা।

২০১৩ সালের অক্টোবরে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে পিকাপ ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ হারায় ১২ বছর বয়সী স্যামী। সিটিতে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা কমিয়ে আনতে তার নামে স্যামি'স ল নামের এ বিলটি পাশ করা হবে বলে জানায় গভর্ণর অফিস। যে আইনের ফলে নিউ ইয়র্কে ড্রাইভিং গতি সীমা ২৫ থেকে ২০ মাইল প্রতি ঘণ্টায় কমাতে পারে৷

আইন প্রণেতারা বলছেন, স্যামির মৃত্যুর পর থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৯৬ শিশুসহ ২ হাজরেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন। যার প্রধান কারণ হিসেবে গাড়ির অতিরিক্ত গতিকে দায়ী করছেন তারা। যার ফলে স্যামি'স ল পাশ করতে সম্মত আইন প্রণেতারাও। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামও এ বিলের পক্ষে সমর্থন দিবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে গাড়ির গতি কমিয়ে ২০ করার ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন ফ্যামিলি ফর সেফ স্ট্রিটস নামের একটি সংগঠন। তাদের মতে, গাড়ি দুর্ঘটনায় ১৭ বছর বা তার কম বয়সী ১১০ জন শিশু মারা গেছে। তারা জানায়, ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগে চলা গাড়ি কোন মানুষকে আঘাত করলে তার গুরুতর আহত এমনকি মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক। সমীক্ষায় দেখা গেছে, আনুমানিক ৩০ শতাংশ পথচারী ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগে চলা যানবাহন দ্বারা আঘাত পেলে গুরুতর আহত হবে এবং প্রায় ১২ শতাংশ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এদিকে অনেক চালক এ বিলের বিরোধিতা করে বলছেন, কিছু এলাকার ক্ষেত্রে এ গতি ঠিক থাকলেও সব জায়গায় ধীর গতিতে গাড়ি চালানো রীতিমতো বিরক্তিকর। যেসব এলাকা অধিক জনবহুল সেসব এলাকায় গতি কমিয়ে অন্য এলাকায় গতি বাড়ানোর দাবিও জানান অনেকে।

ব্রঙ্কসে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির শপথ অনুষ্ঠান

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০২৪-২০২৭এর শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস ষ্ট্রালিং বাংলাবাজার নিরব রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত দুই পর্বের অনুষ্ঠানে প্রথমে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি তজম্মুল হোসেন। বিদায়ী সাধারন সম্পাদক জাবেদ উদ্দীনের পরিচালনায় কোরআন তেলওয়াত করেন জালাল উদ্দীন চৌধুরী। সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজউদ্দিন আহমদ সোহাগ নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

এরপর দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল। সাধারন সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলীর পরিচালনায় অতিথি ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজউদ্দীন আহমদ সোহাগ,কমিশনার আব্দুল মছব্বির, মিঞা মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, দেওয়ান মস্তাক রাজা চৌধুরী, এজাজ উদ্দীন আহমদ,জালাল চৌধুরী।

বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, সাংবাদিক ইকবাল আহমদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক জিল্লুর রহমান, সৈয়দ ফাহমী, জালাল চৌধুরী প্রমুখ।

সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেন সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দীন, সহসভাপতি সৈয়দ আবুল কাসেম, সাধারন সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী, সহ সাধারন সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদার, কোষাধ্যক্ষ জাহাংগীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আহমদ, প্রচার সম্পাদক রবিন আহমদ, সমাজ কল্যান ও ক্রীড়া সম্পাদক জাবেদ আহমদ, শিক্ষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সত্যম দেব, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সুমেনা আহমদ সুমি, সদস্য শাহীন হাসনাত, আলতাফ

হোসেন, সৈয়দ পাভেল উদ্দিন, চমন উদ্দিন, জাকারিয়া, রিটন সরকার, ফরহাদ চৌধুরী, মহসিন মিয়া, হাসান আল ফাহাদ ও আরিফ আহমদ।

অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা যোগদান করেন। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে নৈশ্যভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে সোহান আহমদ টুটুল বলেন আমাদের এই সংগঠনটি জন্মলগ্ন থেকে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে যা নিউইয়র্কে নজিরবিহীন।

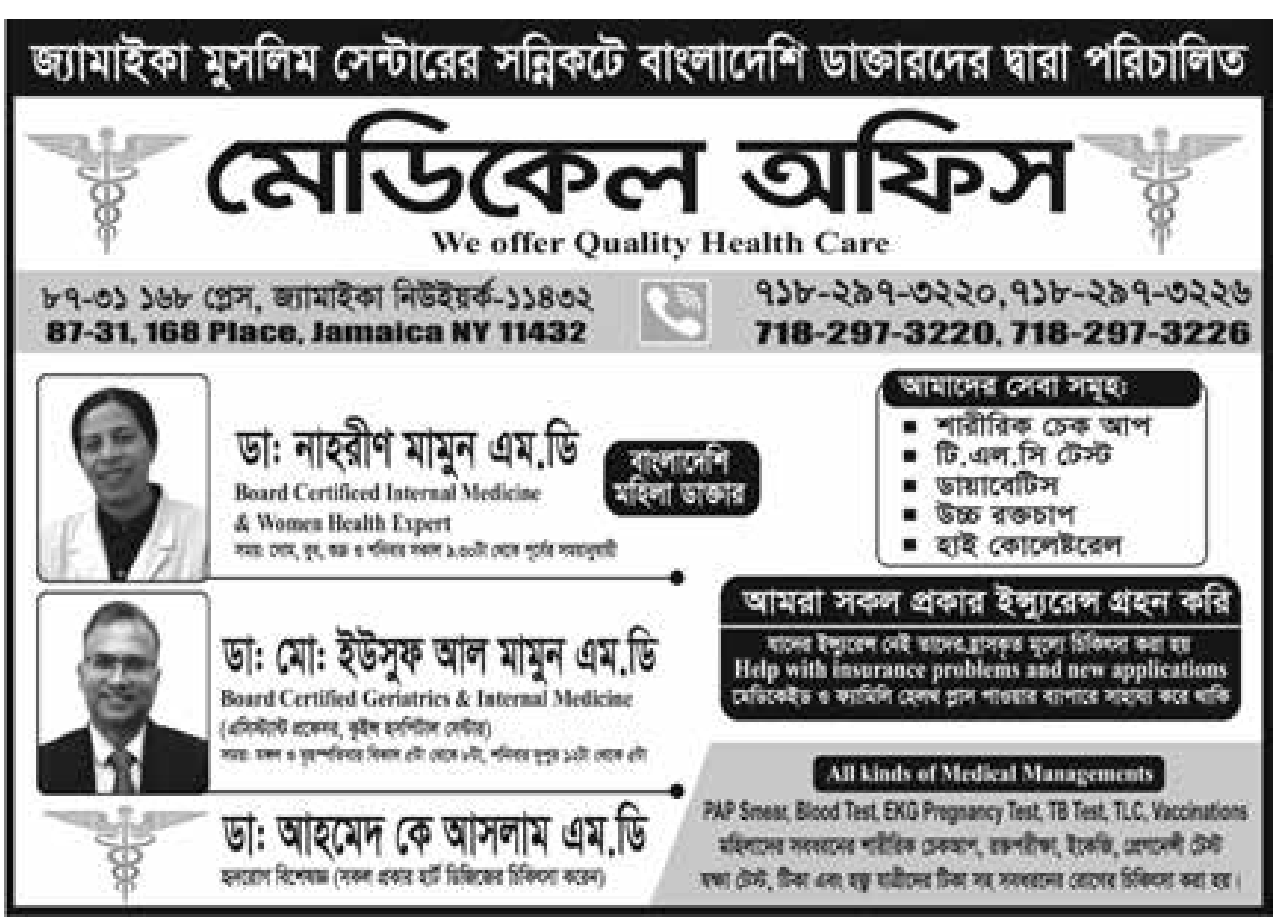

তিন স্তরে দলীয় কাউন্সিল যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির

উত্তর আমেরিকা অফিস

শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে কাউন্সিলরদের গোপন ব্যালটে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির তিন স্তরে দলীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ এপ্রিল রোববার নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন হোটেলে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, মহানগর উত্তর ও মহানগর দক্ষিন বিএনপির নেতৃত্ব নির্বাচনে এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে এ নির্বাচনগুলো পরিদর্শন করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে তিন স্তরে বিএনপির দলীয় কাউন্সিলের মধ্যে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির কাউন্সিলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন কাওছার আহমেদ। মহানগর দক্ষিন বিএনপির কাউন্সিলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন এমলাক হোসেন ফয়সল। মহানগর উত্তর বিএনপির কাউন্সিলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন ড. নরুল আমিন মিয়া পলাশ।

লার্গোডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির কাউন্সিলে মোট ৪০ জন কাউন্সিলর ভোট প্রদান করেন। এতে মাওলানা অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান ২৭ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি রিয়াজ আহমেদ ৬ ও আনোয়ার হোসেন ৫ ভোট পান। সাধারন সম্পাদক পদে সাইদুর রহমার সাঈদ ২৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

মহানগর উত্তর বিএনপির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্লাজা হোটেলে। এতে আহবাব চৌধুরী খোকন ২১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ইমরান শাহ পান ১৮ ভোট। উত্তরের সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ফয়েজ আহমেদ।

মহানগর দক্ষিনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে লং আইল্যান্ড সিটির ফাইভ স্টার ব্যাংকুয়েট হোটেলে। এতে সেলিম রেজা ২৮ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বদিউল আলম বদি। এ নির্বাচনে বিজয়ী ৩ সভাপতির মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন সেলিম রেজা।

নিউইয়র্ক স্টেট, উত্তর সিটি ও দক্ষিণ সিটিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপির কাউন্সিলের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচিত হওয়ায় উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মী সমর্থকরা। এদিকে দীর্ঘ ১ যুগ ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কোন দলীয় কাউন্সিল না হওয়ায় অবিলম্বে কমিশন গঠন করে দলীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠনেরও দাবি জানান তারা।

২৬ মে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ডে প্যারেড

ডেস্ক রিপোর্ট

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের আয়োজনে নিউইয়র্কে আগামী ২৬ মে রোববার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ডে প্যারেড। প্যারেডটি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউর ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৮৭ স্ট্রিটে। প্যারেড শুরু হবে সকাল ১১টায় এবং শেষ হবে বিকেল তিনটায়। ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা এই তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডে প্যারেডের আহবায়ক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, সদস্য সচিব তরিকুল হোসাইন বাদল, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট সৈয়দ আকিকুর রহমান ফারুক এবং জাহাঙ্গীর আলম জয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ প্যারেডের আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজ। তিনি জানান, বাংলাদেশ প্যারেডে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হবে। আরো থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে দেশের এবং প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। প্যারেডে আরো থাকবে কুচকাওয়াজ, পতাকা প্রদর্শন, লাইভ ব্যান্ড, গাড়ি ও ট্রাক মিছিল।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আয়োজকরা জানান, এখানো পর্যন্ত গ্যান্ড মার্শাল এবং মার্শাল ঠিক করা হয়নি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ক্রিকেট স্টার ও সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল, চিত্র নায়িকা মৌসুমী, কণ্ঠশিল্পী বিন্দু কনার সাথে কথা হয়েছে।

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং:
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং: /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------(সঃ:১০টা --বিঃ ৬টা)
২। ট্রাফিক এন,এজেন্ট ----------রবিবার ----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------মঙ্গলবার ----------(সু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------শনিবার----------(বিঃ৩ টা --বিঃ ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং: কোর্স)----------(সঃ ১০টা --বিঃ ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(ওয়াশ্রাংটনস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সপ্লসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or Bus:Q40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & GTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

ছন্দময় উপস্থাপনা, বৈচিত্র দিয়ে দর্শক মাতিয়েছে ‘ঈদ আনন্দ রঙ’

ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং বাংলা নববর্ষকে রাঙ্গিয়ে তুলতে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ১৪ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় বসেছিল রঙের মেলা। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় ফার্নিচার প্রতিষ্ঠান ষ্টার ফার্নিচার এবং ড্রিম রিয়েলর্স এন্ড বিল্ডার্স’র উদ্যোগে প্রতিবারের মত এবারও আয়োজন করা হয় ‘ঈদ আনন্দ রঙ’ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের।

সন্ধ্যা ৮টার পরে হলটি যখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ ঠিক সেই সময় তাক ধুম তাক ধুম গানের সাথে পৃথি ও জয়ার নৃত্যে ঝলমল করে অনুষ্ঠানের মঞ্চ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা শুরু করেন সপ্নিল তিথি। ঢোলকের ঢোলের তালে তালে মে আসেন অনুষ্ঠানের মূল সঞ্চালক রকি আলিয়ান। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের হোষ্ট, স্ক্রিপ্ট এবং ডিরেকশনের দায়িত্বে ছিলেন ষ্টার ফার্নিচারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও রকি আলিয়ান।তার হেঁটে হেঁটে ছন্দময় কথার উপস্থাপনায় দর্শক চমকিত হয়। নাচ, গান,অভিনয়, কৌতুক সবই ছিল অনুষ্ঠানসূচিতে। আলাপচারিতাও ছিল, কিন্তু তা খুবই সামান্য, অর্থাৎ যা না করলে সামগ্রিক অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণতা আসে না। দর্শকরা স্টেজ থেকে চোখ ফেরাতে পারেননি।বাবা বলেছেন ছেলে নাম করবে -সোলো গানে দর্শক মাতিয়েছেন চন্দন চৌধুরী। পিকচার টাইন নাটিকায় অভিনয় করে উপস্থিত সকলকে হাসিয়েছেন শিরীণ বকুল ও শরীফ হোসাইন। স্কুল খুইলাছে রে বাবা স্কুল খুইলাছে- ডুয়েট গানটি পরিবেশন করেন চন্দন চৌধুরী ও আতিক ইকবাল। এরপর অডিয়েন্সদের নিয়ে ছিল মজার প্রশ্ন উত্তর পর্ব। একদিন সপ্নের দিন- ডুয়েট গান পরিবেশন করেন কৃষ্ণা তিথি ও লিমন চৌধুরী। পাঁচ পারফরমারদের স্বরলিপি পর্বটি উপভোগ করেছে উপস্থিত সকলে।

আলাপচারিতা পর্বে মে উপস্থিত হন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্ণধার ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব’র প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ ও প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ। আলাপের এক পর্যায়ে ট্রাম্পের মুখোশ পরে মে আসেন আহসান হাবীব। শাহ নেওয়াজ ডেমোমোক্রিট প্রার্থী বাইডেনকে সমর্থন জানাবেন বলে জানালে মুখোশ পরিহিত ট্রাম্প যা বলেছেন- তা দর্শকরা উপভোগ করেছেন। স্যাটায়ারধর্মী এ পর্বের শেষে কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ খালি গলায় ‘ও প্রিয়তমা’-গানটি গেয়ে দর্শকদের বাহবা কুড়িয়েছেন।চাকুরির খোঁজে নাটিকায় অভিনয় করে দর্শকের নজর কেড়েছেন জেএফএম রাসেল, জাহাঙ্গীর আলম জয়, হাফিজা সুরাইয়া ও আতিক ইকবাল। দেশের গানের সাথে ম্যাসআপ করেছেন জারিন মাইশা ও আলভান চৌধুরী।

এছাড়াও আকর্ষণীয় মঞ্চ, পর্যাপ্ত লাইটিং, আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটার ডিসপ্লে অনুষ্ঠানকে আরও সাবলীল করে তুলেছিল। রকি আলিয়ান দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের অসাধারণ সহযোগিতা, সমর্থন ও উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে এজন্য ষ্টার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্ণধার ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব’র প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ ও প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ, বারী হোম কেয়ারের কর্ণধার আসেফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা বারী, ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের কর্ণধার ও জেবিবিএ’র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব’র সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, কমিউনিটি এ্যক্টিভিষ্ট ফাহাদ সোলায়মান,আশা হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান,বিশিষ্ট রিয়েলেটর নুরুল আজিম,কমিউনিটি এ্যক্টিভিষ্ট আব্দুর রশিদ বাবু, সাংবাদিক মঞ্জুরুল হক, আবু বকর সিদ্দিক, মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ।চাকুরির খোঁজে নাটিকায় অভিনয় করে দর্শকের নজর কেড়েছেন জেএফএম রাসেল, জাহাঙ্গীর আলম জয়, হাফিজা সুরাইয়া ও আতিক ইকবাল। দেশের গানের সাথে ম্যাসআপ করেছেন জারিন মাইশা ও আলভান চৌধুরী।

এছাড়াও আকর্ষণীয় মঞ্চ, পর্যাপ্ত লাইটিং, আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, ডিজিটার ডিসপ্লে অনুষ্ঠানকে আরও সাবলীল করে তুলেছিল। রকি আলিয়ান দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের অসাধারণ সহযোগিতা, সমর্থন ও উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে এজন্য ষ্টার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্ণধার ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব’র প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ ও প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ, বারী হোম কেয়ারের কর্ণধার আসেফ বারী টুটুল ও মুনমুন হাসিনা বারী, ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের কর্ণধার ও জেবিবিএ’র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব’র সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, কমিউনিটি এ্যক্টিভিষ্ট ফাহাদ সোলায়মান,আশা হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান,বিশিষ্ট রিয়েলেটর নুরুল আজিম,কমিউনিটি এ্যক্টিভিষ্ট আব্দুর রশিদ বাবু, সাংবাদিক মনজুরুল হক, আবু বকর সিদ্দিক, মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ।

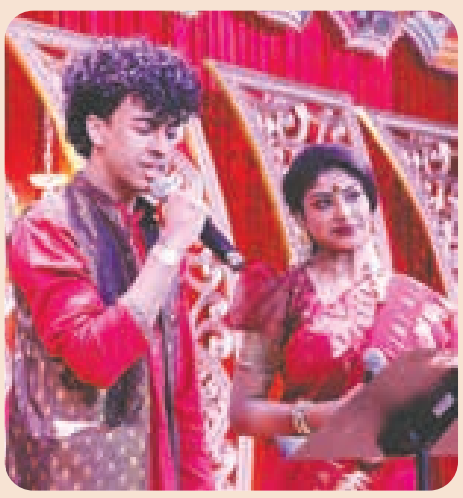

রাজুব ভৌমিকের সুচিত্রা সেন আইবিএফএফ ২০২৪ পুরস্কার

উত্তর আমেরিকা অফিস

চলচ্চিত্র জগতে তার অল্প সময়ের অভিনয় জীবনেই চমক সৃষ্টি করেন নবীন অভিনেতা রাজুব ভৌমিক। সম্প্রতি তিনি "পাশা" চলচ্চিত্রের জন্য সুচিত্রা সেন আইবিএফএফ ২০২৪ এ এনআরবি সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান। ২১ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় নিউইর্য়কের জ্যামাইকায় সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব এক ঝলমলে অনুষ্ঠানে তিনি গ্রহন করেন। এই অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের শীর্ষ চলচ্চিত্র তারকা ফেরদৌস আহমেদ, চঞ্চল চৌধুরী, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পায়েল সরকার, তমা মির্জা সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

রাজুব বলেন, সুচিত্রা সেন আইবিএফএফ ২০২৪ এ এনআরবি সেরা অভিনেতার পুরস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। পাশা চলচ্চিত্রটি আমার অভিনীত ক্ষুদ্র একটি প্রয়াশ। এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য ঘন্টার কঠোর পরিশ্রম, অসীম আবেগ, এবং চলচ্চিত্র তৈরির প্রতি গভীর ভালোবাসা। যারা এই সিনেমাটি বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন আমি প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি এই পুরস্কারটি আমাদের পরিচালক তানিম আহমেদ এবং নাট্য প্রশিক্ষক শরীফ হোসেন ইমনকে উৎসর্গ করতে চাই। যাদের অসীম ধৈর্য এবং প্রেরণা আমাকে এই পারফরম্যান্সের জন্য প্রস্তুত করেছে। এই অর্জন তাঁদেরও!

"পাশা" চলচ্চিত্রটি একটি গভীর মানবিক গল্প নিয়ে তৈরি যা দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেছে। "পাশা" চলচ্চিত্রটি একটি সামাজিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে, যা বাংলাদেশের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের জীবনের সংগ্রাম এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। রাজুবের অভিনয়ের গভীরতা এবং সংবেদনশীলতা দর্শকদের মনে গভীর ছাপ রেখেছে এবং তাকে একজন অসাধারণ নবীন প্রতিভা হিসাবে পরিচিতি দিয়েছে।

‘বাংলাদেশ আজ পাকিস্তানের জন্য লজ্জার কারণ’

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিজ দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বাংলাদেশকে ‘পূর্ব পাকিস্তান’ সম্বোধন করে একসময় এটি পাকিস্তানের বোঝা ছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে শিল্প প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের অসাধারণ অগ্রগতি এখন পাকিস্তানের জন্য লজ্জার কারণ বলে তিনি মনে করেন।

ডনের বরাত দিয়ে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, বুধবার (২৪ এপ্রিল) পাকিস্তানের ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে একটি অধিবেশন চলার সময় বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি যখন বেশ ছোট ছিলাম, আমাদের বলা হয়েছিল এটি (বাংলাদেশ) আমাদের কাঁধের বোঝা। আজ আপনারা সবাই জানেন সেই বোঝা কোথায় পৌঁছে গেছে।’

এ সময় শাহবাজ আরও বলেন, ‘আমরা যখন তাদের (বাংলাদেশ) দিকে তাকাই তখন আমরা লজ্জা বোধ করি।’

পাকিস্তানের বাণিজ্যিক রাজধানী করাচির সিন্ধু সিএম হাউসে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অর্থনীতির উন্নতির উপায় খুঁজতে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। ব্যবসায়ী নেতারা এ সময় অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলায় শাহবাজের সংকল্পের প্রশংসা করলেও, তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেপ্তারের ফলে পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ওয়াশিংটনে সোনালী এক্সচেঞ্জের ‘গ্রাহক সমাবেশ ও এসইসিআই অ্যাপ ক্যাম্পেইন’

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান।

তিনি একই সাথে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করতে প্রবাসে দেশের অসাধারণ সাফল্য গাঁথা তুলে ধরার জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ জানান।

১৯ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে সোনালী এক্সচেঞ্জের ‘গ্রাহক সমাবেশ ও এসইসিআই (SECI) অ্যাপ ক্যাম্পেইন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত এ আহ্বান জানান।

বৈধ পথে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র সহযোগী প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এতে সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আফজাল করিম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং স্বাগত বক্তব্য দেন সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ইনকরপোরেশন, ইউএসএ-এর সিইও দেবশ্রী মিত্র।

রাষ্ট্রদূত ইমরান উল্লেখ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ গত দেড় দশকে সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি বলেন এই সময়কালে দেশে অনেক ইতিবাচক অর্জন ও পরিবর্তন ঘটেছে এবং যদি আমরা এই সাফল্যের গল্প সবাইকে জানাতে পারি ও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে দেশ একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।

রাষ্ট্রদূত ইমরান বলেন, বাংলাদেশ একটি বিজয়ী জাতি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই জাতি বহুল আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই লক্ষ্য অর্জন থেকে দেশ এখন আর বেশি দূরে নয়।

রাষ্ট্রদূত বৈধ পথে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকের এসইসিআই অ্যাপ প্রবর্তনের প্রশংসা করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অ্যাপটির সুবিধাগুলো সবাইকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক বর্তমানে প্রদত্ত বিভিন্ন কনস্যুলার সেবার কথাও সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

সোনালী ব্যাংকের সিইও ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আফজাল করিম তার বক্তব্যে দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সেবা জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দিতে এর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এসইসিআই অ্যাপের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই অ্যাপটি চালু করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন এই অ্যাপটি ব্যবহার করে প্রবাসীরা তাৎক্ষণিকভাবে এবং সহজে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে ও বৈধ পথে অর্থ পাঠালে দেশ অত্যন্ত উপকৃত হবে।

ওয়াশিংটন ডিসি এবং এর পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্যগুলিতে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ওভারটাইম সুবিধা পাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে ৪ মিলিয়ন কর্মী

ডেস্ক রিপোর্ট

ওভারটাইমের জন্য যোগ্য হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেতনভুক্ত আরও প্রায় ৪ মিলিয়নের অধিক কর্মী। আগামী জুলাই এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ২ ধাপে এসব কর্মী ওভারটাইমের জন্য যোগ্য হবেন।

২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার মার্কিন শ্রম বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এক চূড়ান্ত নিয়মের অধীনে বেতনভুক্ত কয়েক লক্ষ শ্রমিক শীঘ্রই ওভারটাইম বেতনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবেন বলে জানা গেছে।

নতুন নিয়মে বেতনভুক্ত কর্মীরা ২টি পর্যায়ে ওভারটাইমের জন্য যোগ্য হবেন। প্রথম পর্যায়ে ১ জুলাই থেকে বার্ষিক ৪৩ হাজার ৮৮৮ ডলার বা সপ্তাহে ৮৪৪ ডলার এবং ১ জানুয়ারি থেকে বার্ষিক ৫৮ হাজার ৬৫৬ ডলার বা সপ্তাহে ১ হাজার ১২৮ ডলারের কম আয়কারীদের এই ওভারটাইম সুবিধা পাবেন। বর্তমান থ্রেশহোল্ড (সর্বনিম্ন মজুরি) হলো বছরে ৩৫ হাজার ৫৬৮ ডলার বা প্রতি সপ্তাহে ৬৪৮ যা ২০১৯ সালে ট্রাম্প প্রশাসন নির্ধারণ করেছিলো।

মার্কিন শ্রম বিভাগের মতে, জানুয়ারিতে নিয়মটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৪ মিলিয়ন কর্মী ওভারটাইমের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রথম বছরে এই নিয়মের ফলে নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে কর্মীদের কাছে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার আয় স্থানান্তর হবে।

ভারপ্রাপ্ত শ্রম সচিব জুলি সু এক বিবৃতিতে বলেন, অনেক সময় কর্মীরা যে সময় কাজ করেন এবং বিনিময়ে যে বেতন পান তা প্রতি ঘন্টা হিসেবের তুলনায়ও কম হয়। তারা আয়ের জন্য পরিবার থেকে দূরে থেকে কাজ করেও সঠিক অর্থ পাচ্ছেন না, যা অগ্রহণযোগ্য। এই নিয়মের মাধ্যমে শ্রমিকরা তাদের অতিরক্ত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ পাবে।

অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাব কমিউনিটির স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখবে: সাবরিনা হোসাইন

বকুল খান, ভেনিস

দেশের বাইরে প্রবাসে সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জিং আখ্যা দিয়ে সাবরিনা হোসাইন বলেন, জীবনের মূল্যবান সময় দিয়ে সংবাদকর্মীরা গঠনমূলক ও আলোকিত কমিউনিটি নির্মাণের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে বাংলা বর্ণমালা এবং বাংলাদেশী সংস্কৃতি তুলে ধরতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি এ সংগঠনের ঐক্য এবং গনতান্ত্রিক সাংগঠনিক চর্চা করার তাগিদ দিয়ে আরো বলেন, অনৈক্য ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সংগঠনের অন্তরায় হতে না পারে , এজন্য সকলকে গঠনতন্ত্র এবং নিয়ম শৃঙ্খলার নিরিখে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবরিনা হোসাইন ১৮ এপ্রিল ভেনিসে অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেস ক্লাবের দেয়া সংবর্ধনার জবাবে এ কথাগুলো বলেন।

অল ইউরোপিয়ান বাংলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ইতালির ভেনিসে সংবর্ধিত হন এনটিভির সিইও ও ডিরেক্টর সাবরিন হোসাইন। ইউরোপে সাংবাদিকদের পরিবার খ্যাত আয়েবাপিসির আয়োজনে কমিউনিটি ও সাংবাদিকের উষ্ণ ভালোবাসায় সিক্ত হন সাবরিনা হোসাইন। সংগঠনের উপদেষ্টা মনোয়ার ক্লার্কের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বকুল খানের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন এনটিভির ডিরেক্টর

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- স্লেইপ ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুপ লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুরে কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

জব ক্রিয়েটর এওয়ার্ড পেলেন শেফ খলিলুর রহমান

উত্তর আমেরিকা অফিস

জব ক্রিয়েটর হিসেবে এওয়ার্ড পেলেন খলিল বিরিয়ানী হাউজের শেফ খলিলুর রহমান। নিউইয়র্ক স্টেটের 'একোমপেনি ক্যাপিটাল' ১২তম বার্ষিক ইমিগ্র্যান্ট হেরিটেজ উইকে এই এওয়ার্ড প্রদান করে। নিউইয়র্কের মধ্যে মোট ৪ জন সফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা এই পদক পান। অন্য ৩ জন হলেন আফগানিস্থানের হেকমুল্লাহ হামিদ উবার বিজনেস, ভারতের পূজা ভাবিসি 'মালাই আইসক্রীম' উদ্ভাবন ও সুলমান উসমান 'গ্রীন টেকনোলজি ইমপ্যাক্ট' এওয়ার্ড লাভ করেন। ।

এওয়ার্ড প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক সিটির ইমিগ্রান্টস এফেয়ার্স বিষয়ক মেয়রের ডেপুটি চীফ অব স্টাফ জাসনিয়া সানচেজ ও সিটি কাউন্সিলম্যান ওজওয়াল্ড ফিলিজ

ও একোমপ্যানি ক্যাপিটাল এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টও ইয়ংকি শিরিং। মেয়রের ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এওয়ার্ড প্রাপ্ত ৪ জনের নাম উল্লেখ করে বলেন, তাদের ত্যাগ ও পরিশ্রম সিটি কৃজ্ঞতার সাথে স্মরন করছে। মনে রাখতে হবে, এই ইমিগ্রান্টস ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাই সিটির প্রান।

এওয়ার্ড গ্রহনকালে খলিলুর রহমান বলেন, আমেরিকায় কর্মজীবন শুরু করেছিলাম রেষ্টুরেন্টে ডিসওয়াশারের কাজ দিয়ে। কিচেন হেলপার থেকে শেফ। কুলিনারি স্কুলে যাই কুকিং এর শিক্ষা নিতে। এরপর ২০১৭ সালে মাত্র ৫ জন কর্মচারি নিয়ে খলিল বিরিয়ানী রেষ্টুরেন্ট চালু করি। ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠা করি খলিল ফাউন্ডেশন। চালু করেছি কমিউনিটির মানুষের জন্য জব ট্রেনিং। তারা এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে পেশাদার শেফ হিসেবে চাকুরি করতে পারবেন। মানব সেবায় এ কাজটি আমি অব্যাহত রাখতে চাই। আমার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শতাধিক কর্মচারি কাজ করছেন। তারা এ প্রতিষ্টানে কাজ করতে পেওে খুশি। খলিল বিরিয়ানী সিটি, ষ্টেট ও ফেডারেল পর্যায়ে উন্নত মানের খাবার ক্যাটারিং করছে। খলিল ব্রান্ড সুনামের সাথে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

নিউইয়র্কে বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে উপচে পড়া ভিড়

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে দুদিনব্যাপী সুচিত্রা সেন বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ দিন ২১ এপ্রিল রোববার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। এতে বাংলাদেশ, ভারত ও এই দুই দেশের অভিবাসী ক্যাটাগরিতে ৩১টি পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার পায় হাওয়া (বাংলাদেশ), দোআঁশ (ভারত) ও রেডিও (অভিবাসী)। উৎসবে সুচিত্রা সেন অনারারি অ্যাওয়ার্ডস তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশের অভিনয় শিল্পী নায়ক ফেরদৌস আহমেদ, ভারতীয় নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা ও চিত্র পরিচালক রেশমী মিত্রের হাতে।

এছাড়াও শ্রেষ্ঠ পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমন (হাওয়া-বাংলাদেশ) ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (দোআঁশ-ভারত) এবং শ্রেষ্ঠ ডেব্যু পরিচালক হন যথাক্রমে হৃদি হক (১৯৭১: সেইসব দিন-বাংলাদেশ) ও অভিজিৎ শ্রীদাস (বিজয়ার পরে-ভারত)। শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পীর (পুরুষ-বাংলাদেশ) চঞ্চল চৌধুরী, যৌথভাবে প্রসেনজিত ও কৌশিক গাঙ্গুলি (ভারত) ও রাজুব ভৌমিক (অভিবাসী)। শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী (নারী-বাংলাদেশ) নির্বাচিত হন নাজিফা তুষি (বাংলাদেশ), পায়েল সরকার (ভারত) ও সিন্ডি রোলিং (অভিবাসী)। শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফারের পুরস্কার পান কামরুল হাসান খসরু (বাংলাদেশ) ও শুভজিৎ রায় (ভারত)।

উৎসবে শর্ট ফিল্ম ছুরত ও দ্যা ক্যাট (বাংলাদেশ), তৃতীয় রিপু ও রজনীগন্ধা (ভারত) এবং লাইট ক্যামেরা মেগা! (অভিবাসী) পুরস্কার পায়। ডকুফিল্ম-এ পুরস্কার পায় নানজিবা খানের দি আন ওয়ান্টেড টুইন (বাংলাদেশ), বাউল: সউল অব বেঙ্গল (ভারত) ও ড. নূরুন নবী: একজন আজীবন মুক্তিযোদ্ধা (অভিবাসী)। শিশুতোষ চলচ্চিত্র মাইক (বাংলাদেশ) ও মানিক কাকুর ক্যামেরা (ভারত)।

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে প্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
See More FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (April 26 - May 02, 2024) | Promo Code : PSP68

WE ACCEPT EBT & OTC

FROZEN GOAT — SALE $2.99/LB — Minimum purchase of 10 lb — PRE CUT — ZABIHA HALAL

CHICKEN QUATER LEG — SALE 79¢/LB — Minimum purchase of 10 lb — NO CUT NO CLEAN — ZABIHA HALAL

HEAD ON SHRIMP — SALE $12.99/EA — 100/200-4 LB BOX

CF KOI BLOCK — SALE 2/$5.00 — 250 G

CF TAKI — SALE 2/$11.99 — 500 GM

CF BATA BLOCK — SALE 2/$11.99 — 500 GM

CF BAILA IQF — SALE 2/$12.99 — 500 GM

CF TAPOSHI IQF — SALE 2/$11.99 — 500 GM

ROHU — SALE $17.99/EA — 3 KG

WHOLE PANGASH — SALE $2.99/LB

WHOLE PUTI — SALE $2.49/LB — 1 KG

FAMILY PACK KAWAN PARATHA — SALE 2/$13.99 — 25 PCS

ROYAL BASMATI RICE — SALE $21.99/EA — 20 LB

KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE — SALE $19.99/EA — 20 LB

CAROLINA GOLD / WHITE PARBOILED RICE — SALE $13.99/EA — 20 LB

JUBILLEE WHEAT FLOUR (ATA) — SALE $6.99/EA — 11 LB

RED LABEL TEA — SALE $11.99/EA — 1 KG

KARA COCONUT WATER — SALE 2/$3.00 — 1 LTR

LAXMI GINGER GARLIC PASTE — SALE $3.99/EA — 24 OZ

SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL — SALE $31.99/EA — 35 LB

MAIZO CORN OIL — SALE $11.99/EA — 3 LTR

ZER SUNFLOWER OIL — SALE $11.99/EA — 5 LTR

MAGGI HOT N SWEET SAUCE — SALE 2/$8.99 — 1 KG

NESCAFE ORIGINAL COFFEE — SALE 2/$12.99 — 200 G

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

ADI'S SUPERMARKET

FOOD CERTIFIED HALAL 100% HALAL

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (April 19 - 25, 2024) | Promo Code : PSP28

EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF

WE ACCEPT EBT & OTC

FROZEN GOAT — SALE $2.99/LB — CUT OFF — ZABIHA HALAL

CHICKEN QUATER LEG — SALE 79¢/LB — NO CUT NO CLEAN — ZABIHA HALAL

HILSHA — SALE $22.99/EA — SIZE 1000/1200

EURO HILSHA — SALE $15.99/EA — 4 IN ONE 1400 GM, EACH BAG

EURO HILSHA — SALE $15.99/EA — SIZE 8/10

ROHU — SALE $13.99/EA — 3 KG

PANGASH WHOLE — SALE $2.99/LB

FROZEN GOLDEN POMPANO — SALE $2.99/LB

TILAPIA FILLET — SALE $2.99/LB

GOLDA SHRIMP — SALE $18.99/EA — SIZE 1/2

RAW SHRIMP — SALE $9.99/EA — BLUE SEA — SHELL ON - EZ-PEEL — 31/40-2 LB BAG

NESCAFE COFFEE — SALE $6.99/EA — 7 OZ

CAROLINA PARBOILED RICE — SALE $13.99/EA — 20 LB

ROYAL BASMATI RICE — SALE $21.99/EA — 20 LB

KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE — SALE $19.99/EA — 20 LB

RICELAND RICE EXTRA LONG GRAIN RICE — SALE $24.99/EA — 50 LB

ZER CORN OIL — SALE $13.99/EA — 5 LTR

ZER SUNFLOWER OIL — SALE $11.99/EA — 5 LTR

OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL — SALE $10.99/EA — 2 LTR

SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL — SALE $30.99/EA — 35 LB

FAMILY PACK KAWAN PARATHA — SALE 2/$13.99 — 25 PCS

LAXMI GINGER GARLIC PASTE — SALE 2/$8.00 — 24 OZ

MAGGI HOT N SWEET SAUCE — SALE 2/$8.99 — EACH $4.49 — 1 KG

BULDAK NOODLES — SALE 2/$13.99

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

AL HARAMAIN PERFUMES

Where Timeless Luxury Meets Unparalleled Sophistication

AL HARAMAIN PERFUMES *story begins when Mr.Mahtabur Rahman's father, Mr Kazi Abdul Haque, first travelled to Makkah and smelt the musky aroma of Oudh, which inspired him to begin an agarwood trading business in Makkah and to open a couple of stores in Makkah and Madinah. AL Haramain Perfumes has offered some of the world's finest oudh and perfumes from these signature stores. Several years later, Mr. Mahtabur Rahman visited the distilleries in Taif which led to an appreciation for perfumeries and the sophistication of the perfumers' craft. The development of vision, technology, staff, and resources was instrumental in shaping the global fragrance industry. AL Haramain Perfumes has thus built a business heritage, passed down from father to son and nurtured through three generations, rooted in shared values, sound business ethics and a common philosophy. Today, we have hundreds of exclusive retail outlets and thousands of stockists around the world. We are recognized as the premier producer and retailer of niche perfumes globally. In addition, with every bottle we strive to bring both our heritage and an exceptional experience to life.*

Mohammed Mahtabur Rahman (Nasir)
Chairman and Managing Director of Al Haramain Perfumes Group of Companies

Munira Rahman
Chief Marketing Officer & Brand Ambassador of Al Haramain Perfumes Group of Companies

"We are incorporating the next-generation technology into the business management to maintain our company's leadership in the industry. We started the e-commerce to help the business grow. We have also initiated social media marketing, digital public relations, digital media marketing as well as artificial intelligence in target marketing,". said Munira.

Today, AL Haramain Perfumes works within this changing social and fashion context, and this requires a flexible approach. We have always sought to increase its expertise and impact through collaboration with others. In this regard, AL Haramain Perfumes has, over the years, begun to do business with a renewed focus on environmental issues, and consumer education, and implement not only rules and regulations but also, international best practices. The Company adopted the ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices Standard and continues to procure all its raw materials in an ethical and environmentally sustainable manner, as this is the only way to ensure that the fragrance industry as a whole can continue to thrive in the future. We will continue to develop new and innovative fragrance concepts, expand its retail presence into new geographical territories around the globe.

Transform your fragrance game with Al Haramain Perfumes!

Elevate your essence to new heights

sunman express
global money transfer

টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP

sunmanexpress.com
718-505-2224

DHAKA BANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
aibl
bKash

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115

Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

ANCHOR TRAVELS
এ্যাংকর ট্রাভেলস
AIRLINES TICKETS
73-05 37th Road Lower Level, Store#3, Jackson Heights, NY11372

এ্যাংকর
ট্রাভেলস
নতুন শাখা
জ্যাকসন
হাইটস
-এ

631 774-0409
(516) 850-1311

73-05 37th Road Lower Level, Store#3
Jackson Heights, NY11372

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হেপসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, ফুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester ⊕ Medical

PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টা

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

গর্ভনর হোকুলের প্রস্তাব প্রত্যাহারের আহ্বান ড. আবু জাফরের

সিডিপ্যাপ

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিডিপ্যাপ নিয়ে গর্ভনর হোকুলের প্রস্তাব প্রত্যাহারের আহবান ড. আবু জাফর মাহমুদের।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে পরিচিত মুখ স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। সরকারের আর্থিক সহায়তায় ডিসএবলড ও বয়স্ক বাংলাদেশিদের সেবা প্রদানে হোম কেয়ার ব্যবসার প্রবক্তা তিনি। তিনিই প্রথম সরকারি এই সেবা গ্রহনের বার্তা নিয়ে কমিউনিটির সামনে হাজির হন। গড়ে তোলেন বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ার।

গত ১ দশকে হোম কেয়ার ব্যবসা কমিউনিটিতে বাপক প্রসার ঘটেছে। সময়ের আর্বতনে এই মহতী পেশার ওপর বারবার আঘাত এসেছে। প্রতিবারই আবু জাফর মাহমুদ তার বিরুদ্ধে অবস্থান গড়ে তুলেছেন। সভা সমাবেশসহ লবিং ফার্ম নিয়োগ করে হোম কেয়ার ব্যবসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখতে আলবেনিতে গিয়েছেন। সম্প্রতি এমনি আর একটি আঘাতের কথা শোনা যাচ্ছে। হোম কেয়ার সেবা নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট গর্ভনর ক্যাথি হোকুলের কথিত পদক্ষেপে ২ লক্ষাধিক ডিসএবলড ও বয়স্ক নিউইয়র্কারের সেবা প্রাপ্তি হুমকির মুখে পড়বে। প্রায় লক্ষাধিক এই সেবাদানকারি চাকুরি হারাবেন। গর্ভনর ক্যাথি হোকুল ও স্টেট এসেমব্লি স্পীকার কার্ল হেস্টি সম্প্রতি ৮ বিলিয়ন ডলারের মেডিকেইড হোম কেয়ার কর্মসূচির দুর্নীতি বন্ধের নামে জনস্বার্থ বিরোধী প্রস্তাব এনেছেন। মেডিকেইড সেবা খাতকে গণমুখি করার পরিবর্তে তা তুলে দিতে চাচ্ছেন একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের হাতে। বর্তমানে তা পরিচালিত হয় স্টেটের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এর মাধ্যমে। নিউইয়র্ক পোষ্টে এ ধরনের একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে ১১ এপ্রিল। এতে বলা হয়, জর্জিয়ার আটলান্টা বেজড পিপিএল নামের ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস কোম্পানী এককভাবে মেডিকেইডকে বিল করে সিডিপ্যাপ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পে করবে। নিউইয়র্কের ৭ শত হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করবে। বাংলাদেশি কমিউনিটির বেশ কয়েকটি হোম কেয়ার প্রতিষ্টানের কর্মকর্তা সহ ২ শতাধিক ব্যবসায়ী ১৭ এপ্রিল বুধবার আলবেনিতে গিয়ে প্রতিবাদ সভা করেন। এতে শাহ নেওয়াজ, গিয়াস আহমেদ, আকাশ রহমান ও শাহাজাদি পারভীন, আলমাস আলী ও আবু বকর সিদ্দিক সহ অনেকেই অংশ নেন।

আবু জাফর মাহমুদ গর্ভনর হোকুলের জনস্বার্থ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে পারেন নি। তিনি প্রায় ২০ দিন ধরে দেশের বাইরে রয়েছেন। পবিত্র ওমারহ হজ্ব পালনের জন্য ছিলেন সৌদি আরব। এরপর তিনি মুসলমানদের প্রথম কেবলা জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ পরিদর্শনে যান। সেখান থেকে লন্ডনে। বর্তমানে রয়েছেন হলান্ডে। দু একদিনের মধ্যে তিনি নিউইয়র্কের দিকে রওনা হবেন।

সিডিপ্যাপ সংকট নিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বিভিন্ন সময়ে নিউইয়র্ক স্টেটের আমলা ও কতিপয় রাজনীতিকদের দ্বারা পবিত্র হোম কেয়ার ব্যবসার ওপর হামলা এসেছে। যেমনটি গতবার এসেছিল লিড এফআই এর নামে। আমাদের তীব্র আপত্তিতে তা এগুতে পারে নি। অবারও

ভারতে ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করছে মোদি সরকার: যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে গত বছর সংঘটিত দাঙ্গায় সংখ্যালঘুদের ওপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নির্যাতন চালানোর প্রমাণ পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া ভারতজুড়ে সরকার ও এর সমর্থকেরা ভিন্নমতাবলম্বী ও সরকারের সমালোচকদের ওপর চাপ প্রয়োগ ও হয়রানি করেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বার্ষিক মানবাধিকার মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মণিপুরে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় এবং সাংবাদিক-ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর নির্যাতনের 'উল্লেখযোগ্য' প্রমাণ পেয়েছে।

গত বছরের মাঝামাঝি মণিপুরে দুই উপজাতি কুকি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশটির একটি আদালতের আদেশকে কেন্দ্র করে সংঘাতের শুরু হয়। সেই সংঘাতে অন্তত ২০০ জনের মৃত্যু হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছরের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত দাঙ্গায় অন্তত ৬০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভারতের অন্যান্য অংশেও সরকার ও এর সমর্থকেরা গণমাধ্যম ও সরকারের সমালোচকদের ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি ও হয়রানি করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ২০২৩ সালে বিবিসি মোদি সরকারের সমালোচনামূলক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশের পর ভারতের আয়কর বিভাগ সংবাদমাধ্যমটির কার্যালয়ে তল্লাশি চালিয়েছে।

সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস ২০২৩ সালে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতকে ১৬১তম স্থানে রেখেছিল, যা দেশটির ইতিহাসে সর্বনিম্ন অবস্থান।

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়

SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI) | Old Club Man (718) 724-9688 | EUROPE | BANGLADESH
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা

E2 | EB3 | L1A | EB5 | SIJS | VAWA | POLITICAL ASYLUM

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

সুনীল শুভ রায়ের যুক্তরাষ্ট্র আগমনে জাতীয় পার্টির আলোচনা সভা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২০ এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা ৭ টায় জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন পার্টি হলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কো-চেয়ারম্যান সুনীল শুভ রায় যুক্তরাষ্ট্র আগমনে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আবদুর রহমান সভাপতিত্ব, সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু পরিচালনা করেন। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জাপার উপদেষ্টা মাহাবুব রহমান চৌধুরী, সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি শফিউল আলম, সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনুর রশিদ, কেন্দ্রীয় মহিলা নেত্রী কনিকা রায়, জাপার মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী। সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, কোষাধ্যক্ষ জি.এম ইলিয়াস, দপ্তর সম্পাদক আকতার কবির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোতালেব, সদস্য বসুদেব সাহা প্রমুখ।

প্রধান অতিথি সুনীল শুভ রায় তার বক্তব্যে বলেন, জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাংলাদেশে এক নতুন ধারার রাজনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি ধ্বংস-নৈরাজ্য-হিংসা হানাহানির রাজনীতির বিপরীতে শান্তি-সমৃদ্ধি, সংস্কার, উন্নয়নের ইতিবাচক রাজনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। দেশবাসী তার রাজনীতি গ্রহণ করেছিলো।

পেনসিলভেনিয়ার প্রাইমারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

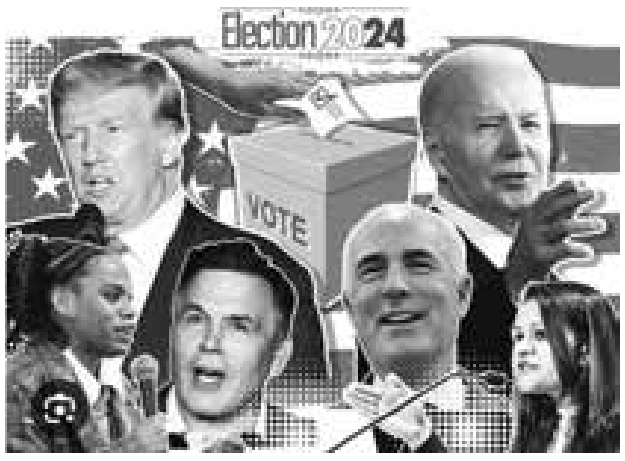

পেনসিলভেনিয়ার ২২ এপ্রিল মঙ্গলবারের প্রাইমারী নির্বাচনে রাইট-ইন অথবা "আনকমিটেড" সর্বমোট ভোটের প্রায় ৫.৫% কাছাকাছি বা ৫৫,৬১১ ভোট পড়েছে। বিষয়টি ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেনের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বাইডেন ২০২০ সালে পেনসিলভানিয়ায় ৮০,০০০ ভোটের চেয়ে একটু বেশি ভোটে জিতেছিলেন। এবার যদি নভেম্বরের নির্বাচনে এর প্রতিফলন ঘটে তাহলে বাইডেনের পরাজয় নিশ্চিত। এমনিতেই বাইডেন প্রশাসনের উপর অনেকেই এখন বিরক্ত। তাই গাজা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনকে নির্বাচনের পূর্বে বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।তা না হলে আগামী নির্বাচনে বাইডেনের পরাজয় নিশ্চিত। এছাড়াও অপর একটি সুইং রাজ্য মিশিগানেও প্রাইমারী নির্বাচনে রাইট-ইন ভোট পরেছে ১,০১,০০০ উপরের সর্বমোট ভোটের ১৩% উপরে।

রাজ্যের বৃহত্তম ডেমোক্রেটিক কাউন্টিগুলির প্রাথমিক ভোটের ফলাফলগুলি ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতির প্রাথমিকের তুলনায় ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতির পার্টি লাইনে রাইট-ইন ভোটের সংখ্যা পাঁচ গুনেরও বেশী, যা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে দেয়া প্রতিবাদ ভোটের সম্ভাব্য লক্ষণ।

প্রগতিশীল এবং মুসলিম সংগঠকরা হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলের প্রতি বাইডেনের চলমান সমর্থনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভোট হিসাবে ভোটারদের "আনকমিটেড" লিখতে আহ্বান জানিয়ে একটি প্রচারণা চালিয়েছে । "আনকমিটেড পিএ" নামে পরিচিত গ্রুপটি আগামী নভেম্বরে এই ভোটারদের প্রয়োজন হবে এমন একটি জটিল সুইং অবস্থায় বাইডেনকে একটি বার্তা পাঠাতে সচেষ্ট ছিলো।

রাইট-ইন ভোটের বৃদ্ধি ব্যালটের শীর্ষে থাকা বিকল্পগুলি নিয়ে বৃহত্তর ভোটারদের হতাশার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারিতে লিখিত ভোট ২০২০ এর পরিসংখ্যানকে ছাড়িয়ে গেছে।

সর্বাধিক নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাট ছয়টি পেনসিলভানিয়া কাউন্টি হচ্ছে ফিলাডেলফিয়া, মন্টগোমারি, বাক্স, চেস্টার, ডেলাওয়্যার এবং অ্যালেঘেনি কাউন্টি। এসব কাউন্টিতে প্রায় ৪২,০০০ রাইট-ইন ভোট গণনা করা হয়েছে, যেখানে ২০২০ সালে কোনও প্রতিবাদ ভোট সংগঠিত হয়নি তখন মাত্র ১৩,০০০ ভোট ছিল। ফিলাডেলফিয়ায় ২০২০ সালের মত প্রেসিডেন্টের জন্য ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থীর জন্য রাইট-ইন "আনকমিটেড" ভোটের সংখ্যা এবার পাঁচগুণ বেশী।

বাইডেন ২০২০ সালে পেনসিলভানিয়ায় ৮০,০০০ ভোটের চেয়ে একটু বেশি ভোটে জিতেছিলেন।

"আমরা আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ, উদ্দীপনা দেখে অভিভূত হয়েছি যারা ভোটের দিন ভোটারদের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়েছেন, ভোটের সময় বা ফোন এবং টেক্সট ব্যাঙ্কিং এর মাধ্যমে।" প্রতিশ্রুতিহীন পিএ সংগঠক শালাহ রমজান বলেছেন "আজকের প্রচেষ্টাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের জন্য ক্রমবর্ধমান সমর্থন এবং গাজার ব্যাপারে নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য আমাদের প্রেসিডেন্টের অর্থপূর্ণ পদক্ষেপের জন্য ক্রমবর্ধমান আকাঙ্খার প্রমাণ।"

আরেকটি সংস্থা, অ্যাব্যান্ডন বাইডেন গাজা সম্পর্কে বাইডেনের অবস্থানের প্রতিবাদে ভোটারদের "নো জো" শব্দটি লিখতে ভোট হিসাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছিল।

বর্তমান অবস্থায় পেনসিলভেনিয়ায় রিপাবলিকানদের চেয়ে ডেমোক্র্যাটরা মনে করেন যে, হোয়াইট হাউস ইসরায়েলিদের খুব বেশি সমর্থনকারী।

মঙ্গলবার ওয়েষ্ট ফিলাডেলফিয়ার ভোটার রাচেল এলফেনবেইন, যিনি ২০২০ সালে বাইডেনকে ভোট দিয়েছিলেন, তিনি বাইডেন সম্পর্কে বলেছিলেন, "এখন তার নীতি পরিবর্তন করার সময় এসেছে।" "পেনসিলভানিয়া একটি সুইং স্টেট এবং আমরা ভোটার হিসাবে আমাদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারি এবং তাকে জানাতে চাই যে এই যুদ্ধের চলমান সমর্থনে কতটা হতাশ।"

তবুও, এলফেনবেইন বলেছিলেন যে নভেম্বরের নির্বাচনে যদি এটি বাইডেন এবং ট্রাম্পের মধ্যে হয় তবে তিনি বাইডেনকেই সমর্থন করবেন। ওয়েষ্ট ফিলিতে, চা জ্যাকসন, ৪০, বলেছিলেন যে, তিনি আনকমিটেড ভোট দিয়েছেন। কারণ - তিনি দুটি দলেরই কান্ড দেখে এখন ক্লান্ত।

আরেকজন প্রতিশ্রুতিহীন ভোটার, ৩০ বছর বয়সী রিপলি শল্টজ বলেছিলেন যে, তিনি বাইডেন এবং ট্রাম্প উভয়ই নতুন অভিবাসীদের সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে তিনি মনে করেন।

অন্ততঃ একজন ডেমোক্র্যাট নির্বাচিত কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি প্রাইমারিতে "আনকমিটেড " ভোট দিয়েছেন। রাজ্য সিনেটর নিকিল সাভাল মঙ্গলবার তার আর্চ স্ট্রিট প্রেসবিটারিয়ান চার্চ ভোট কেন্দ্রে বলেছেন তিনি "ট্রাম্পকে পরাজিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" তবে তিনি বাইডেনকে ভোট দিয়েছেন কি না? সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেছিলেন যে বাইডেন জলবায়ু, শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের উপর তার ঘরোয়া ফোকাস প্রসারিত করে এবং গাজার নীতিমালা পরিবর্তন করে তরুণ এবং প্রগতিশীল ভোটারদের সাথে তার অবস্থানকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারেন। তিনি নভেম্বরে ট্রাম্পকে পরাজিত করার জন্য এসবকে "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" বলে অভিহিত করেছেন।

‘স্টর্মির সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক গোপন করা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফৌজদারি অপরাধ করেছেন এবং তিনি তার যৌন কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দিয়েছিলেন। সোমবার এ বিষয়ে নিউ ইয়র্কের আদালতে ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন একজন আইনজীবী। সেখানে তিনি এ কথা বলেন। সোমবার আদালতে সাক্ষ্য নেয়া শুরু হয়। সেখানে জুরিদের সামনে একজন আইনজীবী ট্রাম্পের এসব কর্মকাণ্ডকে নির্বাচনে প্রতারণা বলে উল্লেখ করেন। এই আইনজীবীর বক্তব্যকে কাউন্টার দিতে গিয়ে ট্রাম্পের আইনজীবী বলেন, তার মক্কেল (ট্রাম্প) কোনো অপরাধ করেননি। নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করা কোনো বেআইনি বিষয় নয়। তিনি নির্দোষ। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।

অভিযোগ আছে এক সময় পর্নো তারকা ষ্টর্মি ডানিয়েলের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তারপর তিনি ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন।

সেই নির্বাচনে জয়ী হন। কিন্তু নির্বাচনের আগে ষ্টর্মি ডানিয়েলের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ করতে তাকে এক লাখ ৩০ হাজার ডলার দিয়েছিলেন ট্রাম্প। এ নিয়ে মামলা চলমান। তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার আদালতে শুনানি হয়। ওদিকে ব্যবসায়িক রেকর্ডে মিথ্যা তথ্য দেয়ার কারণে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যে ৩৪টি অভিযোগ আছে, তার দায় স্বীকার করেননি তিনি। একই সঙ্গে ষ্টর্মি ডানিয়েলের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের কথাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অবরাধের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুনানি হয় সোমবার। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কোনো প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এটাই এমন প্রথম মামলা। এ মামলায় প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী ট্যাবলয়েড একটি পত্রিকার প্রকাশক ডেভিড পেকার অল্প সময়ের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়ান। মঙ্গলবারও অব্যাহতভাবে সাক্ষ্য দেয়ার কথা তার। সোমবারের শুনানির সময় প্রসিকিউটর ম্যাথিউ কোলাঙ্গেলো আদালতকে বলেন, ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী ও বিশ্বস্ত মাইকেল কোহেন কাজ করতেন ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের প্রধান অর্থ বিষয়ক কর্মকর্তা অ্যালেন ওয়েসেলবার্গের সঙ্গে। তারাই ট্রাম্পের নির্দেশনায় মুখ বন্ধ করার কাজ করেছেন। শুনানিতে প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেন, ডানিয়েলকে কীভাবে অর্থ প্রদান করেছিলেন মাইকেল কোহেন তা গোপন করার পরিকল্পনায় তিন ধরনের রেকর্ড আছে। তা হলো চালান, লেজার এন্ট্রি এবং চেক। কিন্তু ট্রাম্প বলেছেন, কোহেনের সঙ্গে রিটেইনার চুক্তি অনুযায়ী আইনি সেবা দেয়ার জন্য ওই অর্থ দেয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রসিকিউটর বলেন, এসব কথা মিথ্যা। তিনি আরও বলেন, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ট্রাম্প ওই অর্থ দিয়েছেন, যাতে মিস ডানিয়েলের সঙ্গে সম্পর্কের খবর ভোটাররা জানতে না পারেন। প্রসিকিউটররা বলেন, এই ধামাচাপা দেয়ার ঘটনাকে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যা একটি দ্বিতীয় অপরাধ। তারা আরও দাবি করেন কুখ্যাত ‘অ্যাক্সেস হলিউড’ টেপ তার নির্বাচনী প্রচারণায় পীড়ার সৃষ্টি করেছিল। ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে ওই টেপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, যে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষমতা নিয়ে কথা বলছেন ট্রাম্প। কারণ তিনি বিখ্যাত। কোলাঙ্গেলো আদালতে বলেছেন, বিবাদী (ট্রাম্প) ও তার নির্বাচনী প্রচারণা স্টাফরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, এ ঘটনায় তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। কিন্তু এর একদিন পরেই মিস ডানিয়েল সামনে এগিয়ে আসেন। অভিযোগ করেন ট্রাম্পের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। তার এই অভিযোগ ট্রাম্পের ওই টেপ কেলেঙ্কারিকে আরও জটিল করে তোলে। জনগণ বিষয়টি জানলে পরিস্থিতি খারাপ হবে এ জন্য ট্রাম্প আগেই ডানিয়েলের সঙ্গে একটি সমঝোতার নির্দেশ দিয়েছিলেন মাইকেল কোহেনকে- জুরিদের সামনে এ কথা বলেছেন কোলাঙ্গেলো। প্রসিকিউশন অভিযোগ করে আমেরিকান মিডিয়া ইনকরপোরেশনের সাবেক বস ও ন্যাশনাল এনকুইরারের মালিক পিকার ও মাইকেল কোহেন এ বিষয়টি গোপন রাখা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

আ.লীগের কথা আ.লীগ শুনে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন, যার প্রথম ধাপে ১৫২ উপজেলায় ভোট হবে আগামী ৮ মে।৮ মে প্রথম ধাপের পর ২৩ ও ২৯ মে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপ এবং ৫ জুন শেষ ধাপের ভোট হবে। এসব উপজেলায় চেয়ারম্যান, সাধারণ ভাইস চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত ভাইস চেয়ারম্যান পদে হবে সাধারণ নির্বাচন।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রথম ধাপে ভোট হবে ৮ মে।

প্রথম ধাপের ১৫২ উপজেলার মধ্যে ২২ উপজেলায় ভোট হবে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে; বাকিগুলোতে ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণ হবে। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত একটানা এ ভোট চলবে।

নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে নির্বাচন পরিচালনা বিধি ও আচরণ বিধি সংশোধন করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার পথ সহজ করেছে। এতদিন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে ২৫০ জন ভোটারের সমর্থনসূচক স্বাক্ষরের যে তালিকা মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হত, এবার তা দিতে হবে না।

দেশে এখন ৪৯৫টি উপজেলা রয়েছে। চার ধাপে নির্বাচন উপযোগী ৪৮৫টির ভোট হবে, পরে মেয়াদোত্তীর্ণ হলে বাকিগুলোয় ভোট হবে।

মন্ত্রী –এমপিদের স্বজন সরে দাঁড়ায়নি

দলের নির্দেশনা দেয়ার পরও উপজেলা ভোটের প্রথম ধাপের বিভিন্ন পদে অন্তত ২৫ প্রার্থী ভোট ছাড়াই জয়ী হতে যাচ্ছেন। এ ছাড়া মন্ত্রী-এমপির স্বজনকে কড়া নির্দেশনা দেওয়া হলেও বেশির ভাগ প্রার্থী তা কানে তুলছেন না। উল্টো নোয়াখালীর হাতিয়ার চেয়ারম্যান পদে এমপিপুত্র একক প্রার্থী হিসেবে বিনা ভোটে জয়ী হতে যাচ্ছে।

বিভিন্ন সূত্র এবং পত্রিকার খবর অনুযায়ী দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাজহারুল ইসলাম সুজন এমপির দুই চাচা মোহাম্মদ আলী ও সফিকুল ইসলাম এবং ভাতিজা আলী আফসার রানা, নীলফামারীর ডিমলায় আফতাব উদ্দিন সরকার এমপির চাচাতো ভাই আনোয়ারুল হক সরকার ও ভাতিজা ফেরদৌস পারভেজ, বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে সাহাদারা মান্নান এমপির ছেলে সাখাওয়াত হোসেন সজল, সোনাতলায় এমপির ভাই মিনহাদুজ্জামান লিটন, পাবনার বেড়ায় ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকুর ভাই আবদুল বাতেন, ভাতিজা আবুল কালাম সবুজ, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় আলী আজগর টগর এমপির ভাই আলী মুনসুর বাবু, পিরোজপুরের নাজিরপুরে অ্যাডভোকেট শ ম রেজাউল করিম এমপির ভাই এসএম নুর ই আলম সিদ্দিকী, কুষ্টিয়া সদরে মাহবুবউল-আলম হানিফ এমপির চাচাতো ভাই আতাউর রহমান আতা, মাদারীপুর সদরে শাজাহান খান এমপির ছেলে আসিবুর রহমান খান, ভাই পাভেলুর রহমান শফিক খান, নরসিংদীর পলাশে ডা. আনোয়ারুল আশরাফ খান দিলীপ এমপির শ্যালক শরীফুল হক, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপির খালাতো ভাই হারুনার রশীদ হিরা, মামাতো ভাই খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন, মৌলভীবাজারের বড়লেখায় শাহাব উদ্দিন এমপির ভাগনে সোয়েব আহমদ, নোয়াখালীর সুবর্ণচরে একরামুল করিম চৌধুরী এমপির ছেলে আতাহার ইশরাক সাবাব চৌধুরী, হাতিয়ায় মোহাম্মদ আলী এমপির ছেলে আশিক আলী এবং কক্সবাজারের মহেশখালীতে আশেক উল্লাহ রফিক এমপির ভাতিজা হাবিব উল্লাহ।

এ ছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান পদে লড়ছেন বরিশালের বাকেরগঞ্জে মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ মল্লিক এমপির ভাই সালাম মল্লিক, কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী তাজুল ইসলামের ভাতিজা আমিরুল ইসলাম ও লাকসামে তাজুল ইসলামের শ্যালক মহব্বত আলী।

নাটোরের সিংড়ায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের শ্যালক লুৎফুল হাবীব রুবেল। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বিকে অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত।

এদিকে নির্বাচনের প্রথম ধাপের তপশিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল গত সোমবার। এই ধাপে ১৯৮ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৯৫, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৭৯ এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২৪ জন প্রার্থী রয়েছেন। প্রত্যাহার শেষে চেয়ারম্যান পদে ৫৫৪, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৬০৪ এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪২৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী টিকে রইলেন। এতে এখন পর্যন্ত এই ধাপে তিন পদে চূড়ান্ত লড়াইয়ে টিকে রইলেন ১৫৮৮ জন। এই ধাপে প্রার্থীদের মধ্যে আজ প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে। প্রথম ধাপের ভোট গ্রহণ হবে ৮ মে। দ্বিতীয় ধাপে ১৬০ উপজেলায় ২১ মে এবং ১১২ উপজেলায় ২৯ মে ভোট গ্রহণ করা হবে।

উপজেলা নির্বাচন কেন জরুরি

সবাই জানেন উপজেলার চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান গ্রাম গঞ্জ বা প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়নের বাজেট শুধু নয় তারা জন প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের এক প্রকার কাস্টোডিয়ান। জায়গা জমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে তারা বিচার করে থাকেন। যদি দলীয় বা দুর্নীতিবাজ কেউ নির্বাচিত হন তাহলে ওই এলাকার জনগণের কপালে দু:খ আছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

এক দশকেও মামলার কোনো অগ্রগতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নানা আইনি জটিলতাকে দায় দিচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষ।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল। পোশাক খাতের ইতিহাসে ভয়াবহ দিন। সেদিন সাভারের রানা প্লাজা ভবন ধসে পড়ায় মারা যান ১ হাজার ১৩৩ জন শ্রমিক। আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারান কয়েক হাজার শ্রমিক।

ওই ঘটনায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে হত্যা মামলা, ইমারত নির্মাণ আইন ভঙ্গসহ ১৪টি মামলা হয়। এর মধ্যে শ্রম আদালতে চলছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১১টি মামলা। এতো মামলার মধ্যে শুধু দুদকের মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে ১১ বছরেও বাকি মামলাগুলোর কূল কিনারা করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ। শ্রমিক সংগঠনগুলোর অভিযোগ, রাষ্ট্রপক্ষের অবহেলাতেই ন্যায়বিচার পাচ্ছে না ভুক্তভোগীরা।

গার্মেন্টিস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র সভাপতি মন্টু ঘোষ বলেন, ‘সরকারি যে আইনজীবীরা, তাদের আরও বেশি যত্নবান হওয়া উচিত, আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত। এই জায়গাটাতে তারা উদ্যোগী হচ্ছে না। এখানে নানান ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব থাকতে পারে।’

বাংলাদেশ গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতি সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, ‘১১ বছর ধরে বিচার প্রক্রিয়া কোনো আলোর মুখ দেখছে না বা বিচার হচ্ছে না। আমার মনে হয় এর মাধ্যমে এ ধরনের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তির সুযোগ থাকে এবং পুরো বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রমিকদের আস্থার জায়গাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।’

তবে রাষ্ট্রপক্ষের দাবি, সাক্ষ্যগ্রহণ থেকে শুরু করে নানা জটিলতায় ঝুলে আছে সব মামলা। আসামিদের মধ্যে ভবন মালিক সোহেল রানা কারাগারে। অনেকেই জামিনে মুক্ত, আর মারা গেছেন তিনজন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বিমল সমদ্দার বলেন, ‘আপিল বিভাগের আদেশ আছে ৬ মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করার। অলরেডি দুই মাস পার হয়ে গেছে। দুই মাসে প্রায় আমরা আরও প্রায় ৩০–৪০ জনের সাক্ষী নিয়েছি। এই মামলার ৫৯৬ জন সাক্ষী।’

রানার আইনজীবী ফারুক আহাম্মদ বলেন, ‘মামলাটি চার দিন আপিল বিভাগ স্টে করেছিল। সেটি স্টে হয়েছিল অন্য আসামির জন্য রানার জন্য না। রাষ্ট্রপক্ষ ইচ্ছা করলে মামলাটি উচ্চ আদালতে এনে বিচার শুরু করতে পারত। কিন্তু উনারা (আইনজীবীরা) তা করেননি।’

বিচারের দীর্ঘসূত্রতায় বেঁচে থাকতে ন্যায়বিচার পাবেন কিনা তা নিয়েই সংশয়ে নিহতের স্বজন ও আহতরা।

ফরিদপুরে এখনো ‘চাপা উত্তেজনা’

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে ফরিদপুর সদরসহ মধুখালী উপজেলার বালিয়াকান্দি পঞ্চপল্লীর কাছে ও বাঘাটে বাজার এলাকায় যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ে টহল পরিচালনা করছে। খবর বিবিসি বাংলার।

স্থানীয় সাংবাদিক শ্রাবণ হাসান জানান, প্রকাশ্যে উত্তেজনা না থাকলেও বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে এক ধরনের ‘চাপা ক্ষোভ’ বিরাজ করছে।

অন্যদিকে, হিন্দুরা আছেন অন্য ধরনের আতঙ্কে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা এবং মুসলিমদের দিক থেকে পাল্টা প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাদের মধ্যে।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার ডুমাইন ইউনিয়নে একটি মন্দিরের প্রতিমায় আগুন ও এরপর সন্দেহের জেরে দুজন শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

গতকাল স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান হত্যাকাণ্ডের শিকার দুই ভাই আশরাফুল খান ও আসাদুল খানের পরিবারের সাথে দেখা করেছেন।

মন্ত্রী আব্দুর রহমান বৃহস্পতিবার দুপুরে বলেন, এই ঘটনাটি অবশ্যই পরিকল্পিত। তিনি মনে করেন, সেখানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির জন্য এ ঘটনা ‘পরিকল্পিতভাবে’ ঘটানো হয়েছিল।

তিনি বলেন, এই দুঃখজনক ঘটনার সমবেদনা জানানোর তো আর ভাষা নাই। এটা তো একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডই বলবো।

শুক্রবার দিন পরিস্থিতি কেমন হবে সেটি নিয়ে নানা উদ্বেগ আছে। এজন্য প্রশাসনের দিক থেকেও বাড়তি সতর্কতা নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন মসজিদ থেকে প্রতিবাদ সমাবেশ হতে পারে।

গত বৃহস্পতিবার মন্দিরে আগুন ও হত্যাকাণ্ডের পর তিন প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছিল। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসায় সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

কিন্তু গত মঙ্গলবার স্থানীয় মুসলিমরা হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে। সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে এই বিক্ষোভ আয়োজন করা হয়।

বিক্ষুব্ধ মানুষ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা যাবত সড়কে অবস্থান করে। এক পর্যায়ে পুলিশ তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। এ সময় পুলিশের সাথে বিক্ষুব্ধ মানুষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ রাবার বুলেট ছুড়েছে।

সে ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। এরপর থেকে স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ কাজ করছে।

‘মুসলমানরা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবে কেন? যারা আইন নিজের হাতে তুলে নেবে তাদেরই এ ধরনের ভয়ভীতি থাকার কথা,’ বিবিসি বাংলাকে বলেন মন্ত্রী আব্দুর রহমান।

আবারো এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, সে আশঙ্কা থেকে বৃহস্পতিবার শান্তি সমাবেশ করা হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানান মন্ত্রী আব্দুর রহমান।

তিনি মনে করেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা নেবার চেষ্টা হতে পারে। সেজন্য তারা সতর্ক আছেন।

কুইন্সের আইন প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষী সিনিয়র ম্যানেজার আবশ্যক

"কুইন্সের খ্যাতনামা আইন প্রতিষ্ঠানে একজন সিনিয়র ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হবে। প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলায় পারদর্শী হতে হবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং নিজস্ব গাড়ি থাকতে হবে। অত্যন্ত অরগেনাইজড, যোগাযোগে এবং জনসংযোগে চমৎকার দক্ষতা অপরিহার্য।
যোগ্য প্রার্থীকে ভালো বেতন দেয়া হবে। আইন প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আগ্রহীদের অনুগ্রহ করে ravi@gehilaw.com ইমেইলে রিজুমি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটিতে ক্যারিয়ার বিষয়ক সেমিনার

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বিশ্বখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর ক্যারিয়ার গড়া বিষয়ক সেমিনার। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্সের এডজাঙ্কট প্রফেসর শোয়াইব আহমেদ ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেয়ার কো-পাইলটের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও এলিস ডন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করেন। এলিস ডন তার মূল উপস্থাপনায় গ্রাজুয়েশনের পরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিয়োগ পেতে বিভিন্ন কৌশল নিয়ে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Intelligence) ব্যবহারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এতে দক্ষ হতে নতুন প্রজন্মের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের উৎসাহিত করেন।একইসাথে তার নিজের প্রতিষ্ঠান কেয়ার কো-পাইলটের প্রতিষ্ঠাকালীন নানা চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে প্রফেসর শোয়াইব আহমেদ ভুঁইয়া শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক চাকরি / ব্যবসার বাইরে গিয়ে সমাজের নানা সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তি ব্যাবহারের আহবান জানান।প্রফেসর শোয়াইব আশা প্রকাশ করেন, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অতীতের মতো ভবিষ্যৎতেও যুক্তরাষ্ট্র সহ সারা বিশ্বে উদ্ভাবন ও গবেষণায় নেতৃত্ব দিবে।

উল্লেখ্য, প্রফেসর শোয়াইব আহমেদ ভুঁইয়া কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সাইন্স ডিপার্টমেন্টে একমাত্র বাংলাদেশি-আমেরিকান শিক্ষক। তিনি কলম্বিয়া ছাড়াও পেইস ইউনিভার্সিটি ও কিউনিতে এডজাঙ্কট প্রফেসর এবং দ্যা সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের নির্বাচিত সিনেটর হিসেবে কর্মরত আছেন।

জ্যাকসন হাইটসের অ্যাপার্টমেন্টে রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বিশাল আকৃতির একটি রুমে থাকার জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। আলাদা দরজা আছে। বাথরুম এবং কিচেন শেয়ার করতে হবে। টেক্সটের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন 929-720-2181

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

অফিস সহকারি আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের একটি অফিসে কম্পিউটার এবং ইনস্যুরেন্সের কাজ জানা অফিস সহকারি আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-395-3945

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

World Travel and Vacation
TRAVEL THE WORLD
Mohammad Hossain
President
214.714.3110 (24/7)
1903 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX 75234
Mohammad.benu@gmail.com
ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্ততার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

HOUSE FOR SALE BY OWNER

2 FAMILY 4 LEVELS 20X55, BRONX INDEPENDENT DRIVEWAY NEAR THE 6 TRAIN $1.1 MILLION
CALL: 718-300-6223

বাসা ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট হলিসে এক বেডরুম লিভিং কিচেন বাথরুমসহ সম্পূর্ণ নুতন বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা এপ্রিল হতে। Q2 ও Q77 বাস ২ মিনিট হাঁটার দূরত্বে। ফোন- ৯২৯-৪২১-২৬২৬ (সকাল ১০টা - রাত ১০টা)।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় সেন্ট আলবিনে ১১২-১৯ ১৯৮ স্টিটে দুই বেড, লিভিং কিচেন বাথ, ডাইনিং ভাড়া হবে। কিউ ৩ ও কিউ ৮৩ বাস সংলগ্ন । গ্রোসারি স্কুল নিকটে। যোগাযোগ 347-599-5637

বাসা ভাড়া

৩ বেড রুম, ২ ফ্লোর এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউইয়র্ক। বাংলা গুসারী, মসজিদ, বাস স্টোপ সবকিছু অতি নিকটে। (929) 328-5042

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৪ এভিনিউ ও ১৭১ স্ট্রিটে অবস্থিত ২ বেড রুম বাথ কিচেন ভাড়া দেওয়া হবে। গ্রোসারি, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল নিকটে।
ফোন: 347-535-2133, 347-553-8444

আবশ্যক

নিউইয়র্কে একটি স্বনামধন্য সাপ্তাহিক পেপারে ডেলিভারিতে শুক্রবার ব্রুকলিন, ওজন পার্ক, জ্যামাইকায় কাজ করার জন্য গাড়ি সহ ড্রাইভার আবশ্যক । 646-645-9830

ন্যানি আবশ্যক

কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে.

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

বেইজমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৭ স্ট্রীট এবং ১০৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। বাস, মসজিদ, গ্রোসারি নিকটে। যোগাযোগ 917-651-7188, 917-651-9528

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি

ঢাকায় ফ্লাট বিক্রি মোহাম্মদপুর চাঁন মিয়া হাউজিং এ ১২১৫ স্কয়ার ফিটের ফ্লাট ৩ বেড ৩ বাথ ২ বারন্দা আলাদা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম ও পার্কিং সহ ৭ তলা বাড়ির ৬ তলায় লিফ্ট জেনারেটর সিসি ক্যামেরা, গ্যাস সংযোগসহ যোগাযোগ What's App no +19174979508

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

বিক্ষোভে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উত্তাল, চলছে ধরপাকড়

হামস-ইসরায়েল যুদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থী ও কর্তৃপক্ষের বিক্ষোভের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সশরীরে ক্লাস বাতিল করা হয়েছে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় বিক্ষোভকারীদের ধরপাকড় চলছে। গতকাল সোমবার বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত সপ্তাহে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভকারীদের একটি দল গাজার সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। দ্রুতই এ বিক্ষোভের উত্তেজনা ইয়েল, এমআইটি ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে।

কলাম্বিয়ার বিক্ষোভকারীরা নিউইয়র্কের মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটিকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানায়। দিনব্যাপী বিক্ষোভের মধ্যে অনেক ইহুদি শিক্ষার্থী 'ভীতিপ্রদর্শন ও ইহুদি বিদ্বেষের' অভিযোগ জানিয়েছে।

গতকাল সোমবার সশরীরে ক্লাসের পরিবর্তে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট নেমাত শফিক স্কুল কমিউনিটির কাছে লেখা এক খোলা চিঠিতে পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'গত কয়েক দিনে আমাদের ক্যাম্পাসে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানিমূলক আচরণের অনেক ঘটনা ঘটেছে।'

চিঠিতে তিনি আরও বলেন, 'মানুষকে আঘাত ও ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহৃত অন্য যেকোনো ভাষার মতো ইহুদি বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা, অগ্রহণযোগ্য এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উত্তেজনা প্রশমিত করতে এবং আমাদের সকলকে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করার সুযোগ দিতে আমি সোমবার সমস্ত ক্লাস ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি।'

গত বৃহস্পতিবার (১৮ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেসরকারি ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে আনার পরে গত সপ্তাহে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ পদক্ষেপের কারণে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

সমাজকর্ম বিভাগের গ্রেপ্তার শিক্ষার্থী মিমি ইলিয়াস গতকাল সোমবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'যতক্ষণ না তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলছে এবং আমাদের দাবি শুনছে ততক্ষণ আমরা থাকব। আমরা কোনো ধরনের ইহুদিবিদ্বেষ বা ইসলামভীতি চাই না। আমরা এখানে এসেছি সবার মুক্তির জন্য।'

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসিকের সহযোগী অধ্যাপক জোসেফ হাওলি বলেন, পুলিশকে জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয় ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে, যার কারণে 'আমাদের ছাত্র বিক্ষোভের অংশ নয় এমন উগ্রপন্থী বিষয়ও এখানে ঢুকে পড়েছে। দমনপীড়ন ও শাস্তি দিয়ে কুসংস্কার এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূর করা যাবে না।'

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টার দিকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্প স্থাপনকারী বিক্ষোভকারীদের আটক করা শুরু করে পুলিশ। এর আগে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আচরণকে 'উচ্ছৃঙ্খল, বিঘ্নকারী, এবং বিরোধী' বলে মন্তব্য করে।

আটলান্টিক সিটিতে 'রাম নবমী' উৎসব

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক সিটিতে গত ১৬ এপ্রিল মংগলবার সন্ধ্যায় 'রাম নবমী' উৎসব পালিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায় এর উদ্যোগে ১৪১১ পেনরোজ

এভিনিউ এর প্রার্থনা হলে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'রাম নবমী' উৎসব পালিত হয়। 'রাম নবমী' উৎসবের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল পুজা অর্চনা, রামায়ন পাঠ, কথামালা, কীর্তন ইত্যাদি।

হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব 'রাম নবমী' । চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমীর দিন এই উৎসব পালিত হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ত্রেতা যুগে অযোধ্যার রাজা দশরথ ও রানি কৌশল্যার পুত্র হিসেবে রামচন্দ্র এদিনই জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের জন্মদিন উদযাপন করা হয় এদিন।

রাম নবমী উৎসবে পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রহ্মচারি শুভানন্দ দাস উপস্থিত থেকে কৃষ্ণভক্তদের কৃতার্থ করেন এবং রাম নবমীর মাহাত্ম তুলে ধরেন। তিনি বলেন,হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে রাম, বিষ্ণুর সপ্তম অবতার, ভগবান বিষ্ণুর মানবীয় রূপের প্রাচীনতম অবতার। তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম হিসেবেও খ্যাত।রাম নবমী পালন করার মূল উদ্দেশ্য হল অধর্মকে নিক্ষেপ করে ধর্মকে স্থাপন করা। মন্দ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির সূচনা করা।

ধর্মসভায় শুভানন্দ দাস ব্রহ্মচারি আরো বলেন, ভগবানকে লাভ করতে হলে চাই আপন চিত্তশুদ্ধি। ভগবান ভজনেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কখনও ভগবৎ দর্শন হয় না। আলোচকরা আরো বলেন, ধর্মচর্চা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে এবং অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল হতে শেখায়। তাছাড়া ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে সহায়তা করে।

'রাম নবমী' উৎসবের বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহন করেন সুমন মজুমদার, দীপংকর মিত্র, তৃপ্তি সরকার, আন্না মিত্র,প্রদীপ দে,

গংগা সাহা, উত্তম দাশ,দীপা দে জয়া, মেরি দে,পিকলু দাশ, সজল দাশ, জয়দেব কর্মকার,সেন্টু সরকার, বিউটি দাশ, বেবী দাশ, মিনু নন্দী, সজল চক্রবর্তী, ধীমান পাল,শুক্লা পাল, সুমি মজুমদার, রুমি মল্লিক, ঝুমুর দাশ, লাকী চৌধুরী, রানা দাশ, ক্ষমা সরকার, রেশমী বসাক, শান্তনু সরকার,সোমা বিশ্বাস প্রমুখ।

রাম নবমী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে প্রসাদ বিতরন করা হয়।

অতি গরমে বিশ্বজুড়ে বছরে ১৮৯৭০ শ্রমিকের মৃত্যু: আইএলও

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বের ৭০ শতাংশের বেশি শ্রমিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে। এমনকি কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান যে সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে তা এই ঝুঁকি সামলাতে যথেষ্ট নয়। শুধু তাই নয়, অতি গরমে বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর ১৮ হাজার ৯৭০ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটছে।

সোমবার আইএলও প্রকাশিত 'জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলেই জলবায়ু পরিবর্তন কর্মীদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

শেনজেনভুক্ত দেশে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শেনজেনভুক্ত দেশগুলোতে যাওয়ার ক্ষেত্রে নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এতে বলা হয়, এখন ভারত থেকে শেনজেনভুক্ত সব দেশের জন্য ভিসার আবেদন করা যাবে। এই ভিসার মেয়াদও থাকবে অনেকদিন। এতে করে ইউরোপের ২৯টি দেশে এই ভিসা দিয়ে যাওয়া যাবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, গত ১৮ এপ্রিল থেকেই এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে। সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, এখন থেকে ভারতীয়রা শেনজেন ভিসায় নতুন সুবিধা পাচ্ছেন। আগেই এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

শেনজেন ভিসার আওতায় রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৫টি সদস্য দেশ এবং এ জোটের বাইরের দেশ আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও লিচেনস্টাইন। এবারের নীতি ভারতীয়দের দীর্ঘ সময় শেনজেনভুক্ত দেশে থাকার সুবিধা দিচ্ছে। আগে ভ্রমণ বেশি করা ব্যক্তিরা একাধিক বছর থাকতে পারবেন শেনজেনভুক্ত দেশে।

নতুন নীতিতে বলা হয়, ভারতীয়রা দুই বছরের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরে পাঁচ বছরের ভিসাও পাবেন তারা। ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে এবং অভিবাসন আরও সহজ করতেই এই ব্যবস্থা বলে জানা গেছে।

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

MONEY TRANSFER
মানি ট্রান্সফার

বিদেশ থেকে বৈধ
পথে টাকা পাঠানোর
সহজ উপায়

2.5% Incentive
Highest Rate
No Fees
bKash
Notary Public
Fast, Secure & Reliable Remittance

Agrani Bank Limited | Dhaka Bank PLC. | SBAC | JAMUNA BANK | Pubali Bank Limited | DHAKA BANK LIMITED | aibl | Southeast Bank Limited | SIBL | UCB

Contact Us

718-406-9745

We Are Authorized Agents

World Tours & Travel

37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

UP TO 10% Discount
on Flight Booking

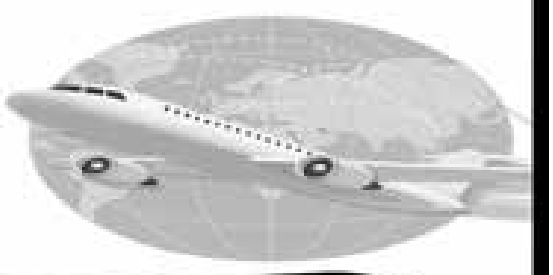

Special Fare Available
NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates | QATAR | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES

Book Online
www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: 718-406-9745
BD: 01810140650

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

গর্ভপাতে ইচ্ছুক মার্কিন নারীদের গোপনীয়তা রক্ষায় নতুন নিয়ম

এ আইনে বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গোপন স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

গর্ভপাত করাতে ইচ্ছুক নারীদের গোপনীয়তা রক্ষা জোরদার করতে নতুন বিধিমালা জারি করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। সোমবার জারি করা এই আইনে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গোপন স্বাস্থ্য তথ্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের নাগরিক অধিকার কার্যালয়ের মাধ্যমে জারি করা নতুন আইনটি ১৯৯৬ সালের হেলথ ইনস্যুরেন্স পোর্টেবিলিটি অ্যাক্টের (এইচআইপিএএ) গোপনীয়তা বিধির আওতায় বিদ্যমান বিধানগুলোকে আরও দৃঢ় করে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, যেসব অঙ্গরাজ্যে গর্ভপাত নিষিদ্ধ সেসব রাজ্যের নারীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে এ আইন জারি করা হয়েছে। আইনত গর্ভপাত করানোর জন্য তাঁদের অঙ্গরাজ্যের বাইরে যেতে হয়। অঙ্গরাজ্যগুলোতে গর্ভপাতের অধিকার সীমাবদ্ধ করার পর থেকে এই সংখ্যা বেড়েছে।

গর্ভপাতের অধিকার সমর্থনকারী গবেষণা দল গাটম্যাচার ইনস্টিটিউট বলছে, ২০২৩ সালের প্রথম অর্ধেকে প্রায় ৯২ হাজার ১০০ নারী গর্ভপাত করানোর জন্য অঙ্গরাজ্যের বাইরে যান। ২০২০ সালের একই সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি।

অ্যালাবামা, ওকলাহোমা ও আইডাহোর মতো অঙ্গরাজ্যগুলোতে এজাতীয় ভ্রমণে সহায়তা করা বা অর্থ প্রদান করাকে অপরাধ হিসেবে বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। আলাবামা ও আইডাহোতে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে মামলা চলছে। এই নিয়ম গর্ভপাত করে বা এর জন্য অর্থ দেয় এমন স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারী, বিমাকারী বা অন্যান্য সংস্থাকেও সুরক্ষা দেয়।

বাইডেন বলেন, 'বৈধ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা চাওয়া বা পাওয়ার কারণে কারও মেডিকেল রেকর্ড তাদের, চিকিৎসক বা প্রিয়জনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত নয়।'

এ আইনের ঘোষণা করে স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সচিব জেভিয়ার বেসেরা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রত্যেক আমেরিকানের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে এটি যখন তাদের খুব গোপন, খুব ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য তথ্য হয়।

এ আইনে বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গোপন স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গর্ভপাতের মতো প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পেতে, সরবরাহ বা সহজতর করতে চাওয়া ব্যক্তি, সরবরাহকারী বা অন্যদের শনাক্তকরণ, তদন্ত বা শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করার সময় এসব তথ্য ব্যবহার করা যাবে না।

তবে এ আইন শুধু তখনই কার্যকর হবে, যখন সেবাটি বৈধ প্রক্রিয়ায় নেওয়া হবে। অর্থাৎ ওই সব অঙ্গরাজ্যে এ আইন কার্যকর হবে না, যেখানে গর্ভপাত অবৈধ। যারা অঙ্গরাজ্যের বাইরে গিয়ে গর্ভপাত করায়, তাদের ক্ষেত্রেও এ আইন কার্যকর হবে।

জাতিসংঘে পার্বত্য শান্তিচুক্তির অগ্রগতি তুলে ধরল বাংলাদেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে চলমান আদিবাসী সংক্রান্ত জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের ২৩তম অধিবেশনে ১৯ এপ্রিল শুক্রবার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি ঐতিহাসিক 'পার্বত্য শান্তিচুক্তি' বাস্তবায়ন এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

এই বিষয়ে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান দেশের জনগনের মধ্যে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে সম অধিকার প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক দশকের সংঘাতের অবসান ঘটেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগনকে এদেশের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর ধারাগুলি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মোট ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৬৫টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩টি আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৪টি ধারা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে'। এছাড়াও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ডিজিটাল ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনা উদ্যোগসহ অত্র অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ সম্পর্কে ফোরামকে অবহিত করেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
নিজস্বকর্মী হেল্থকেয়ার কোম্পানি ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ/হোম কেয়ার সেবাদানের আওতায় আপনার ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি শনাক্তে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব
অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া
ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.
৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

সিনেমা সমাজকে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় বাংলা চলচ্চিত্র নিয়ে আসছি। চলচ্চিত্র এখন সব ভাষাতে ডাবিং করার মাধ্যমে দেখা যায়। বাংলাদেশের সিনেমার প্রতি আমাদের একটা আলাদা দরদ ও আকর্ষণ আছে। আমরা চাই বাংলা সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাক। বাংলার অনেক মেধাবী চলচ্চিত্র নির্মাতা আছেন যেমন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, কিন্তু সারা বিশ্বে তাদের কাজ ছড়িয়ে পড়েনি। বাংলা সিনেমা নির্মাণের দিক থেকে, সামাজিক গল্প তুলে ধরার দিক দিয়ে কোন অংশেই কম না। ছয় বছর আগে এই ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রির অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল, হলগুলো বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছিল। প্রায় তের লক্ষ মানুষ এই ফ্লিম ইন্ডাষ্ট্রিস এর উপরে নির্ভর করে, ইন্ডাষ্ট্রি বন্ধ হলে কর্ম সংস্থানে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তাছাড়া সামাজিকভাবে একটা বড় হাতিয়ারও চলে যাবে। এসব কথা মাথায় রেখেই "বায়োস্কোপ" নামের প্রতিষ্ঠান খোলা হয়।'

যাত্রার শুরু থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ৪১টি চলচ্চিত্র নিয়ে এসেছেন এই দম্পতি। প্রবাস জীবনে শিল্প সংস্কৃতির জগতে বায়োস্কোপ নিয়ে এসেছে ভিন্ন এক আমেজ, বিনোদন। এর শুরু সম্পর্কে নওশাবা রুবানা রশীদ বলেন, 'আমরা যখন ত্রিশ বছর আগে লেখাপড়া করার উদ্দেশ্যে প্রথম এদেশে আসি তখনো ভারতীয় সিনেমা বড় হলে দেখানো হতো না। সিনেমার চাহিদার জন্যে পরবর্তীতে তারা হিন্দি সিনেমাগুলো বড় সিনেমা হলে দেখানো শুরু করে। চিন্তা করলাম, আমাদের সিনেমার মেকিং ও কন্টেন্ট ভালো, তাহলে আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো। বলতে গেলে ২০০৯-এ "মনপুরা" সিনেমার মাধ্যমে একটা বিবর্তন ঘটে। সবাই বুঝতে শুরু করলো যে বাংলাদেশের সিনেমা ভালো করছে। ভালো গল্প, গান এবং সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে ২০১৬ সালে "আয়নাবাজি" সিনেমা সবাইকে চমক লাগিয়ে দিল। সেই থেকেই ২০১৭ সালে আমরা দুজনে ঠিক করলাম যে নিজের দেশের সিনেমা, নিজেদের ভাষার সিনেমা উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে দিতে হবে। দুজনেই আমরা সিনেমা ভালোবাসি, ওভাবেই আমাদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। তখন ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি না থাকায় বড় কোনো হলে বাংলাদেশের সিনেমা প্রচারের ব্যবস্থা ছিল না। তাই আমরা "বায়োস্কোপ" নামের কোম্পানি শুরু করি। ২৬০ জনের হল ভাড়া করেছিলাম, হল ভর্তি দর্শক ছিল। টিকিট সোল্ড আউট ছিল। সারা দেশের দশটা শহরে আমরা জনপ্রিয় "ডুব" সিনেমাটা দেখিয়েছিলাম। সব দর্শক ভালোবাসায় আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল।'

আসন্ন চলচ্চিত্র 'ওমর' এবং 'দেয়ালের দেশ' সম্পর্কে রাজ হামিদ জানান, 'আগামী শুক্রবার ২৬শে এপ্রিল নিউইয়র্ক সহ পঁচিশটা শহরে 'ওমর' সিনেমাটা মুক্তি পেতে যাচ্ছে। জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমাটা পাঁচ দিনব্যাপী চলবে। মে মাসের দশ অথবা সতের তারিখে অন্য সিনেমা 'দেয়ালের দেশ' বায়োস্কোপের ব্যানারে আমেরিকা এবং ক্যানাডায় মুক্তি পেতে যাচ্ছে। এই সিনেমার পরিচালক একজন নবীন পরিচালক, টরেন্টো থেকে ফিল্মের উপর পড়াশোনা করেছেন। এটা তার প্রথম সিনেমা, ভিন্নধর্মী একটা ভালোবাসার গল্প নিয়ে। নতুন পরিচালকেরা এখন প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে শক্ত প্লট নিয়ে অনায়াসে কাজ করছেন। আমি মনে করি অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিস এর উপরে লেখাপড়া প্রয়োজন।'

বায়োস্কোপ ফিল্মস ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জন করেছে ইতোমধ্যেই। এই মানসম্পন্ন কাজটির প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে প্রযোজক এবং দর্শকদের সাথে একটা বিশ্বাসের ভিত তৈরি হয়েছে। এই ব্যাপারে নওশাবা রুবানা রশীদ বলেন, 'আমরা দর্শকদের সুবিধাকে মুল্য দিয়ে থাকি। পাবলিক ট্রান্সপোর্টের সুবিধা আছে যেখানে সেখানে আমরা ছবিগুলো মুক্তি দেবার চেষ্টা করছি। পরবর্তীতে কিউ গার্ডেন এরিয়াতে এবং পরে লং আইল্যান্ডেও সিনেমাগুলো মুক্তি দেবার চেষ্টা করবো।'

২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া "দেবী" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩টি শহরে চলেছে। নিউইয়র্কে এটি তিন সপ্তাহ ব্যাপি চলেছে। এবং আয় করেছে 'একশত বিশ হাজার' মার্কিন ডলার। ২০২২ এর 'পরান' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬৭টি শহরে এবং কানাডার ১৫টি শহরে মুক্তি পেয়েছে। প্রায় ইউএস ১৫০ হাজার মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। বায়োস্কোপের এই সাফল্য অর্জনে রাজ হামিদ বলেন, 'দেবী' সিনেমাটা আমাদের জন্যে ছিল বিরাট সাফল্য। ঐ সময় আমরা নতুন ছিলাম, অনেক হোঁচট খেয়েছি, তবুও সিনেমাটা নিউইয়র্কে পাঁচ সপ্তাহ চলেছিল। এখনকার সময় হলে 'দেবী' সিনেমাটা প্রায় দুই লাখ ডলারের ব্যবসা করতে পারতো। 'হাওয়া'-'পরান'-'দেবী' সিনেমাগুলো পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলেছিল। তেমনি 'প্রহেলিকা'-'সুড়ঙ্গ' সিনেমাগুলোও ব্যবসা সফল হয়েছিল। তবে 'একাত্তরের সেইসব দিন' ভিন্ন ধারার কালজয়ী সিনেমা যা প্রতি ১৬ই ডিসেম্বরে দেখানো উচিত।

দর্শকদের পক্ষ থেকে সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী প্রশ্ন রাখেন, প্রবাস জীবনের নানান প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে কবে সিনেমা করবেন আপনারা? রাজ হামিদ বলেন, 'প্রবাস জীবনে টানাপোড়েন ও সংগ্রাম আছে। প্রতিদিনের প্রবাস জীবন নিয়ে আমরা সিনেমা বানাবো সেই প্ল্যান আছে। ২০২৫ কিংবা ২০২৬-এর শেষে এমন কিছু হবার সম্ভবনা রয়েছে।'

প্রবাসে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কথা জানতে চাইলে রুবানা রশীদ বলেন, 'এই বছরের পহেলা বৈশাখে নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে হয়ে গেল আমাদের মা-মেয়ের যুগলবন্দী নাচ। যুগল নাচ নিয়ে চমৎকার একটা অনুভূতি ছিল। আমি ছয় বছর থেকেই নাচ করছি, আমার ছোট মেয়েও নাচ শিখছে। টাইমস স্কয়ারে শ'য়ে শ'য়ে বাঙ্গালিরা মিলে নেচেছিলাম। বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে নাচতে পেরে আমি ভীষনভাবে সম্মানিত হয়েছি।'

পরিশেষে তিনি বলেন, 'শুধু বাণিজ্যিক সিনেমা দেখালে হবে না, সিনেমার প্রতি ভালোবাসা রেখেই সিনেমা দেখতে হবে। শুধু প্রতিষ্ঠিত পরিচালকদের সিনেমা দেখালে চলবে না, যারা নতুন মেধাবী পরিচালক আসছে তাদের কাজগুলোও দর্শকদের সামনে আনতে হবে। আমরা দর্শকদের কাছে ভীষন ভাবে কৃতজ্ঞ। দর্শকরা বাংলা সিনেমার প্রতি মমত্ববোধ দেখিয়েছেন, সংবাদ মাধ্যম ও মিডিয়া মাধ্যম আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে, বাংলা সিনেমা দেখানোর মাধ্যমেই একটা নতুন প্রজন্ম বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে। এটা আমাদের সবার সার্থকতা।'

এই আলোচনার মাধ্যমে সেদিনের 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির কড়া

শেষ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়। এতে ওই বছরে বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা পুনঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওই বছরও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিরোধী দল বিএনপির চেয়ারপারসনকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে বিদেশে যেতে দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে তাকে চিকিৎসা নিতে হয়েছে বাংলাদেশের হাসপাতালে। এতে বলা হয়, ২০১৮ সালে ২০০৮ সালের দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের মামলায় তাকে ১০ বছরের জেল দেয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে তাকে জেলখানা থেকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ২০২০ সালে সেখান থেকে তাকে স্থানান্তর করে গৃহবন্দি করা হয়। রাজনৈতিক বন্দি ও আটক ব্যক্তিদের বিষয়ে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক ও দেশের ভিতরকার আইন বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার তথ্যপ্রমাণে ঘাটতি আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য রাজনৈতিক ছক সাজানো হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রসিকিউটররা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বেশ কিছু দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার করেছেন। এই রিপোর্টে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার দিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সংবিধান সংবাদ মাধ্যম ও মিডিয়ার সদস্যসহ সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু সরকার এই অধিকারে ঘন ঘন হস্তক্ষেপ করেছে। এক্ষত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সীমাবদ্ধতা আছে। সরকারের হয়রানি অথবা প্রতিশোধ নেয়ার ভয়ে সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্র মিডিয়ার সদস্যরা ও ব্লগাররা নিজেরাই সেন্সর করেছেন। এতে তুলে ধরা হয়েছে সরকারি পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র, বিচারের ক্ষেত্রে হয়রানি, খেয়ালখুশিমতো গ্রেপ্তারসহ নানা রকম নিষ্পেষণের কথা। উল্লেখ্য, প্রতি বছর সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র। তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সময় গত রাতে এই রিপোর্ট প্রকাশ হয়। তাতে বাংলাদেশ অধ্যায়ে আরও বলা হয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মিডিয়ার স্বাধীনতায় মারাত্মক বিধিনিষেধ আছে বাংলাদেশে। এর মধ্যে আছে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অথবা সহিংসতার হুমকি। সাংবাদিকদের অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয় অথবা বিচার করা হয়। সেন্সরশিপ করা হয়। ইন্টারনেট স্বাধীনতায় আছে মারাত্মক বিধিনিষেধ। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ অথবা স্বাধীন সমাবেশের ক্ষেত্রেও আছে বড় রকমের হস্তক্ষেপ। আছে সংগঠন, অর্থায়ন ও বেসরকারি এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে আছে নিবর্তনমূলক আইন। মুক্তভাবে চলাচলে আছে বিধিনিষেধ। রিপোর্টে বলা হয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতনের বিষয়ে ব্যাপকভাবে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে বাংলাদেশে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের সদস্যদের শনাক্তে বা শাস্তি দিতে সরকার বিশ্বাসযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেয় না।

এতে বলা হয়, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যেসব যুদ্ধাপরাধ ও নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছে তার বিচার করার জন্য ২০১০ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। সেই আদালত শাস্তি দিয়েই যাচ্ছে। এর মধ্যে আছে মৃত্যুদণ্ড। অনেক পর্যবেক্ষক এই প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দেখেন। কারণ, আদালত বিশেষত বাছাই করে অভিযুক্ত করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের। এতে খেয়ালখুশিমতো ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সহ বেআইনি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে, পুলিশের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তার তদন্ত নিজেরাই করেছে। তারা এমন সব ঘটনা ঘটিয়েছে যেখানে তাদের শারীরিক মারাত্মক প্রহারে মানুষ আহত হয়েছে অথবা মারা গেছেন। নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের হাতে কতজন মানুষ মারা গেছেন তার মোট কোনো সংখ্যা সরকার প্রকাশ করেনি। এমনকি এসব ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তও করেনি। এই তদন্ত যারা করেছেন তাদের স্বাধীনতা ও পেশাগত মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে মানবাধিকার বিষয়ক গ্রুপগুলো।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, সারা বছরেই আইন প্রয়োগকারীরা তল্লাশি বা রেইড দিয়েছে কথিত সন্ত্রাস বিরোধী কর্মকাণ্ড, মাদক ও অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে। কোনো কোনো ঘেরাওয়ের কালে, গ্রেপ্তারকালে সন্দেজজনক কিছু মৃত্যু ঘটেছে। একই ঘটনা ঘটেছে অন্য আইন প্রয়োগকারীদের অপারেশনেও। রিপোর্টে আরও বলা হয়, আগের বছরের তুলনায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড কমে যায় গত বছর। মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন আইন ও শালিশ কেন্দ্র রিপোর্ট করেছে যে, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, অথবা হেফাজতে থাকা অবস্থায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন আটজন। এর মধ্যে দুজন আইন প্রয়োগকারী এজেন্সির গুলিতে নিহত হয়েছেন। তিনজন নিহত হয়েছেন নিরাপত্তা হেফাজতে নেয়ার আগে বা হেফাজতে নেয়ার পর শারীরিক নির্যাতনে। ২৬শে মার্চ সুলতানা জেসমিন র‍্যাবের হেফাজতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মারা যান। র‍্যাব কর্মকর্তারা বলেছেন, তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন আটক অবস্থায়। কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা এটাকে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করেছে। তারা এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে মাথার ক্ষতের কথা তুলে ধরেছে। র‍্যাবের ইউনিটের কমান্ড কর্মকর্তারা মিডিয়াকে বলেছেন, জেসমিন আর্থিক প্রতারণায় জড়িত থাকার জন্য তাকে তুলে নেয়া হয়। তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা আছে।

ফেসবুক একাউন্ট ব্যবহার করে চাকরিপ্রত্যাশিতদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে সরকার একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি একটি রিপোর্ট জমা দেয় আগস্টে। কিন্তু সেই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। অক্টোবরে হাই কোর্টের দু'জন বিচারক বলেন, এই রিপোর্ট অস্পষ্ট। গ্রেপ্তার ও আটকের বিষয়ে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা নেই এতে। এমন মন্তব্যের সময়ে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। ১৮ই মার্চ সাদা পোশাকে র‍্যাব কর্মকর্তারা এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে। এতে আহত হন একজন। ওই রিপোর্টে বলা হয়, মানবাধিকার বিষয়ক গ্রুপ এবং মিডিয়ার রিপোর্টে বলা হচ্ছে গুম এবং অপহরণ অব্যাহত আছে। অভিযোগ আছে এসব করছে নিরাপত্তা সার্ভিসের লোকজন। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে একটি স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন রিপোর্ট করেছে যে, এ সময়ে ৩২ জনকে জোরপূর্বক গুম করা হয়েছে। এসব ঘটনা প্রতিরোধে, তদন্তে বা শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে সীমিত উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো রিপোর্ট করেছে যে, জোরপূর্বক গুমের শিকার হয়েছেন যারা তারা বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও ভিন্ন মতাবলম্বী। গুমের অভিযোগের পর নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা কোনো রকম অভিযোগ ছাড়া কিছু মানুষকে ছেড়ে দিয়েছে। গ্রেপ্তার করেছে অন্যদের। ফ্রিডম হাউসের 'ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ২০২৩ কান্ট্রি রিপোর্টে' উল্লেখ করেছে যে, জোরপূর্বক গুম, গোপন জেলখানার ব্যবহার, খেয়ালখুশিমতো গ্রেপ্তার ও নির্যাতন সহ মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে নিরাপত্তা বিষয়ক এজেন্সিগুলো। বছরজুড়ে জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবার সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যদের ফিরিয়ে দিতে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যেসব সদস্য অপহরণে জড়িত তাদের বিচারের। ভিকটিমের পরিবারগুলোর সংগঠন মায়ের ডাক র‍্যালি করেছে। বিবৃতি দিয়েছে। তাতে বলেছে, তাদের কোনো সদস্য আইনগতভাবে, প্রশাসনিক, বিচারিক কোনো প্রতিকার পাচ্ছেন না। মায়ের ডাক ও স্থানীয় মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন অধিকারকে হয়রানির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি চিঠি লিখেছেন জোরপূর্বক ও অনিচ্ছায় গুমের শিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ বিষয়ক জাতিসংঘের চেয়ার-র‍্যাপোর্টিউর সহ জাতিসংঘের র‍্যাপোর্টিউররা। মার্চে সরকার জানায়, তারা ২৮ জন জোরপূর্বক নিখোঁজ ব্যক্তির বিষয় দেখছে। একই সঙ্গে জাতিসংঘের কাছে জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিদের সংখ্যা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপস্থাপনের জন্য নাগরিক সমাজের সংগঠনের সমালোচনা করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতা সালাউদ্দিন আহমেদ দেশে ফেরার একটি ট্রাভেল পাস নিশ্চিত করেন জুনে। তিনি বাংলাদেশ থেকে জোরপূর্বক গুম করার পর বৈধ কাগজ ছাড়া অবস্থানের কারণে ভারতে আট বছর আটকে আছেন। ২০১৫ সালে তাকে ঢাকার বাসা থেকে তুলে নেয় হয়। ভারত সীমান্তের কাছে তাকে ছেড়ে দেয়ার আগে দুই মাস নিখোঁজ ছিলেন।

প্রতিবেদনে মিডিয়ার স্বাধীনতা অংশে বলা হয়, আইনে ঘৃণাপ্রসূত বক্তব্যকে সীমিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিরুদ্ধে কথা বলাকে সরকার বিধিনিষেধ দিয়েছে বলেই মনে হয়। সাংবিধানিক কোনো পরিষদের সমালোচনাকে আইনে ফৌজদারি অপরাধ করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে স্বাধীনতা যুদ্ধ, জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে প্রাপাগাণ্ডা ছড়ানোর কারণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান আছে। সরকারের সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে সারাবছরই সরকার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। আইনমন্ত্রী রিপোর্ট করেছেন যে, সারাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কমপক্ষে ৭০০০ মামলা মুলতবি আছে। আগস্টে সরকার ঘোষণা দেয়, তারা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে পরিবর্তন করে সাইবার নিরাপত্তা আইনে পরিণত করবে। পার্লামেন্ট এই আইন পাস করেছে সেপ্টেম্বর মাসে। আইন ও সালিস কেন্দ্র রিপোর্ট করেছে যে, জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১১৯টি ঘটনায় সাংবাদিকদের হয়রানি করা হয়েছে। আরেকটি মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন বলেছে, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাংবাদিকদের ওপর ৩০৯টি হামলা বা হয়রানির ঘটনা ঘটছে। আহত হয়েছেন ১৩৮ জন সাংবাদিক। রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি নষ্ট ও সুনাম নষ্ট করার জন্য প্রিন্ট, অনলাইন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহারের অভিযোগে প্রথম আলোর সম্পাদক ও একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মার্চে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন আওয়ামী লীগ পন্থি একজন আইনজীবি। এ অভিযোগে সাংবাদিক শামসুজ্জামান শামসকে আটক করে পুলিশ। এতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। এই আইনকে সংশোধন বা বাতিলের দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থী, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী, নাগরিক সমাজের সংগঠন, সম্পাদক পরিষদ ও রাজনৈতিক দলগুলো। জুনে জামালপুরে একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। সাংবাদিক গোলাম রাব্বানি নাদিমকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ আটক করে আরও কয়েকজনকে।

সাফল্যের গল্পকে ভবিষ্যতে আরও

শেষ পৃষ্ঠার পর

কাজটি সহজ প্রক্রিয়া ছিল না। সোমবার এপ্রিল ২২, কমিউনিটি অপ :এড-এ সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা কৌশলগত চিন্তাভাবনা এবং সহায়ক-উৎসাহমূলক কর্মসূচি ব্যবহারের মাধ্যমেই অর্থনীতির বৃদ্ধি এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের উন্নতির জন্য একটি আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি।'

মহামারীর সময় হারিয়ে যাওয়া বেসরকারী খাতের চাকরিগুলোই শুধু পুনরুদ্ধার করা হয়নি বরং গত দুই বছরে শহরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি চাকরির রেকর্ডও ভেঙে দিয়েছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। সমস্ত কর্মজীবী ব্যক্তিরা এখন উচ্চতর বেতন পান, যার মধ্যে রয়েছে ডেলিভারি ড্রাইভার, মিউসিপাল কর্মচারী, ভাড়ার চালক এবং অলাভজনক সংস্থার কর্মচারী। অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের সরকারী কর্মচারীদের তাদের প্রাপ্য মজুরি এবং সুবিধা প্রদানের জন্য, আমরা ইউনিফর্ম পরিহিত কর্মীবাহিনীর ১০০ শতাংশ সহ ৯৫ শতাংশ ইউনিয়নবদ্ধ কর্মীদের সাথে চুক্তি করেছি।

আমাদের 'জবস এনওয়াইসি' প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, আমরা পাঁচটি বরো জুড়ে নিয়োগ মেলা স্থাপন করে লোকেদের কাছে চাকরি নিয়ে আসছি, যেখানে নিউ ইয়র্কবাসীরা ভাল বেতনের পদের জন্য সরকারি বেসরকারি খাতে আবেদন করতে পারবেন।'

দায়িত্বের প্রথম দুই বছরের অর্জন নিয়ে মেয়র এরিক অ্যাডামস্ গর্ববোধ করেন। তবে তিনি মনে করেন সামনে তার আরও অনেক কিছু করার আছে। নিউইয়র্ক সিটিকে আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ বড় শহর হিসাবে গড়ে তোলতে, সবার জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ প্রসারিত করতে এবং পাঁচটি বরো জুড়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে-অ্যাডামস্ বদ্ধপরিপকর। তিনি বলেন, 'আমাদের দুই বছরের সাফল্যের সাথে আমরা আমাদের সাফল্যের গল্পকে ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে নিতে চাই।'

সেলফ এমপ্লয়েড ট্যাক্স ক্রেডিট

শেষ পৃষ্ঠার পর

আওতায় আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ক্রেডিটটি প্রদত্ত ছুটিতে ৩২,২২০ ডলার পর্যন্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে পারে এবং এটি কোনো ঋণ নয় বরং ইতিমধ্যে প্রদত্ত করের ফেরত হিসেবে পাওয়া যাবে। এটি অ-করযোগ্য এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৫০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল থেকে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে পাওয়া যাবে।

স্ব-কর্মসংস্থান ট্যাক্স ক্রেডিট জন্য যোগ্যতা প্রয়োজনীয়তা কি?

- সেলফ এমপ্লয়েড ট্যাক্স ক্রেডিট (SETC) এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে, আপনাকে অবশ্যই:

১। সেলফ এমপ্লয়েড (একমাত্র মালিক, স্বাধীন কন্ট্রাকটার, ফ্রিল্যান্সার, গিগ কর্মী, বা অংশীদারিত্ব সদস্য হতে হবে) । ২. ২০২০ বা ২০২১ সালের জন্য তফসিল SE (ফরম ১০৪০) ফাইল করেছেন, ইতিবাচক নেট আয়ের রিপোর্ট করেছেন এবং স্ব-কর্মসংস্থান কর প্রদান করেছেন৷ ৩। কোভিড-১৯ সম্পর্কিত কারণে কাজ করতে বা টেলিওয়ার্ক করতে অক্ষম হয়েছেন, যেমন ভাইরাস থাকা, কোয়ারেন্টাইনে থাকা বা মহামারী দ্বারা প্রভাবিত কারো যত্ন নেওয়া। ৪. ১ এপ্রিল, ২০২০ সালের এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালের মধ্যে যোগ্য সময়ের জন্য ক্রেডিট দাবি করুন।

আপনি যদি এই মানদণ্ডগুলি পূরণ করেন, আপনি ১৫ এপ্রিল, ২০২৪-এর আগে আপনার ২০২০ এবং ২০২১ ট্যাক্স রিটার্নগুলি সংশোধন করে ৬৪,০০০ পর্যন্ত ফেরতযোগ্য ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন৷

আমি যদি একজন W2 কর্মচারীও হই তাহলে কি আমি SETC ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করতে পারি?

- আপনার যদি ২০২০ সালে বা ২০২১ সালে স্ব-কর্মসংস্থান আয় এবং W2 উপার্জন উভয়ই থাকে, তাহলে আপনি স্ব-কর্মসংস্থান ট্যাক্স ক্রেডিট (SETC) এর জন্য যোগ্য হতে পারেন। যাইহোক, যদি আপনি ফ্যামিলি ফার্স্ট করোনাভাইরাস রেসপন্স অ্যাক্ট (FFCRA) এর অধীনে আপনার নিয়োগকর্তার মাধ্যমে বেতনের ছুটির সুবিধা পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার SETC ডবল-ডুপিং প্রতিরোধ করতে সমন্বয় করা হবে। যে ক্ষেত্রে আপনার কর্মচারী বেনিফিট সম্পূর্ণরূপে আপনার যোগ্য ছুটি কভার করে না, আপনি এখনও আপনার স্ব-কর্মসংস্থান আয়ের উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত ক্রেডিট দাবি করতে পারেন।

আমাকে কি SETC ট্যাক্স ক্রেডিট-এ ট্যাক্স দিতে হবে?

- বড় খবর! স্ব-কর্মসংস্থান ট্যাক্স ক্রেডিট (SETC) করযোগ্য আয় নয়। পেচেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম (PPP) এবং এমপ্লয়ি রিটেনশন ট্যাক্স ক্রেডিট (ERTC) এর বিপরীতে, যা আপনার ট্যাক্স দায় বাড়াতে পারে, SETC আপনার করের বোঝা যোগ করে না।

SETC ফাইল করা কি আমার 2023 আয়করকে প্রভাবিত করে?

- স্ব-কর্মসংস্থান ট্যাক্স ক্রেডিট (SETC) ফাইল করা আপনার ২০২৩ আয়কর রিটার্নকে প্রভাবিত করে না। আপনার ২০২০ সাল এবং/অথবা ২০২১ ট্যাক্স রিটার্ন সংশোধন করে SETC দাবি করা হয়, যা আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দল দ্বারা পরিচালিত একটি পৃথক এবং পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া। এর অর্থ হল ক্রেডিটটি আপনার পূর্ববর্তী কর বছরের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আপনার বর্তমান ২০২৩ কর পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে না।

ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করার সময়সীমা কি?

-ফ্যামিলি ফার্স্ট করোনাভাইরাস রেসপন্স অ্যাক্ট (FFCRA) ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করার সময়সীমা ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু আপনার কাছে এখনও পদক্ষেপ নেওয়ার সময় আছে:

১. ২০২০ সালের ট্যাক্স রিটার্ন: ২০২০ সালের জন্য FFCRA ক্রেডিট দাবি করতে, আপনাকে অবশ্যই ১৭মে, ২০২৪ -এর মধ্যে একটি সংশোধিত রিটার্ন ফাইল করতে হবে। ২. ২০২১ সালের ট্যাক্স রিটার্ন: ২০২১ সালের সাথে সম্পর্কিত FFCRA ক্রেডিটগুলির জন্য, একটি সং

প্রসঙ্গঃ বাচ্চার যত্ন নেয়া এক সেকেন্ডের ব্যাপার!

এইচ বি রিতা

একবার এক লোক হন্তদন্ত হয়ে আমার বাবার কাছে তার বৌ সম্পর্কে নালিশ করতে আসলেন। নালিশটি ছিল, তার বৌ সদ্য জন্ম দেয়া বাচ্চাটিকে ঠিকমত যত্ন করতে পারছেন না। সকালে কাজে যেতে হয়। বাচ্চা রাতভর কান্না করে। তিনি ঘুমাতে পারেন না। লোকটার সর্বশেষ ভাষ্য ছিল, 'বাচ্চার যত্ন নেয়া এক সেকেন্ডের ব্যাপার। আসলে তার সংসারে মন নাই। কি ভাবে দিনরাত কারে নিয়া ভাবে আল্লাহ মালুম।'

আব্বা খুব মনোযোগ দিয়ে লোকটার কথা শুনলেন। তারপর বললেন, 'এক কাজ করো। বৌ'কে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও এক সপ্তাহের জন্য। এই এক সপ্তাহ তুমি কাজে না গিয়ে ঘর সামলাবে, বাচ্চাকে দেখাশোনা করবে। তোমার সপ্তাহের বেতন আমি দিব।'

অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও লোকটা রাজি হলেন। এছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। শহরের নেতার আদেশ বলে কথা।

যাইহোক, এরপর কান্না করতে করতে বৌ চলে যেল বাপের বাড়ি। ২ মাস বয়সী বাচ্চাটা থেকে গেল বাবার কাছে।

একদিন পার হলো। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় লোকটা আবার এসে হাজির। আব্বা বললেন, 'আবার কী হলো?'

তিনি আমতা আমতা করে বললেন, 'বৌ'কে নিয়া আসতে চাই। বাচ্চা কিছুই খেতে চায় না। রাথরুম করে যখন তখন। আমি এসব পরিস্কার করতে পারি না। আমার মায়েরও বয়স হয়েছে। বিছানায় পড়া। তারও যত্ন দরকার।'

আমার বাবা হাসলেন।

তারপর কি হয়েছিল, সেদিকে না-ই বা গেলাম।

সন্তান পালন কি আসলেই এক সেকেন্ডের ব্যাপার? একজন নারী যখন সন্তান জন্ম দেন, তখন তার শারীরিক এবং মানসিক-দুই পর্যায়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন OB/GYN সাধারণত ছয় সপ্তাহের চিকিৎসাসেবার পরে আমাদের সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করে বলে মনে করেন।কিন্তু আমাদের শরীরে গর্ভাবস্থার পরিণতিগুলি প্রায়শই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, আমাদের শিশুরা স্কুল শুরু করা পর্যন্ত, এমনকি তারা পিতামাতা না হওয়া পর্যন্ত কিছু ক্ষতি লক্ষণীয় হয় না। যোনিপথে বা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর, মূত্রাশয়, লিগামেন্ট, অন্ত্র, পেশী এবং যৌন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুতে চাপ পড়তে পারে। যদিও জেনেটিক্স এখানে একটি ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু গর্ভাবস্থা নিজেই পরবর্তী সমস্যাগুলোর কারণ হতে পারে। যেমন- পেলভিক বা শ্রোণীতে ব্যথা, প্রস্রাব ও মল লিক করা বা ফুটো হওয়া, পেলভিকের কাঠামো ঝুলে যাওয়া বা ফুলে যাওয়া যাকে 'পেলভিক অর্গান প্রল্যাপস' বলা হয়। হার্ভার্ড বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, এই সমস্যাগুলির প্রতিকূলতা আমাদের প্রসবের সংখ্যার সাথে বেড়ে যায় - বিশেষ করে শিশুর জন্মের ওজনের সাথে যোনিপথে।

আমাদের পরিবারের লোকজন এখনো মনে করেন, সন্তান জন্ম দেয়া প্রকৃতি ও সৃষ্টির নিয়ম এবং সব নারীই সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য। হ্যাঁ, নারী মানেই মাতৃত্বের অংশ এবং আমরা সন্তান জন্ম দিই নিজের খুশিতে, নিজের প্রয়োজনে। সন্তান মানেই আমাদের সুখ। সন্তান মানেই আমাদের বেঁচে থাকার উৎস। বিষয় সেটা না। বিষয় হলো অনেক মায়েরাই সন্তান গর্ভে ধারণ করে এবং জন্ম দিয়ে পর্যাপ্ত যত্ন এবং পরিবার থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য বা সহযোগিতা পাবার বদলে কটু কথা শুনেন। সন্তান রাতভর কান্না করলে সেটা মায়ের দোষ। সন্তান খেতে না চাইলে মায়ের দোষ। সন্তানের কোনো অসুখ বা দুর্ঘটনা ঘটতে সেটা মায়ের অযত্নে ঘটে। শিশুটির যত্ন করতে গিয়ে পরিবারের অন্যান্য কাজগুলি ঠিকঠিক মতো না করতে পারলে, শুরু হয় অশান্তি।

সন্তান জন্মের পর যে একজন মায়ের শরীরের যত্ন নিতে হয়, তাকে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়, তা অনেক পরিবার উপেক্ষা করে যান। অনেকেই মনে করেন সন্তান জন্মের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত ভালো খাবার খেলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

হার্ভার্ড-অধিভুক্ত বেথ ইজরায়েল ডেকোনেস মেডিকেল সেন্টারের পেলভিক ফ্লোর ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট জেনা লিডার এ নিয়ে বলেন, 'এখানে একটি বড় ভুল ধারণা রয়েছে। লোকেরা মনে করেন যে শিশু জন্মের ছয় বা আট সপ্তাহ পরে, আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন। আমি শেষ পর্যন্ত যা দেখছি তা হলো, রোগীদের সন্তান জন্ম নেবার ১৫ বা তারও বেশি বছর পরে, জীবন-পরিবর্তনকারী এই সমস্যাগুলি থেকে গেছে এবং তারা এতগুলো বছর ধরে এই সমস্যাগুলির সাথে বসবাস করছেন।' বেথ ইজরায়েল ডেকোনেসের 'ফিম্যাল পেলভিক মেডিসিন এন্ড রিকনস্ট্রাক্টিভ সার্জারি' বিভাগের একজন ইউরোগাইনোকোলজিস্ট ডাঃ মল্লিকা আনন্দ, এর সাথে একমত হয়েছেন। তিনি বলেন, 'উপসর্গগুলি প্রসবের পরেই দেখা যেতে পারে। তবে বেশিরভাগই কয়েক দশক পরেও দেখা যায়।'

একটি সন্তান জন্ম দেয়ার পর শারীরিক ক্ষতিকর প্রভাবগুলো প্রায় প্রতিটি নারীই তার জীবদ্দশায় কম বেশি ভুগে যান। আমাদের মা-দাদীদের সময়কালে গাইনি চিকিৎসা এতো উন্নত ছিল না এবং সংসার সামলাতে গিয়ে তাদের এসব নিয়ে বলার সুযোগও ছিল না। অনেকেই বুঝতেনও না। তাছাড়া এসব গাইনি সমস্যাকে লজ্জাজলক মন্দ কিছু মনে বলে করা হতো। তাদের অনেকেরই একটা ভয় ছিল, জরায়ুর

সমস্যা মানেই স্বামী অন্য দিকে মুখ ঘুরাবেন। তাই এসব লুকিয়ে রাখাই ছিল তাদের জন্য উত্তম।

আজকের দিনেও সমাজ ব্যবস্থা আর চিকিৎসার উন্নতি হলেও নারীদের গাইনি সমস্যাগুলো নিয়ে বড় সংখ্যক মানুষ এমনই ভাবেন। খুব বেশি কিছু যে পরিবর্তন হয়েছে-তা নয়।

এবার আসা যাক সদ্য জন্ম দেয়া মায়ের মানসিক অবস্থার দিকে। একটি নতুন শিশুর জন্ম অবশ্যয়ই আনন্দের একটি সময়। কিন্তু এটি একটি বিশাল পরিবর্তনের সময়ও - যা কোনো কোনো মায়ের মধ্যে ভয় এবং উদ্বেগ সহ বিভিন্ন ধরনের আবেগকেও জাগিয়ে তুলতে পারে। একটি শিশুর জন্মের পরে মেজাজের পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয় বিশেষ করে সেটা যদি হয় প্রথম সন্তান। অনেক মায়েরা পরিবারে একটি নতুন শিশু যুক্ত করার আনন্দদায়ক ঘটনার পর পরই দুঃখবোধের সাথে লড়াই করেন এবং এ বিষয়ে বিভ্রান্ত বোধ করেন। অনেক মায়েরা কখনো আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন, খিটখিটে মেজাজ বা অভিভূত বোধ করেন, অজানা কারণেও অশ্রুসিক্ত হোন, উদ্বিগ্ন হোন, ধৈর্যহীন ও অস্থির বোধ করেন। এবং তারা প্রায়শই এটি সম্পর্কে কথা বলেন না। একে বিশেষজ্ঞরা "বেবি ব্লুজ" বলে চিহ্নিত করেন। সদ্য জন্ম নেয়া মায়ের জন্য এই লক্ষণগুলি স্বাভাবিক। এগুলি সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয় এবং কাউকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা দেয় না। এটি একটি বিরক্তিকর সময় হতে পারে তবে সাধারণত ১০/১৫ দিনের মধ্যে বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চলে যায়।

হ্যাকেনস্যাক ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের একজন ওবি/জিওয়াইএন জুডি আর. জেরার্ডিস(এমডি) বলেছেন, 'নতুন মায়েরা জন্মের পরপরই বিভিন্ন হরমোনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন হ্রাস পায়, যা "বেবি ব্লুজ"তে অবদান রাখতে পারে। এ সময় অক্সিটোসিন বৃদ্ধি পায়, যা জরায়ুকে সংকুচিত করতে এবং প্রসবোত্তর অত্যধিক রক্তপাত প্রতিরোধে সহায়তা করে। প্রোল্যাক্টিন-স্তন্যপান করানোর জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন বৃদ্ধি করে।" এই কঠোর পরিবর্তনগুলি প্রসবের পরে কাঁপুনি সৃষ্টি করতে পারে এবং মায়েরা ক্র্যাম্পিং ব্যথা সহ হটফ্ল্যাশ অনুভব করতে পারেন-বলেছেন হ্যাকেনস্যাকের আরেকজন ওবি/জিওয়াইএন, লিজাবেথ এ. কপ, এমডি।

"বেবি ব্লুজ" এর সঠিক কারণ এখনো অজানা। তবে এটি গর্ভাবস্থায় এবং শিশুর জন্মের পরে ঘটে যাওয়া হরমোনের পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এই হরমোনের পরিবর্তন মস্তিষ্কে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে যার ফলে বিষণ্নতা দেখা দেয়। এছাড়াও সন্তান জন্মের পর ঘুমের ব্যাঘাত, রুটিন পরিবর্তন হওয়া, শিশুর জন্মের পরে যে পরিমাণ পরিশ্রম আসে এবং অভিজ্ঞতামূলক আবেগগুলি সবই একটি মায়ের অনুভূতিতে অবদান রাখতে পারে।

যদি বেবি ব্লুজ লক্ষ্যণগুলি সময়ের সাথে পরিবর্তন না হয় বরং লক্ষণগুলোর তীব্রতা বাড়তেই থাকে, তবে এটি কখনো আরও গুরুতর কিছু হতে পারে যা সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন বা প্রসবোত্তর বিষণ্নতার পরিণত হ্ওতে পারে। প্রসবোত্তর বিষণ্নতা বেবি ব্লুজ থেকে আলাদা। প্রসবোত্তর বিষণ্নতার অনুভূতিগুলি "বেবি ব্লুজ" এর চেয়ে বেশি তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। এগুলি একজন মাকে শিশুর যত্ন নেওয়া এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজগুলি পরিচালনা করার ক্ষমতাতে হস্তক্ষেপ করে। এই লক্ষণগুলি সাধারণত সন্তান জন্ম দেওয়ার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে-বিষণ্নতা, মুড সুইং, ক্রমাগত কান্না করা, শিশু সন্তানটির সাথে বন্ধনে জড়াতে না পারা, পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে প্রত্যাহার, ক্ষুধা কমে যাওয়া বা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি খাওয়া, ইনলোমনিয়া বা খুব বেশি ঘুমানো, অত্যধিক ক্লান্তি বা শক্তি হ্রাস, উপভোগযোগ্য কার্যকলাপে আগ্রহ কমে যাওয়া, তীব্র বিরক্তি এবং রাগ প্রকাশ করা, ভালো মা না হতে পারার ভয়, আশাহীনতা, নিজেকে মূল্যহীন ভাবা, লজ্জাবোধ, অপরাধবোধ, সঠিকভাবে চিন্তা বা মনোনিবেশ করতে না পারা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস, অস্থিরতা, গুরুতর উদ্বেগ এবং প্যানিক এ্যাটাক, নিজের বা শিশুর ক্ষতি করার চিন্তা, মৃত্যু বা আত্মহত্যার চিন্তা..ইত্যাদি।

কেউ কেউ শিশু জন্মের পর প্রসবোত্তর পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD) বিকাশ করতে পারেন। এটি হলো এক ধরনের উদ্বেগজনিত ব্যাধি। এটি বার্থ ট্রওমা হিসাবেও পরিচিত। এটি কারো মধ্যে বিকাশ করতে পারে যদি কেউ প্রসব বা প্রসবের সময় আঘাতপ্রাপ্ত হোন। কদাচিৎ, কারো কারো পোস্টপার্টাম সাইকোসিস নামে একটি চরম মেজাজের ব্যাধিও প্রসবের পরে বিকশিত হতে পারে। পোস্টপার্টাম সাইকোসিস যদিও বিরল একটা অবস্থা, তবে এটি সাধারণত প্রসবের পর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। মাতৃ আচরণ এবং চিন্তা প্রক্রিয়ার এই পরিবর্তন বিভিন্ন জৈব-সাইকো-সামাজিক কারণে ঘটতে পারে। শারীরিক এবং হরমোনের পরিবর্তন, ঘুমের অভাব, ক্লান্তি, এবং নবজাতকের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা এবং প্রতিশ্রুতির সূচনা, যা শারীরিক এবং মানসিকভাবে উভয়কেই চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। প্রসবোত্তর সাইকোসিস হলো সেই শ্রেণীর মানসিক অসুস্থতার সবচেয়ে গুরুতর রূপ যা চরম বিভ্রান্তি, বাস্তবতার সাথে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলা, বিভ্রান্তি, অসংগঠিত চিন্তা প্রক্রিয়া এবং হ্যালুসিনেশন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি সন্তান জন্মদানের বয়সের সময় প্রতি এক হাজার মহিলার মধ্যে প্রায় এক থেকে দুইজনকে প্রভাবিত করে এবং সাধারণত জন্মের প্রথম ছয় সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিনের মধ্যে ঘটে। পোস্টপার্টাম সাইকোসিস জীবন-হুমকির চিন্তা বা আচরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে কাউকে।

এসব আমার কথা নয়, বিশেষজ্ঞদের দেয়া তথ্য।

সন্তান পালন এক সেকেন্ডের ব্যাপার- বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ভেবেছি। ভেবে ভেবে হতাশ হয়েছি। একটি সদ্য জন্ম নেয়া সন্তানের লালন পালন করতে গিয়ে একজন মা ঠিক মতো ঘুমাতে পারেন না। সময় মতো খেতে পারেন না। প্রয়োজনে কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়া বা ফোন কলে কথা বলা সীমিত করতে হয় তাকে। সন্তানের যত্নে ব্যস্ততা বাড়ে তাই সেসময় তাকে শখের কাজগুলো বাদ দিতে হয়। একজন মায়ের এ সময় চুল ঝরে যায়, বুকের সাইজ বদলে যায়। মসৃণ ত্বকের শরীরের পেটে-উড়ুতে ফাঁটা দাগ পড়ে, চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে। তার দৈনন্দিন জীবনের পুরো রুটিন বদলে যায়। কিন্তু কয়েকদিন পার হলেই তাকে আবারো শিশুর যত্নের পাশাপাশি স্বামী ও পরিবারের অন্যদের যত্নসেবা দিতে হয়। ঘুম ভেঙ্গে নিয়মিত নাস্তা বানাও, দুপুরের রাতের খাবার করো, ঘর-টয়লেট পরিস্কার করো, পরিবারে বয়স্কদের বাড়তি যত্ন করো...নানা দায়িত্ব। তারউপর বাচ্চাটির চুল পরিমাণ কোনো কিছু হলে, সেটার জন্যও মাকেই দায়ী করা হয়। এইসব চাপের কারণে যখন কেনো মায়ের মন খারাপ হয়, তখন সেটাও তাকে চুপচাপ সয়ে যেতে হয়। কারণ প্রকাশ করতে গেলে পরিবারের অন্যদের মেজাজ বদলে যাবে এবং কটু কথা শোনাবেন। এই মা-যাবেন তো কার কাছে যাবেন? তাকে তো প্রসবোত্তর ডিপ্রেশনে পড়তেই হবে।

একটি শিশুর জন্ম মানে একজন মায়ের জন্য সেটা জীবনের এক চরম সুখের শুরু। কিন্তু সেই মা যখন সদ্য জন্ম দেয়া শিশুটির যত্ন ঠিকঠাক নিতে পারছেন না, তখন পরিবারের সদস্যদের বুঝতে হবে সমস্যাটা কোথায়। তাকে শিশুর যত্নে সাহায্য করতে হবে, শিশুটিকে পরিবারে স্বামী বা অন্যদের কাছে রেখে তাকে কখনো বাইরে যেতে সুযোগ করে দিতে হবে। তার দিনটি আনন্দময় ও সহজ করে তোলতে পরিবারের অন্যান্য কাজ ও দায়িত্বগুলো ভাগ করে নিতে হবে। কিন্তু সেটা না করে পরিবর্তে মা কেন মনমরা হয়ে আছেন, শিশুটিকে মনোযোগ দিতে হিমশিম খাচ্ছেন, পরিবারের অন্যদের সেবা করছেন না-এসব নিয়ে যদি তাকে নানা কটু কথা শুনতে হয়, তাহলে সেই মায়ের মানসিক অবস্থা বিপাকে পড়বে। পরিবারকে কেবল শিশুটির যত্নে চিন্তিত হলে হবে না, শিশুটির মায়ের প্রতিও যত্নশীল হতে হবে। এখানে একজন স্বামীর ইতিবাচক ও সহযোগী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটা মা তার সন্তান জন্মের পর ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হোন। একটি সন্তান জন্ম দেয়া কেবল খুশির খবর, প্রাকৃতিক বা স্রষ্টার আশীর্বাদ নয়। একটি সন্তান জন্ম দেয়া মানে একজন মায়ের মাতৃত্ব ও সুখের অনুভূতির সাথে বহু শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকা। সেই সাথে মানসিক সমস্যাগুলি সবার মধ্যে উপলব্ধ না হলেও অনেকের মধ্যে উপলব্ধ হয়। অনেক মায়েরাই শরীরের দুর্বলতার সাথে প্রাথমিক বিষণ্নতায় ভুগেন। কিন্তু যখন তাদের জন্য যত্ন ও সাহায্যের অভাব হয় তখন সেটাই প্রসবোত্তর বিষণ্নতায় পরিণত হতে পারে। একটি সন্তানের লালন পালন এক সেকেন্ডের ব্যাপার তখনই হতে পারে যখন স্বামী এবং পরিবারের অন্যরা সেই মাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করবেন। একটি বাচ্চার লালন পালনের দায়িত্ব কেবল মাযের একা নয়, বাবারও সমান দায়িত্বে পড়ে।

পহেলা বৈশাখ: অসাম্প্রদায়িক চেতনায় গড়ে উঠুক দেশ

ইমরান ইমন

পহেলা বৈশাখ বাঙালির সর্বজনীন লোকউৎসব। অতীতের গ্লানি, ব্যর্থতা ভুলে নতুন উদ্যমে চলার শপথ নিয়ে এ দিনের যাত্রা শুরু। পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। বাঙালির জাতীয়জীবনে যে কয়টি উৎসব বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে এর মধ্যে পহেলা বৈশাখ অন্যতম। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সব ভেদাভেদ ভুলে এই একটা উৎসব সবাই একাকার হয়ে পালন করে।

পহেলা বৈশাখ বা এই বাংলা নববর্ষ আজকের দিনে বাঙালির জাতীয়জীবনে সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হওয়ার পেছনে সমৃদ্ধ এক ইতিহাস রয়েছে। হিন্দু সৌরপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বারটি মাস অনেক আগে থেকেই পালিত হতো। এই সৌরপঞ্জিকার শুরু হতো গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় হতে। হিন্দু সৌর বছরের প্রথমদিন আসাম, বঙ্গ, কেরল, মনিপুর, নেপাল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিল নাড়ু এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনেক আগে থেকেই পালিত হতো। এখন যেমন নববর্ষ নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে পালিত একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে, একসময় কিন্তু এমনটি ছিল না। তখন বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আর্তব উৎসব তথা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে পালিত হতো। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ। প্রাযুক্তিক প্রয়োগের যুগ শুরু না হওয়ায় কৃষকদের ঋতুর ওপরই তখন নির্ভর করতে হতো।

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনা আদায় করতো। কিন্তু হিজরী সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষিজ ফলনের সঙ্গে মিলতো না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হতো। খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবী হিজরী সনের ওপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ বা ১১ মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলাবর্ষ নামে পরিচিত হয়।

মোঘল সম্রাট আকবরের সময় থেকেই বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রেওয়াজ শুরু হয়। চৈত্রের শেষ দিনে কৃষকরা ভূস্বামীদের সঙ্গে সব দেনাপাওনা মিটিয়ে নিতেন এবং পহেলা বৈশাখের দিন ভূস্বামীরা কৃষকদের মিষ্টিমুখ করাতেন। পহেলা বৈশাখের মর্মকথা হলো কৃষকদের নতুন ফসল ঘরে তোলা এবং ভূস্বামী জমিদারদের কাছ থেকে ঋণমুক্ত হওয়ার আনন্দ। আর এ কারণেই পহেলা বৈশাখ বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো পহেলা বৈশাখ এ মর্মকথা খুব মানুষই জানেন!

পহেলা বৈশাখের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হলো হালখাতা তথা নতুন খাতা প্রস্তুতকরণ। এখন পর্যন্তও ব্যবসায়িক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হালখাতার প্রচলন রয়েছে। এই দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। মেলায় দেশীয় কুটিরশিল্পের বিভিন্ন পণ্য ও পিঠাপুলির আয়োজন করা হয়।

আধুনিক নববর্ষ উদযাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর পহেলা বৈশাখে হোম কীর্ত্তণ ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালেও অনুরূপ কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সালের আগে ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালনের রীতি তেমন একটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

> সময়ের পরিক্রমায় আমাদের সংস্কৃতি পালনের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু আমাদের মূল থেকে বিচ্যুতি ঘটা যাবে না। এটা আমাদের জন্য স্বস্তির বিষয় যে—কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে দিনদিন আমরা সুশীল, সভ্য, আধুনিক ও সংস্কৃতিমনা হচ্ছি।

১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদের অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক সংগঠন "ছায়ানট" ১৯৬৭ সালে রমনার বটমূলে প্রথম নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠান করে। সে থেকে তথা ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে প্রতি বছর— "এসো হে বৈশাখ, এসো হে..." গান দিয়ে বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেয় এদেশের হাজার হাজার সংস্কৃতি প্রিয় মানুষ। স্থানটির পরিচিতি বটমূল হলেও প্রকৃতপক্ষে যে গাছের ছায়ায় মঞ্চ তৈরি হয় সেটি বট গাছ নয়, অশ্বত্থ গাছ। এই একটা দিন—এই একটা উৎসবে ধর্ম-বর্ণ-জাতি সবাই সব ভেদাভেদ ভুলে একই কাতারে শামিল হয়। আমাদের ব্যক্তিজীবন, সামাজিকজীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও এই একটা উৎসব আমাদের মাঝে প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। রমনার বটমূলে আমরা সেই প্রাণের সঞ্চার দেখতে পাই।

কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এদেশের সংস্কৃতির ঘোরবিরোধী কিছু অপশক্তি ও অশুভ শক্তির কর্মকাণ্ড আমাদের মর্মাহত করে। ২০০১ সালে রমনার বটমূলে বোমা হামলা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে নারীদের ইভটিজিং, সম্ভ্রমহানি তো ঘটেই চলছে। যা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না। আমরা আমাদের অসাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে পরিচয় দিলেও পারতপক্ষে এখনও দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বিদ্যমান। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো আমাদের কাছে বড় দৃষ্টান্ত। গতবছর আমরা দেখেছি, ধর্মের দোহাই দিয়ে পহেলা বৈশাখে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যা সংস্কৃতিতে অশুভ আঘাতেরই নামান্তর। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপশক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছে। খোদ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীও চেষ্টা চালিয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। আমাদের সংস্কৃতিবিরোধী সাম্প্রদায়িক এই অপশক্তিকে আমাদের রুখতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে যত দিন গড়াচ্ছে ততই বেশি পহেলা বৈশাখ বেশ জমকালোভাবে পালিত হচ্ছে। সময়ের পরিক্রমায় আমাদের বাঙালিত্ব ও বাঙালিয়ানা প্রগাঢ় হচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃতির আগ্রাসন যেন না ঘটে সে দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। অপসংস্কৃতি যেন আমাদের হাজার বছরের প্রাণময় সংস্কৃতিগুলোতে আঘাত হানতে না পারে সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমরা এ প্রজন্ম যেভাবে জমকালো আয়োজনে নববর্ষ উদযাপন করছি আমাদের বাবা-মায়েরা কিন্তু সেভাবে নববর্ষ উদযাপন করতে পারেননি। বড় হয়ে বাবা-মা'কে আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম—তোমরা পহেলা বৈশাখ কীভাবে উদযাপন করতে? তারা বললেন—'আমরা এমনিতে ঘরে বসে নিজেদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতাম, নতুন কাপড়চোপড় পরিধান করতাম, ঘর পরিস্কার রাখতাম, বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন খাওয়ার রান্না করতাম। তোরা তো এখন মেলায় যাস, মঙ্গল শোভাযাত্রায় যাস, পান্তা ইলিশ খাইতে যাস, ঘুরতে যাস- তখনকার সময়ে আমাদের পক্ষে এগুলো করা সম্ভব হয়নি।'

সময়ের পরিক্রমায় আমাদের সংস্কৃতি পালনের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু আমাদের মূল থেকে বিচ্যুতি ঘটা যাবে না। এটা আমাদের জন্য স্বস্তির বিষয় যে—কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে দিনদিন আমরা সুশীল, সভ্য, আধুনিক ও সংস্কৃতিমনা হচ্ছি। এককালে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে অনেক বাধা ছিল, এটিকে শুধু সমাজের একটা শ্রেণির উৎসব বলে চালিয়ে দেওয়া হতো, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো হতো। সব বাধা ডিঙিয়ে পহেলা বৈশাখ এখন বাঙালির সর্বজনীন লোকউৎসব।

আমাদের জন্য আশার সংবাদ হলো—কুসংস্কার পরিহার করে দিনদিন এ প্রজন্মের মানুষের মাঝে পহেলা বৈশাখ তথা বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রীতি বেড়েই চলছে। আর এক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্ম কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সময়ের পরিক্রমায় অনন্তকাল ধরে বাঙালির এই প্রাণের উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখতে বর্তমান প্রজন্মকে সোচ্চার থাকতে হবে। সর্বোপরি, সোচ্চার হতে হবে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
শনিবার সকল শাখা খোলা, রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনা পাশাপাশি সকল ব্যাংকের একাউন্টে আরও ২.৫০% প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

৫% বোনাস

সম্মানিত গ্রাহক
ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

প্রবাসের কঠোর মাটিতে টিকে থাকাটাই যেন একটা যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ চলার মাঝে ক্লান্তি আসে, হতাশা আসে। আবার হতাশা ছাপিয়ে আসে উৎসবের দিন। যান্ত্রিক জীবনে চলতে চলতে একসময় মানুষ প্রমাণ করে যে তাদেরও একটা কোমল মন আছে, অনুভূতি আছে। উত্তর আমেরিকার এই জনপদে তাই ঈদ আসে ভিন্ন আমেজ নিয়ে, ভিন্ন গল্প নিয়ে। হাসি কান্নায় মেশানো দুটো সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে এই মাসের 'উত্তরের জনপদ।' বরাবরের মতো ভিন্ন নামের চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। ধন্যবাদান্তে—**সোহানা নাজনীন/ফরিদা ইয়াসমীন**

স্বপ্নার স্বপ্নগুলো স্বপ্নীল

জীবন তাকে শেখালো সংসারে প্রতিটি দিন তাকেই বাবা এবং মা-দু-জনের ভূমিকা পালন করতে হবে, সন্তানকে কখনোই মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না। জীবন আরো শেখালো, সঠিকভাবে সন্তানদের যত্ন দিতে পারলে, শৃঙ্খলার সাথে গড়ে তুলতে পারলে, তারাই হবে তার অমূল্য সম্পদ।

কিশোর বয়েসী ছেলেকে নিয়ে তার মা এসেছেন ঈদের শপিং করতে। দোকানী ব্যস্ত পাঞ্জাবি দেখাতে। একের পর এক পাঞ্জাবি দেখাচ্ছেন। এদিকে ছেলেটি পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে প্রথমেই পাঞ্জাবির দাম জিজ্ঞেস করছে। দোকানী যেন কিছুটা অবাকই হচ্ছে। এভাবে অনেকগুলো পাঞ্জাবি দেখলো সে। তারপর মায়ের কান ঘেঁষে বলল, 'মা! চলো অন্য দোকানে যাই।' মা বললেন, 'কেন? পাঞ্জাবি পছন্দ হয়নি?'

ছেলে এদিকওদিক তাকিয়ে বলল, 'দাম বেশি মা।'

এবার দোকানী এগিয়ে এলেন। বললেন, 'তুমি পছন্দ করো কোনটা নিবে, আমি দাম কমিয়ে রাখবো।'

এবার ছেলেটি তার পছন্দমত একটি পাঞ্জাবি হাতে নিল। যখন পাঞ্জাবি পরে দেখতে ফিটিং রুমের দিকে এগুলো, তখন দোকানী এসে মায়ের সাথে কথা বললেন।

'আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনার ছেলেকে লক্ষ্য করছিলাম। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা সাধারণত দামি জিনিস পছন্দ করে। কিন্তু আপনার ছেলেকে দেখলাম ব্যতিক্রমী। সে দামী জিনিস নিতে চাচ্ছে না। বার বার মূল্য চেক করছে। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আপনার ছেলেকে বলুন কোনটা তার পছন্দ হয়েছে নিতে। আমি মূল্য কমিয়ে দিব।'

এরপর কিশোর ছেলেটি তার পছন্দের পাঞ্জাবিটি দেখিয়ে দিল। পাঞ্জাবিটি প্যাকেট বন্দি করে দোকানী ছেলের হাতে দিলেন। মা টাকা পরিশোধ করে দোকানীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। কারণ পাঞ্জাবিটি ছিল ফিক্সড প্রাইজের। কিন্তু দোকানী কেবল বানানোর খরচটাই রাখলেন, লাভের অংশ ডিসকাউন্ট দিলেন। দোকানীর মহানুভবতায় মা মুগ্ধ হলেন।

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ যে মা-ছেলের গল্প করছিলাম, চলুন তাদেরকে একটু চিনে নেয়া যাক। জেনে নেয়া যাক কিশোর ছেলের এমন ভাবনার পেছনের কারণ।

এই মা একজন একক মা। দুটো ছেলে সন্তান রয়েছে তার। আরেকটু পিছনে ফিরে যাই, এই মা কিশোরী বয়সে প্রথম ছেলে সন্তানের মা হোন। বয়স তখন ১৭। যখন দ্বিতীয় সন্তান পেটে আসে, তখন সে বায়না ধরে আবারও স্কুলে যাবে। ছোট থেকেই পড়াশোনায় সে দুর্দান্ত ছিল, অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় পড়াশোনা সম্পন্ন করা হয়নি। তাই সে সুপ্ত ইচ্ছাটা তার ভেতর রয়েই গিয়েছিল।

কিন্তু সমস্যা হলো, যে পরিবারে সে থাকতো, সে পরিবার ছিল ভিন্ন চিন্তাধারার। তার পরিবারে ছিল স্বামী, জা, ভাসুর আর তাদের দুই সন্তান। স্বামী তার ভাই-ভাবীর কথায় চলতো। তাকেও বাধ্য করা হতো। এই পরিবারে প্রায়শই নারীদের সম্পর্কে বলা হতো, 'মেয়েরা হলো পায়ের জুতা। লাগলে লাগবে না লাগলে ফেলে দিবে।' কাজেই তার পড়াশোনার ব্যাপারে স্বামীর তরফ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পেল না। তবুও সে জেদ ধরলো স্কুলে যাবেই। নানা কৌশলে তার জেদের কাছে পরাজিত হলো স্বামী এবং শশুর বাড়ির মানুষ। অনেক রকম বিধিনিষেধ আরোপ হলো তার স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে। হিজাব পরে স্কুলে যেতে হবে। পরিবারের কাজ, সেবাযত্ন আগে করতে হবে। রাতে ক্লাস করা যাবে না...ইত্যাদি ইত্যাদি। সবকিছু মেনে নিয়েই সে স্কুল শুরু করলো। প্রথমেই হাইস্কুল ডিপ্লোমা নিল। তারপর কলেজে ভর্তি হলো। কিশোরী মেয়েটি ইতোমধ্যেই তখন যুবতী। কাজেই তার নাম ধরেই আমরা এখন তাকে উল্লেখ করতে পারি। ধরা যাক তার নাম স্বপ্না। হ্যাঁ, স্বপ্না তখন ছেলেদের দেখাশোনা, স্বামীর কথা শোনা, সংসারের কাজ আর লেখাপড়া নিয়ে চরম ব্যস্ত। পড়াশোনায় কলেজে সে 'ডিন' লিস্টে থাকল সর্বোচ্চ গ্রেডিংস নিয়ে। কলেজের দ্বিতীয় বছরে ষোলজন আমেরিকানদের মধ্যে যখন সে-ই একজন সর্বোচ্চ গ্রেডিংস এর বাঙালি, তখন তার আকাশ ছোঁয়ার আশা যেন আরো বেড়ে গেল। কিন্তু সংসারে শান্তি ধরে রাখতে পারছিল না। পরিবারের কেউ চাচ্ছিল না স্বপ্না পড়ালেখা করুক। তাদের যুক্তি ছিল, ঘরের বউ বেশি পড়াশোনা করলে চোখ খুলে যায়। কিন্তু স্বপ্নার চোখে যে তখন সত্যিই আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন! তাই সে যুদ্ধ করতে লাগল পড়ালেখা করার জন্য। কত অপবাদ, কত লাগাম ছাড়া মানসিক অত্যাচার চললো। তবুও স্বপ্না হেরে যেতে রাজি হলো না। দুই সন্তানের চোখে চোখ রেখে স্বপ্না শপথ করলো, পড়ালেখা সে সম্পন্ন করবেই। তাই সারাদিন সংসারের কাজ সামলে রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো, তখন সে খাটের নিচে মোমবাতি জ্বালিয়ে সে আলোয় পড়তো, এসাইনমেন্ট শেষ করতো। কখনো ছোট বাচ্চা জেগে উঠার ভয়ে তাকে কোলে নিয়েই বাথরুমে গিয়ে, ফ্লোরে বসে পড়তো। কারো ঘুমে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, তাই সে লাইট নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়তো। তাছাড়া, কারেন্ট বিল দুই টাকা বেশি এলেই তার উপর দোষ পড়তো। তারপরও স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির সদস্যরা তাকে পড়ালেখায় বাধা দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। ইন্টারনেটের লাইন কেটে দিতো, পরীক্ষার আগের দিন বই খাতা ছিঁড়ে ফেলতো। আর তাদের এসব যন্ত্রণাই দিন দিন স্বপ্নার মনে জেদ বাড়াতে লাগলো- পড়ালেখা শেষ করতেই হবে!

হ্যাঁ শত বাধা পেরিয়ে স্বপ্না পড়ালেখা শেষ করে। এডুকেশন এন্ড চাইল্ড সাইকোলোজিতে স্বপ্না গ্র্যাজুয়েশন করে। মাস্টার্স কমপ্লিট করে। দুই ছেলের হাত ধরে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। আনন্দে চোখে অশ্রু নামে। পড়াশোনা চলাকালীনই স্বপ্না একটা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায়। স্বপ্নগুলো যেন হাতের উপরে নেমে আসে, রঙিন মেঘগুলো ঝরে ঝরে হাতে পড়তে থাকে। কিন্তু এই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে সংসারটা টিকলো না। স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির মানুষ কিছুতেই মানতে পারল না স্বপ্না চাকরি করবে। ফলশ্রুতিতে দুই সন্তান নিয়ে স্বপ্নার একলা চলার দিন শুরু হল। সেই থেকে শুরু হল জীবনের আরেকটি কঠিন অধ্যায়ের-সন্তানদের কাছে নিজেকে মা এবং বাবা দুই দিক থেকেই উপস্থাপন করা। জীবন তাকে শেখালো সংসারে প্রতিটি দিন তাকেই বাবা এবং মা-দুজনের ভূমিকা পালন করতে হবে, সন্তানকে কখনোই মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না। জীবন আরো শেখালো, সঠিকভাবে সন্তানদের যত্ন দিতে পারলে, শৃঙ্খলার সাথে গড়ে তুলতে পারলে, তারাই হবে তার অমূল্য সম্পদ। স্বপ্না তাই সন্তানদের ঘিরেই থাকলে, সময় দিল।

এবার আসি মূল বিষয়ে। একক মা হিসাবে নিউইয়র্কের মতো শহরে একটি সংসার টানা চারটি খানা কথা নয়। বহু হিসাব করেই চলতে হয়। বাচ্চাদের চাইলেই সবকিছু দিতে পারে না একক মা। স্বপ্নাও পারেনি। স্বপ্নার মন খারাপ হতো, ভয় জাগতো মনে, যদি তারা কখনো এ নিয়ে কষ্ট পায়? যদি বলে বসে 'আজ বাবা নেই বলে.....?'

স্বপ্না তাই কৌশলে বাচ্চাদের সাথে সংসারের খরচ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। মাসিক কত টাকা আয় হলো, কত টাকা বাড়ি ভাড়া, কত টাকা গাড়ির বিল, কত টাকা প্রতিদিনকার খাওয়া-দাওয়ার খরচ, কত টাকা রয়ে গেল... এসব নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এবং বাচ্চাদের হাতে সংসার খরচের হিসাব, বিনোদন ও কেনাকাটার সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব দিয়ে দিল। আর এতে তারা বেশ খুশি হয়ে গেল, পরিবারে নিজেদের 'হেড অফ দ্য হাউজহোল্ড' ভাবতে শুরু করলো। সেই থেকেই তারা হিসাব করে টাকা খরচ করতে শিখলো। কোনো মাসে সমস্ত বিল দিয়ে বাড়তি কিছু টাকা থেকে গেলে, সেটা দিয়ে রেষ্টুরেন্টে খাবে নাকি শপিং করবে, সেগুলি বাচ্চারাই নির্ধারণ করতো।

এভাবেই দুইছেলে ছোট থেকেই বুঝে গেল, প্রয়োজনের বাইরে অহেতুক অর্থ ব্যয় করা যাবে না। আর তাই তারা কখনো মায়ের কাছে বাড়তি আবদার রাখেনি, খুব দামি ব্রান্ডের জিনিস চায়নি। আজ এই দুই ভাই শিশু থেকে কিশোর হয়েও সব কিছুতে হিসাব করে চলে। এখনো তারা মায়ের সাথে শপিং করতে গেলে, প্রথমে মূল্য দেখে। মা দিতে পারবে কিনা, তা বিবেচনা করে। তারা বুঝে গেছে হিসেব করে চলাতেই জীবনের মঙ্গল। সংগ্রামী মায়ের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, সম্মান, বোঝাপড়া, সহযোগিতা এবং শ্রদ্ধা-এই মাকে আজ গর্ববোধ করায়। এই নিয়ে এই মা আমাকে কেবল একটা কথাই বলেছেন- 'আই ম্যাড ইট ফরিদা।'

প্রিয় পাঠক, আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, কেন সেই কিশোর ছেলেটি মায়ের সাথে পাঞ্জাবি কিনতে গিয়ে এত দাম জিজ্ঞেস করছিল। হ্যাঁ ,জীবন তাদেরকে শিখিয়েছে হিসেবে করে চলতে হয়, মা কিংবা বাবার সামর্থ্যের প্রতি অভিযোগ নয়, বরং শ্রদ্ধাশীল হতে হয়। হিসেব করে কিছু টাকা বাঁচিয়ে তারা গরীব-দুঃখীদের মাঝেও সেই টাকা বিতরণ করে। এই শিক্ষা তার মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া। স্বপ্না আমাদেরকেও শেখায়- 'একক মা মানেই দুর্বল নয়, ব্যর্থতা নয় বরং শক্তির উৎস।' স্বপ্নার স্বপ্নগুলো আরো স্বপ্নীল হোক।

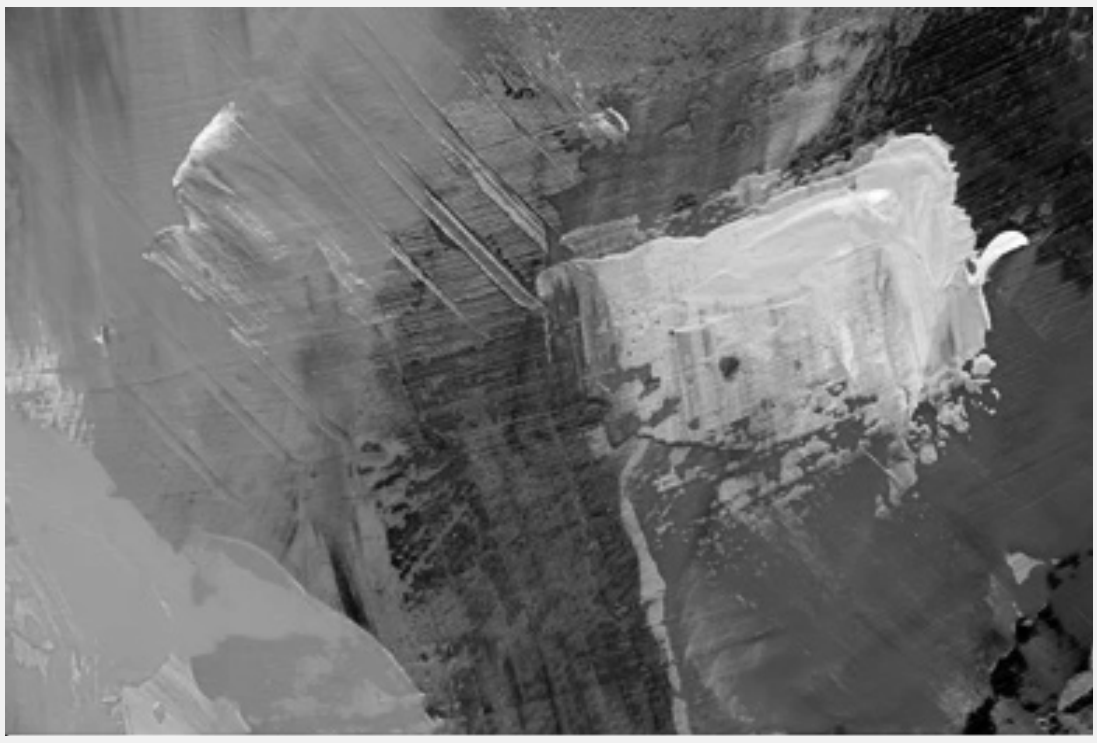

আমেরিকায় শাওয়াল মাস

'আপনারা সেহরি কি এখানেই করেন চাচা?'

ইলেক্ট্রিক মেশিনে একমনে গোস্তের টুকরা কাটছিলেন আজাহার আলী। কর্কশ শব্দ তুলে ধাতব ব্লেডটা ওঠা নামা করছিল। সেই শব্দের কারণে প্রশ্নটা কানে আসেনি তার। তাছাড়া এই কাজে মনোযোগ লাগে বেশি, একটু এদিক ওদিক হলেই আঙ্গুলগুলো কেটে দু-খণ্ড হয়ে যাবে। মেশিনের পাশের দেয়ালে সতর্কীকরণ পোস্টার লাগানো আছে। তাতে অমনোযোগী হবার কারণে হাতের আঙ্গুলে এক্সিডেন্ট হবার নানান ছবি দেয়া আছে।

অদূরে দাঁড়ানো ক্রেতা মেয়েটা আবারো জিজ্ঞাসা করলো, চাচা, সারারাত কি এখানেই থাকেন? ইফতারী আর সেহরি করতে বাসায় যান না?

এইবার আজাহার আলীর সম্বিৎ ফিরে আসে। সুইস অফ করে মেয়েটার দিকে ফিরে তাকায়। পান খাওয়া লাল-লাল দাঁত বের করে হাসি দিয়ে বলে, না মা, বাসায় আর যাইতে পারি কই? আমার তো বিকাল থেকে ভোর পর্যন্ত ডিউটি। দোকানেই ইফতারী আর সেহরি করি। তারপর বাসায় ফিরে সারাদিন শুধু ঘুম।

কথাগুলো বলতে বলতেই আজাহার আলী পিছনের টেবিলটার দিকে তাকালেন। সন্ধ্যের একটু আগে বড় ছেলে ইফতারি দিয়ে গেছে। সাধারণ আয়োজন, কয়েকটা বক্সে যত্ন করে খাবার সাজানো। ইফতারের জন্যে ছোলা বুট, পিঁয়াজু, মুড়ি, কিছু ফল, খেজুর। পাতলা খিচুড়ি আর ডিম ভুনা রেখে দিয়েছেন সেহরির জন্যে। খাওয়ার সময় খাবারগুলো সব ঠান্ডা হয়ে যায়, তবুও ভালো লাগে আজাহার আলীর কাছে। বারো ঘন্টা না খেয়ে ঠান্ডা ইফতারিও তখন যেন অমৃত। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে গরম গরম পিঁয়াজু-বেগুনি সে আশা করে না। বাসায় তার স্ত্রী অনেকটা অসুস্থ, খারাপ শরীর নিয়ে যেটুকু করে তাই-ই যথেষ্ট।

আজাহার আলীর মনে পড়ে যায় ছোটবেলার কথা। ঠিক সন্ধ্যে নামার মুখে মা ইফতারীর আয়োজন করতেন। গরম পিঁয়াজু ভাঁজা হতো যেন সবাই উপভোগ করতে পারে। ফ্রিজ ছিলো না তখনকার দিনে, তাই ডাব ডুবিয়ে রাখা হত পানির বালতিতে। ছোট্ট আজাহার অনেকগুলো প্লেট সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকতো। দুরের মসজিদে আযান শোনা যেত স্পষ্ট, এখনকার মতো চারিদিকে হট্টগোল ছিল না। ইফতারীর আগ দিয়ে রাস্তায় লোক চলাচল-যানবাহন কমে যেত।

পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে অনেক কিছুই ভেবে বসেন আজাহার আলী। দশ বছর আগে বড় শখ করে পারিবারিক অভিবাসন নিয়ে এদেশে এসেছিলেন। শিক্ষার তেমন জোর না থাকায় বাঙ্গালিদের গ্রোসারি দোকানে মিট কাটার হিসাবে কাজ জুটে গেল। কাজটা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি বেতন কম। তবে টিপসের টাকা যোগ হয় দেখে মোটামুটি আয় হয়। বিশেষ করে সপ্তাহান্তে ভাগে একটা মোটা অংকের ডলার পায়। কর্মজীবী মানুষেরা উইকেন্ডে এন্তো গাদা বাজার করে, আর ঈদের মতো উৎসব হলে তো কথাই নেই। তখন দম ফেলার সুযোগ পায় না আজাহার আলী। সন্ধ্যের সময় আধা ঘন্টার মতো ফুরসৎ মেলে ইফতারি করার, এরপর অর্ডারের পর অর্ডার আসে। সারাদিনের রোজা শেষে খাবার খাওয়ার পর আজাহার আলীর শরীর যেন ভেঙ্গে আসতে চায়। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে, তবুও মাথা ঠান্ডা করে গোস্ত টুকরো করার দিকে মনোযোগ দিতে হয়। এদেশে টিকে থাকাটাই যেন একটা বড় যুদ্ধ। তার বেসমেন্টের ছোট্ট খুপরিতে পর্যাপ্ত আলো-হাওয়া ঢোকে না। ছেলে দুটো পড়ছে, পড়া শেষ হলে হয়তো দুরাবস্থা কিছুটা কমবে। সামান্য কিছু টাকা আয় করে দুই সন্তান নিয়ে এর চাইতে বেশি ভালো থাকা সম্ভব না।

'চাচা, এখানে মানি ট্রান্সফারের দোকান কোথায় বলতে পারেন?' ক্রেতা মেয়েটার আবারো প্রশ্নে আজাহার আলী সম্বিৎ ফিরে পায় যেন। মেয়েটাকে ঠিকানা বলে দিতে দিতে আজাহার আলীর মনে পড়ে তার নিজেরও তো দেশে টাকা পাঠানো দরকার। বুড়ো মা-বাবা পথ চেয়ে আছেন, বিদেশে থাকা ছেলের কাছ থেকে ঈদে ভালো-মন্দ কিছু আশা তো অবশ্যই করবেন।

হাতের নোংরা ধুয়ে গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে আজাহার আলী তড়িঘড়ি বাইরে বের হয়ে আসলেন। পাশের সহকর্মীকে চিৎকার দিয়ে জানালেন, 'ঈদ উপলক্ষ্যে কিছু ডলার পাঠাতে হবে দেশে, এক্ষণি না পাঠালে দেরি হয়ে যাবে। আমার মা-বাবা যে পথ চেয়ে আছে।'

'কাকে ডলার পাঠাবেন? বাবা-মা বেঁচে আছে আপনার?'

'আছে না আবার! দুজনেই বেঁচে আছে।'

আজাহার আলী ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসেন। তার বাহান্ন বছরের শরীরটা দেখায় সত্তর বছরের মানুষের মতো বুড়ো। অক্লান্ত পরিশ্রমে চেহারায় ফুটে উঠেছে অনেক ফাটল। বাইরে তখন মার্চ মাসের ঠান্ডা বাতাস, কিন্তু এসব শীতলতা তাকে দমায় না। প্রতিদিন কতশত বরফ জমা মাছ-মাংশ কেটে টুকরো টুকরো করছে আজাহার আলী তার শেষ নেই। আঙ্গুলগুলো এখন বোধহীন ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেছে। একঘেয়ে কাজের চাপে হাঁপিয়ে উঠে প্রায়শই তার মনে হয়, আহারে! সেই ছোটবেলার মতো যদি বাবা'র কোলে একটু উঠতে পারতাম!

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে

সোহানা নাজনীন

যতো সকালেই ঢাকা থেকে রওনা দাওনা কেন, মুড়ির টিনমার্কা বাসটা হোক্কর হোক্কর করে শৈলকূপা পৌঁছাতে বেলা বারোটা বাজিয়ে ফেলবে।এতোই যদি বেজে গেল তাহলে শীতের দিনে আর বাকী থাকল কি? ধুলোমেখে বাস থেকে নেমে নৌকায় উঠলাম, ওখান থেকে সাত মাইল ভেতরে আমার নানাবাড়ি, এক্কেবারে হদ্দ-বেহদ্দ গ্রাম যাকে বলে ঠিক তেমনি। শহুরে হাওয়া ছুঁতেই পারেনি তাকে আজ অবধি। বছরের শেষে ঢাকায় শীত আসি আসি করছে, পাড়ার ছেলেরা তখন মাঠে বাল্ব জ্বেলে নেট টাঙ্গিয়ে ধুলো উড়িয়ে ব্যাডমিন্টন খেলায় ব্যস্ত। আমাদের আনন্দ দেখে কে, ফাইনাল পরীক্ষার পর লেখাপড়া নেই, দিন দশেকের জন্যে শৈলকূপায় নানাবাড়ি ঘুরতে বের হয়েছি। বছরান্তে এই একবার গ্রামে যাবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি।ভাগ্য ভালো যে আমার নানাবাড়ি গ্রামে। নৌকা থেকে নামা মাত্রই একপাল ছেলেমেয়ে পেছন পেছন ছুট লাগালো। তাদের বেশিরভাগ মুখই আমি চিনিনা, তারাও হয়তোবা আমাকে চেনেনা। খুনকার বাড়ির একমাত্র মেয়ে ঢাকা শহর থেকে এসেছে, একথা নিমিষে প্রচার হয়ে গেল। নদীর পাড় ভেঙ্গে আখ ক্ষেতের পাশ মাড়িয়ে বাড়ির বারান্দায় এসে ব্যাগ নামানো অবধি ওরা আমাদের অনুসরণ করে উঠোনে দাঁড়ালো। আমাদের দেখে নানি'র সেকি হাঁকডাক, কোথায় বসাবেন, কোন কথা আগে জিজ্ঞাসা করবেন! বড় মামী মাথায় কাপড় দিতে দিতে হাসিমুখ নিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলেন, নানা তখনও নামাজে। আমাদেরকে ঘিরে আছে একপাল গ্রাম্য ছেলেমেয়ে। ওই ভর শীতেও পা খালি, হাঁটু পর্যন্ত ধুলোয় মাখামাখি, গায়ে জামা নেই। তেলহীন রুক্ষ লালচে চুলে অপলক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তুলনামূলক বেশি সাজগোজ আর কাপড় পরা আমরা যেন ভিনগ্রহের মানুষ।

নানি গলা হাঁকিয়ে ওদেরকে দুহাতে সরালেন-'যা যা, ওদেরকে একটু শ্বাস নিতে দে। আজকের মতো বাড়ি যা, কাল সকালে আসিস। ওরা এখন হাত-মুখ ধোবে-খাবে।'

খানিকটা দূরে সরেও পুরোপুরি সরলো না তারা। দাঁড়িয়েই থাকলো জবাফুলের বাগানটা ঘেঁষে। ব্যাপারটা আমি বেশ উপভোগ করছিলাম, নিজেকে কিছুটা হলেও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মনে হচ্ছে। ঢাকায় অত্ত মানুষের ভীড়ে আমাকে আর ক'জনে চেনে, কে তাকিয়ে দেখে এমন অপলক? এই যে হতভাগা গরিব অশিক্ষিত শিশুর পাল, শহুরে মানুষ দেখলেই অবাক চোখে ভিন্নতা খোঁজে, এটাও তো আমার কাছে নতুন। একসময় ভীড় কিছুটা হালকা হয়ে এলো, তারও অনেক পরে যখন বিকেলের হলদে আলোটা মরা মাছের চোখের মতো ক্ষয়াটে হতে চলেছে, ঠিক তখনই এলো একজন এক কিশোরীর কাধে ভর করে; কাঁখে কলস নিয়ে। লম্বা ঘাড়টা বাঁকিয়ে উঠোনের ডান কোনায় কুয়োতলায় সোজা চলে গেল।এলোমেলো পা-ফেলা আর চোখের তারার কাপুনি দেখেই বুঝেছিলাম, মেয়েটা অন্ধ। তেল দেয়া চুলগুলো টেনে মাথার পিছনে বাঁধা, মসৃণ শ্যামলা ত্বক, রাজহাঁসের মতো লম্বা বাঁকানো ঘাড়।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মামাতো বোনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়েটা কে রে? আগে দেখিনি মনে হয়।'

'কে? কানা ছুটু? আগেও তুমি দেখছো, মনে নেই হয়তো। ও বাড়ির বাইরে খুব একটা বের হয়না, তাই।'

কানা ছুটু? কানা-তো কোন নাম হতে পারেনা, আর ছুটুও কোন প্রকার ভালো নাম না। কি জানি, গ্রামের মানুষজন সব অদ্ভুত, অর্থ না জেনে নাম রেখে দেয়। কিন্তু তাই বলে 'কানা?' একজনের শারীরিক ত্রুটি বিশেষণ আকারে তার নামের আগে-পরে ব্যবহার কী ঠিক!

বাস জার্নির কারণে শরীরটা এলিয়ে আসছিলো ঘুমে। তাই রাতের খাবার খেয়ে সোজা লেপের নিচে ঢুকলাম। ঢাকা থেকে এখানে এই গাও-গেরামে শীত অনেক বেশি। অল্পতেই কাবু হয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে তুলোর লেপগুলোকেও পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে। পৌষের শীতে কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকার চাতালের দিকে তাকিয়ে থেকে কানা ছুটুর কথা ভাবছি। গুটিবসন্ত ওকে ছেড়ে কথা বলেনি। ছোটবেলায় বসন্ত রোগ হয়েছিল। তার আগে ছুটু চোখে দেখতে পেতো। অসুখটা যাবার সময় মেয়েটার চোখ থেকে কেবল আলোটাই কেড়ে নেয়নি, সারা মুখের শ্রী'টাকে খুবলে শীল পাটার মতো করে রেখেছে। তেল চকচকে মসৃণ শ্যামবর্ণ চামড়ায় খুব নিখুঁত করে এঁকে দিয়ে গেছে অসুখের কষাঘাতি চিহ্ন। একবার যে মেয়ে দেখার স্বাদ পেয়েছে তাকে অন্ধত্ব গ্রাস করলো বাকী জীবন ধরে, এ কেমন সাজা? এই যে আমি এখন শুয়ে আছি নিকষ কালো ঘরে, আশে-পাশের আসবাবপত্রের হিসাব জানিনা, কোনদিকে দরজা-জানালা হঠাৎ বুঝে পাওয়া মুশকিল, এ আমার পরিচিত ঢাকা'র বাসা না। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে কোথাও ঘা-গুতো খাবার সম্ভবনা পুরোটাই। অথচ কানা ছুটু'র পুরো দুনিয়াটাই তো এমন! আলোহীন, রংহীন! এসব আবোলতাবোল ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম, তলিয়ে গেলাম আরও অন্ধকার ঘুমের গহীনে।

নানা বাড়ি'র সাতদিন খুব দ্রুত চলে গেল। আমি বরাবর গ্রাম পছন্দ করি, মাটি আমাকে অনেক টানে। গ্রামে গেলেই আমি বাড়িতে খুব একটা দাড়াই না, বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখি। গ্রাম্য মানুষদের ঘর, পোষাক, খাবার, জীবনধারা, ভাষা খুঁটে খুঁটে বোঝার চেষ্টা করি। ওদের বৈচিত্রতা আমাকে অবাক করে, আকর্ষণ করে। ওদের দারিদ্র্য আমাকে কষ্ট দেয়। ঢাকায় ফেরার কথা মনে হতেই মনটা আবার উদাস হলো। এইযে ব্যস্ততাহীন দিন-রাত কেটে গেল আরামে-অতিসাজ্যে এ আমি পাবো কোথায়? মামাতো বোনের সাথে সর্ষের মাঠে, ক্যানালের ধারে, স্কুলঘরে শীতের বিকেলগুলো ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু কোথাও কানা ছুটুর দেখা মেলেনি। মেয়েটা একবারের জন্যেও পানি নিতে আসেনি আমাদের কুয়োতলায়। ওর কি ঘরকন্যার কাজে পানি লাগেনি?

আর না পেরে মামাতো বোনটাকে বললাম, 'তোদের সেই কানা ছুটুর বাড়ি কোনদিকে? আমাকে একটু নিয়ে যেতে পারবি?'

'হু, খুব পারবো। ওই মুচি পাড়ার পাশ দিয়ে যেয়েই ওদের বাড়ি। জানো, ওরা খুব গরিব। গেলেই বুঝবা।'

'চলনা এখন যাই, সন্ধ্যে হতে তো বেশ বাকী। কাল আর সময় হবে নারে।'

দুজনেই হাঁটতে থাকলাম উঁচু মাটির রাস্তা ধরে। শুনেছি এই রাস্তাগুলো এন,জি,ও বানিয়ে দিয়ে গেছে বছর দুয়েক আগে। পাশের জমি থেকে মাটি কেটে তুলে বেশ শক্ত বাঁধন দিয়েই বানিয়েছে, তারপরেও বর্ষার কারণে জায়গায় জায়গায় বেশ গর্ত। মুচি পাড়া এসে গেল, কয়েকজন ইতোমধ্যে ঢোল নিয়ে বসেছে, মেয়েগুলোর পরনের শাড়ি মলিন হলেও তেলমাখা মুখের নথ আর কপালের সিঁদুরটা অনেক চকচকে। ওরা বেশ সুন্দর ডালা কুলা বানায়, ঢাকার বাসায় এর কিছু সংগ্রহ আমাদের আছে।

মুচিপাড়াটাও আস্তে আস্তে ছাড়ালাম, মাটির খাঁজ কাটা ঢালু জায়গা দিয়ে নেমে গড়িয়ে পড়লাম এক বাড়ির উঠোনে। সত্যি বেজায় গরিবি দশা বাড়িটার। দুপাশে দুটো মাটির ঘর তাও অতি জরাজীর্ণ, পাটকাঠির বেড়া দিয়ে সামান্য জায়গা ঘিরে রান্নাঘরের মতোন করা। উঠোনটা বেশ নিকানো-পুছানো, শুকনো পাতাগুলো ঝাট দিয়ে একপাশে করে রাখা হয়েছে। তারই সামনে দুটো মাটির উনুন, শীতকালে এরা সবাই বাইরের উনুনেই রান্না করে।

'কিডা গো তুমি? এই সন্ধ্যেবেলায় কি চাও?'

আমাদের সামনেই কানা ছুটু বসে মাছ কুটছে, ছাইয়ের মধ্যে মাছের লেজ মাখিয়ে কুটে কুটে মলশায় ফেলছে। আইভীর কাছ থেকে আওয়াজ পেয়েই কলকলিয়ে বলে উঠলো,

'আইভী? তুমাগেরে শহরের কুটুম এহোনো যায়নি? ও মনি, তুমরা গিরাম দেখতি বের হইছো?'

'কুটুমরা কাল চলে যাবে। আমার ফুপুর মেয়ে তোমাকে দেখতে এসেছে। তুমি এরমধ্যে আমাদের বাড়ি যাওনি কেন?'

এই কথায় কানা ছুটু ছাইমাখা মাছ হাতে নিয়ে কাজ থামিয়ে দিয়ে হেসেই খুন। সে আবার একটা মানুষ, তাকে ঘটা করে কেউ দেখার ইচ্ছা জানায়-বড়ই রসিকতা হয়তো।

আমি এক নিরিখে কানা ছুটুকে পর্যবেক্ষণ করছি! কি নিঁপুণ হাতে ছোট মাছগুলো কেটে চলেছে, হাত পিছলে যাচ্ছে না, আনাড়িপনার বালাই নেই বিন্দুমাত্র। দৃষ্টি তার সামনের দিকে, নতুবা অন্য কোথাও। ছাইরঙ্গা চোখের তারা তিরতির করে কেঁপে কোথায় কি যেন খুঁজে ফিরছে। চোখের পলক ফেলে ধুয়ে নিচ্ছে, মুছে নিচ্ছে কিন্তু তারপরেও দৃষ্টি পরিষ্কার হচ্ছেনা। মুখে তার হাসি ছড়ানো, সামনের দাতঁগুলো বেরিয়েই আছে। সারা শরীরে কোন অলংকার নেই, তেলতেলে লালচে চুলগুলো ফিতেয় টান করে বাঁধা।

কানা ছুটু'কে কেউ বিয়ে করেনি, সংসার দেয়নি। কানা ছুটুর অন্ধকার রাত্রির সাথে নিজের আলোকময় দিনের ভাগাভাগি করেনি কোনো পুরুষ। অন্ধ ছুটু'কে আবার কে বিয়ে করবে? যে মেয়ে চোখে দেখেনা তাকে নিয়ে কি কোন পুরুষের জীবন পূর্ণ হবে? অগত্যা দু'মুঠো ভাতের জন্যে ভাইয়ের সংসারে পড়ে থেকেছে, বাটনা বেটেছে, কুটনো কুটেছে, ভাইপো-ভাইজি কোলে টেনেই সুখ অনুভব করেছে ছুটু। সেই কোন ছোটবেলায় বসন্ত নামক অসুখটা এসে মুছে দিয়ে গেছে সব ধুলো খেলার দিন। ছুটু ভুলেই গেছে কবে সে কি দেখেছিলো। রঙের প্রভেদ, দিন-রাত্রির আবর্তন, ফসলের মাঠ, নানা ঋতুর আবির্ভাব, কিছুই আর তেমন মনে করতে পারেনা। শুধু কি তাই? শীতের মাঝরাতে হঠাৎ দরজা খুলে দেখেনি উঠোনের অবাক জোছনাকে শতফালি করে কেটেছে নারকেলের পাতারা। দেখেনি শিমের শীষ গুলো সাদা ফুলে ভরে গিয়ে ভোরের বাতাসে দুলছে, হিজলের লাল ফুল পুকুরের স্থির পানিতে ভেসে আছে।

সারারাতের শিশির যখন কাঁঠালপাতা চুইয়ে টুপ করে নিচে পড়ে, কেবলমাত্র ওই শব্দটা ছুটু শুনতে পায়। হাতের চেটোয় ছুঁয়ে বুঝে ফেলে নতুন কিছু, বাতাসের ঘ্রাণ টেনে বলে দেয় বৃষ্টি কোনদিক থেকে ধেয়ে আসছে। দিন দিন অনুভূতি হয়েছে প্রখর, মনের চোখ দিয়ে হাতড়ে দেখতে শিখেছে সব। নিজ বাড়ির ঘর-দুয়ার সব নখদর্পণে, ভুল হবেনা কোথাও। নিজের উঠোনটাতে ছুটুর বেশ দাপট, মাপা-জোখা প্রতিটি ইঞ্চি অনায়াসে ঘুরে বেড়ায় সে। চোখে আলো না থাকলে কি হবে, কানা ছুটু মনের আলো জ্বেলে সব দেখতে পায়। শুধু শুকনো কলাপাতার বেড়াটা পার হলেই অচেনা দুনিয়া, চোখের কালো আধারের থেকেও নিকষ কালো।

'হ্যারে আশালতা, ওই কয়ডা মাছ কুটতি তুই বেলা পার করলি? সলোকযে নিভে যাচ্ছে, জোরে হাত চালা।'

'এই যাই।'

ভাইয়ের বউ এর কথার খোঁচায় চমকে উঠে হাতের গতি বাড়ায় কানা ছুটু, যেন সূর্য ডুবে গেলে সত্যি সত্যি সে দেখতে পাবেনা। সূর্যের ওঠা-ডোবার সাথে ছুটুর দিনরাত্রির কোন সম্পর্ক নেই, সেকথা তার ভাইয়ের বউ হয়তো জানেই না। কিন্তু কি আশ্চর্য! কানা ছুটুর আরেক নাম-আশালতা! যে আশা মানুষকে লতার মতো পেঁচিয়ে রাখে জীবনভর, সেই নাম পাল্টে কিনা কানা ছুটু? মা-বাবা আদর করে রেখেছিল আশালতা, উনারা মারা যাবার পর ওই নামে কেউ আর ডাকে না তাকে। কানা ছুটু বলেই জানে সারা গ্রাম।

গলগলে সূর্যটা এখন আর তাপ ছড়াচ্ছে না। পরাজিত সৈন্যের মতো নরম হয়ে হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে, বাতাসের উষ্ণতাও কমেছে ইতোমধ্যে। আকাশের কমলা আলো নিভে আসছে দেখে আমরা উঠোনের বাইরে পা বাড়ালাম।এবারে বাড়ি ফেরা দরকার। ফিরে তাকালাম আরেকবার, আশালতা তেমনি সামনের দিকে মুখ উঁচিয়ে হাসি মুখে মাছে ছাই লাগাচ্ছে। হাসিটা বিদ্রুপের না তাচ্ছিল্যের তা বোঝা গেল না।

সেই হাসি আমাকে তাড়া করে ফিরলো! এ কি অন্ধ জীবনের সাথে ক্রমাগত মানিয়ে নেবার হাসি? নাকি দৃষ্টিওয়ালা মানুষদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল তুলে বুঝিয়ে দিলো, তারাও আশালতার মতো আরেক প্রকার দৃষ্টিহীন?

গ্রন্থালোচনা: ঝিনাই জলের নীড়

ড. সাঈফ ফাতেউর রহমান

"ঝিনাই জলের নীড়" কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে কবি শরিফুজ্জামান পল কাব্য নির্মিতিতে ক্রম পরিণতির দিকে অগ্রসরমান। দীর্ঘদিনব্যাপী কবিতা সৃজনে নিমগ্ন প্রবাসী কবি শরিফুজ্জামান পল জীবন ও নিত্যবহমানতার জীবন সংরাগের অন্তর্গত নির্যাস আহরণে সদা ব্যাপৃত। বোধের নিবিড় গভীর সংহতি ও অনুভবের শীলনে শ্রীময় দ্যোতনায় জীবন ও সমাজের যাবতীয় রন্ধ্র পরিসরের আনুবীক্ষণিক ব্যবচ্ছেদে যে তরঙ্গায়িত সুরেলা স্পন্দন উদ্ভাসিত হয়, কবি পলের মানস সুরভি প্রতিনিয়ত ডুবুরির অনুসন্ধানে তা তুলে আনতে চান পারঙ্গমতার সুশীল সম্পন্নতায়। জীবন অবলোকনে নির্মোহ পরিশীলন আর পর্যবেক্ষণের বৈদগ্ধে তিনি মানবানুগ যাবতীয় সুকুমারের শুভ্রতা খুঁজে ফেরেন। জীবন তাই তার কাছে বহুমাত্রিকতার মাঝেও নিবেদিত শুদ্ধতার পরম-মিত্র স্বরূপে সমুপস্থিত হয়। যাপিত জীবনের অনুষঙ্গাবলীর নিরীক্ষণে তিনি নিজেকে একাত্ম করে তোলেন যাবতীয় উপাচারের সাথে, আর তাই সুশীলনের প্রভায় তার ঈপ্সিত জগত সজ্জিত হয় ফুলেল সম্ভারে।

যাপনের স্তরান্তরে গমনাগমনে তিনি বিন্যাসের বিচিত্রতার প্রতি মনোযোগী দৃষ্টিপাত অব্যাহত রাখেন। মাটিলগ্ন বোধ আর শ্রমী মানুষের শুদ্ধ জীবনাচারের প্রতি সংহত শ্রদ্ধাবোধ তাকে প্রাণিত করে কলুষমুক্ত জীবনের অমৃত আস্বাদনের আকাঙ্খা প্রগাঢ়তায়। নিজেকে বিমোচিত রাখতে চান সরিসৃপ ক্লেদাক্ততার আঁধার বিবর থেকে। সুজীবনের অমৃত আহ্বানে পরিক্রমমানতায় ক্লান্তিহীন অভিযাত্রায় মানুষের মনোজাগতিক উন্মীলনে তার প্রত্যয়ী নিষ্ঠা নিয়ত সুরভিময়তায় বিকশিত হতে থাকে। আর জীবন অনুসন্ধানী কবি শরিফুজ্জামান পল দক্ষ নাবিকের নৈপুণ্য প্রভায় আলোক সমুদ্দুরে জলযাত্রা অব্যাহত রাখেন।

৬৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থে ৪৯টি কবিতার সংযোজন। বিষয় বৈচিত্র্যের বিবিধ প্রকরণের স্বাদের মাঝেও মূলগত ঐক্য মানবিকতা। দূর প্রবাসে থেকেও মাতৃভূমির যাবতীয় সুকুমার ও আঁধারের থেকে বিচ্যুত থাকেন না কবি। বরং পরম অন্তর্সংলগ্নতায় মাটিজ উপাদান থেকে কবিতার প্রাণরস আহরণ করেন। যাপিত জীবনের শ্রম-ঘামে সিক্ত মানুষ উপেক্ষিত থাকে না, বরং শুদ্ধতার উদ্ভাসে পরম সযত্ন পরিচর্যায় তুলে আনা হয় সংগ্রাম নিত্যতার অনুচিত্রাবলী।৪৯ টি কবিতার ভেতর থেকে স্বনির্বাচনে কয়েকটি কবিতার খন্ডাংশ উপস্থাপন ও আলোকপাত করা যাক।

"শেকড়ে শিকল" কবিতায় বৃত্তাবদ্ধ জীবনে বহিরাবরণে অবাধ মুক্তির প্রত্যক্ষণ, অথচ নিভৃতে অন্তর্গত নিগড়বদ্ধতার স্বরূপ উন্মোচন প্রয়াস।

'শেকড়ে আমার শিকল/ মগজ যেন বরফে মোড়ানো/ ভিতরে পুরোটা সতেজ; / বাইরে শুভ্রতায় পস্তানো/ সব আলো এখানে নিভানো।'

"কাব্য দায়" পপ্পুভবের সৌকর্য সঞ্জাত গীতল নির্মিতি।

'আমার সবকিছুর জন্য তুমি দায়ী/ বাউন্ডুলে মন চরম সংসারী/ বুঝি না বুঝি, বলতে পারবো না/ ভালোবাসা অদ্ভুত মায়াজালে আটকা/ আমি আশিক, প্রেমিক পুরুষ-আমি পূর্ণপিতা আমার চল্লিশের পৃথিবীতে/ তোমার জন্য আমার কথামালা আজ কবিতা।'

"অ্যাপসের মানুষ" কবিতায় আধুনিক উপকরণ ও বর্ধমান যান্ত্রিকতার পাশাপাশি সদ্য অতীত জীবনানুষঙ্গের পাশাপাশি উপস্থাপন এক ভিন্ন আবহের সৃজনে শ্রীময়ী।

'আমার হাতেখড়ি ফাউন্টেন পেন/ এক-দোয়াত কালি, দুই প্রকার কাগজ/ হোয়াইট প্রিন্ট অথবা নিউজ প্রিন্ট/ হ্যারিকেন অথবা মোমের আলোয় রাতজাগা।'

রোবট, ড্রোন, পাসওয়ার্ড, কি ওয়ার্ড/ হোয়াটস অ্যাপ ব্রো, হোয়াট দা ফাক! / হ্যাঁ, আমি যখন যন্ত্র, মানুষ নামের অ্যাপস/ আপডেট ভার্সনের সফটওয়্যার/ মানিয়ে নিলাম, গতি হারানো নদীর মতোই/ জীবনকে আপডেট রাখতে।'

বিবিধ প্রকরণ, প্রেক্ষিত ও পারিপার্শ্বিকে চুম্বন মাহাত্ম্যের গীতল ঝংকার "চুমুর রঙ" কবিতায়।

'চুমুতেই নিংড়ানো মাতৃস্নেহ/ পিতার ভয়ার্ত গোপন ভালোবাসা/ প্রকাশিত প্রেম জনসম্মুখে উড়ন্ত চুম্বনে/ শিশুর কপালেও সৌভাগ্যের চিহ্ন আঁকা।'

জীবনচক্রের প্রবহমানতায় প্রারম্ভ, অন্তিম, ঘূর্ণায়মানতা এবং ইত্যাকার সংবদ্ধ-অসংবদ্ধ বহুমাত্রিকতার প্রকাশ ভ্রমণের ভূবন" কবিতায়।

'বৃত্তাকারে চলছি অবিরত জীবনচক্রে/ আসামি আমি, চেষ্টা করি মানুষ হওয়ার/ এই পাই, এই হারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী সবাই/ নষ্ট খদ্দেররা সতী নারী খোঁজে/ সাদা কাপড়ে, অন্ধকারে বেশ্যালয়ে/ জীবন পাপ-পুণ্যের মহামিশ্রণ/ কীভাবে মুক্ত করবো ভ্রমণের এ ভূবন?'

"জিম্মি ভালোবাসা" কবিতায় সমকালীন বাস্তবতায় ঘূর্ণাবর্তময় সংশ্লেষে ভালোবাসার সীমাবদ্ধতা ও অসীমতার উন্মোচন।

'সমাজে ভালোবাসা বিক্রি হয়/সূর্য এখন বরফে ঢাকা, গোধূলি মিথ্যে/ মিছিমিছি ফাগুনের লাজের সাজ/ বেলি, জবা, গোলাপ হাসে মিটিমিটি/ বিশ কোটি প্রেমের ছাড়পত্র আকাশে/ মরা হৃৎপিন্ডের খিলখিল

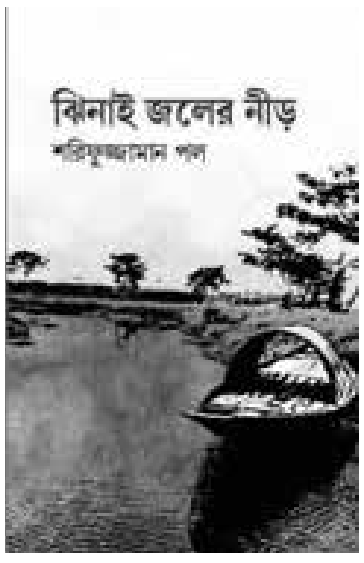

হাসি মনে তোলা থাকে যতনে।'

রূপকাশ্রয়ী পরিবেশনায় "কঙ্কালের হাসি" কবিতা এক অসামান্য গভীর জীবনবোধ ও জীবন সংবেদের প্রমিত উচ্চারণ।

'একই বিশেষণে বিশেষায়িত সমুদ্র/ কঙ্কালের একই জীবনচক্র আজীবন/ বসন্ত, খরা, জোয়ার-ভাটা কিছুই পায় না/ কঙ্কালের অঙ্গে রঙের ঢং নেই/ মৃত আত্মা খুঁজে বেড়ায়-পরমাত্মার নতুন কঙ্কাল/ যবনিকার ফুল পায়ের নিচে পিষ্ট,, বাসি/ বিশ্রী, সুন্দর এখন কঙ্কালের হাসি।'

"নির্বাক বন্দী" কবিয়াটিতেও রূপকের ব্যবহারের পরিমিতি ও দক্ষতা পরিস্ফূট।

'পৃথিবীর পা ভেঙে গেছে;/ লুলা সমাজ এগোতে পারছে না কিছুতেই/ মরাগাছের গুঁড়িতে বসে ঝিমুচ্ছে/ মানবসমাজ নির্বাক সবাই/ আমি বাকহীন নির্বাক পাখি-স্রষ্টার স্বাধীন দুনিয়ায় আজন্ম বন্দী।'

অমানিশা আক্রান্ত সমকালীন ঝঞ্ঝাবর্তময় জীবন এবং রাহুগ্রাসে সত্য-লোপ অথবা অবরুদ্ধকরণের নির্দয় অকাম্য বাস্তবতার পরিস্ফূটন "আঁধারে সত্য" কবিতায়।

'সত্যের হাত-পা বেড়ি দিয়ে মোড়ানো/ তালা হয়ে ঝুলে আছে সমাজ ও স্বজন/ হ্যাঁ, সত্য বলতে আমার বারণ/ হা করলে মুখে আলপিন সেঁটে দেয়/ দুর্দান্ত ব্যথায় কাতর আমি একা-দাসত্বের বেড়াজাল জীবনের পরতে পরতে।'

বোধিক নিশ্চলতা, অনুভূতিহীনতা ইত্যাকার অনুভবের সম্পন্ন পরিবেশনা "শ্বেতপাথরের চোখ" কবিতাটি।

'আমার চোখটা শ্বেত পাথরের/ কালো পাথরের ক্যামেরাটাও নষ্ট/ কিছুই দেখতে পাই না আর/ আগে পরে সব মুছে গেছে,

স্বপ্ন নাই, চিন্তা নাই, দুঃখ নাই/ সবকিছু দেখা থেকে আমি বঞ্চিত/ শ্বেতপাথরের অন্ধ চোখটাই আমার আশীর্বাদ, শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

"বৃষ্টি মিষ্টি" কবিতায় বরিষণ মুখরিত প্রকৃতিজ বাস্তবতায় মনোসমীক্ষণিক সুনির্মাণ।

'বৃষ্টির জলের মতো ঝুমঝুম ঝরে ঝরে পড়ে/ হৃদয় থেকে প্রেমের কাব্যের অক্ষরগুলো/ কিভূতকিমাকার অনুভূতি লিখে যাচ্ছি একের পর এক/ প্রেমের মহাকাব্য রচনা করেছি-

শোনাবো তোমাকে, বলবো ভালোবাসি/ প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে আমি আজ বড্ড ক্লান্ত।'

"দানবের জয়" কবিতা সামগ্রিক পরিসরে জীবনবৈরি অপশক্তির উত্থান প্রয়াসের নির্মোহ পরিবেশনা।

'বায়ুতে মিছে নির্মল হাসি ছড়ালাম;ফোকলা মুখে/ দাঁত ভেঙে গেছে অন্যায়কারীর গোলায়/ কোথাও জীবনের স্বাদ নেই/ কৃষ্ণগহ্বরের গতি নিয়ে ছুটে চলা এ জীবন/ ভালোবাসা আজ উলঙ্গ কেশময় দেহ/ মানুষ আজ অমাবস্যা রাতে দানবের মুখে বিজয়ের অট্টহাসি।'

"সূর্যের ছানা" কবিতাটি জীবনমুখী প্রবণতা ও সুবাতাস অন্বেষার সুমিত পরিস্ফূটন।

'প্রতিমুহূর্তে জেগে উঠি মৃত্যু থেকে/ সচকিত সদজাগ্রত/ নিযুত দুঃখ অলংকার সমেত/ বেঁচে থাকাই সর্বোত্তম সুন্দর/ দুঃখ উড়াই আমি হাওয়ায়/ সুখ বিলাই আমি জীবনের দোলনায়।'

অন্তর্গত শেকড় অনুসন্ধান প্রয়াসে বর্ণাঢ্য কবিতা "জীবনের শেকড়"।

'জীবন তো ঠুনকো রঙিন তাসের ঘর/ বালুর ঢিপির উপর মাতাল নাচের ঘর/ ঝুর ঝুর করে পড়ে যাবে একদিন/ মুছে মিশে যাবে মাটির সাথে।'

"স্বজন" কবিতাটি রক্তের বন্ধন ও আত্মিক সংহতিতে আপনজনদের সাথে আত্মিক সংহতির ফুল্ল চিত্রায়ন।

'স্বজনদের ভালোবাসি পাশে থাকি আজীবন/ সময়ে একটু করে ছিড়ে মায়ার বুনন/ আস্তে আস্তে বোল পাল্টানো স্বভাব

রীতিনীতির পুরষ্কার পাওয়া খুব অভাব/ চলে যাচ্ছে যোজন যোজন দূরে স্বজন/ আত্মায় আত্মায় হত্যা, মিথ্যা, হিংসা বিভাজন/ আমিত্ব, স্বার্থপর উড়িয়ে দাও আকাশে দু'হাতে।'

কাব্যগ্রন্থটিতে একটি ভিন্নতর আঙ্গিকের অন্তর্ভূক্তি "মায়ের ভাষা।" মা, মাটি আর মাতৃভাষার প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসায় ঋদ্ধিময় এই কবিতা।

'রক্তের কণিকায় মিশে আছে/ অ, আ, ক, খ, এক, দুই আর তিন/ হায়েনাদের হটিয়ে দিয়েছি সীমানায় করেছি পার/ বায়ান্নর একুশে আগুনের গোলা দিয়েছি ওদের মুখে/ প্রতিষ্ঠা করেছি জন্মগত মাতৃভাষা;/ ধরণীতে প্রথম আমরা; রক্তে কিনেছি বাংলার বুলি/ আমার ভাষাই আত্মা; নিরন্তর ভালোবাসি।'

"প্রতারিত" কবিতায় অনিকেত বৈরিতা আর অসংযমী মনোবিকলনের চিত্রায়ন।

'তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি/ বারবার প্রতারিত হই; যেমনটা আমি আয়নার সামনে;/ ভেতরে দেখতে এক,বাইরে আরেক।'

"এসো এপারে" কবিতাটি জীবন-দ্বৈরথে হতাশামগ্ন এবং পরাভূত মানবাত্মার চিত্রল উপস্থাপনা।

'ব্রেকফেল করা চালক আমি/ দুর্ঘটনায় রাস্তায় রক্তাক্ত দেহ;

মরে গিয়ে বেঁচে যাওয়া আমি-হ্যাঁ, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর এপারে।'

জীবন চলমানতার চিরায়ত পথের বাঁকে বাঁকে ভ্রান্তির পরিকীর্ণতার উপস্থাপন "ভুলের বেলা"।

"ঝিনাই জলের নীড়" কবি শরিফুজ্জামান পল' এর ক্রমোন্নয়নের স্বাক্ষরবাহী কাব্যগ্রন্থ। জীবনের বিবিধ পর্যায় ও এর ক্রমোত্তরণসঞ্জাত বিষয়াবলীর প্রতি কবির সচেতনতা লক্ষণীয়। জীবন সভাভিযাত্রায় ব্যাঞ্জণাময়তা এবং প্রবহমান ফল্গুর পাশাপাশি কখনো সোচ্চারে কখনো অনুচ্চারে দ্বান্দিক জীবন বিভবের চিত্রায়ন তার কবিতায়। মানবীয় আকাঙ্খার সুমিতিকরণ এবং সারল্যশুদ্ধতার প্রত্যাশী কবি যাপনের অন্তর্লীন বেদনা বিধূরতাকেও অস্বীকার করেন না। দ্বৈত সমীকরণে সামগ্রিকতায় জীবনের স্থিরচিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হন তিনি। সর্বক্ষেত্রে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও, বোধিক সম্পন্নতায় জীবনকে স্পর্শ করে যায় কবিতাগুলি।

কাব্যগ্রন্থ ঝিনাই জলের নীড় কবি শরিফুজ্জাম পল'এর কাব্যভূবনে নিষ্ঠ একেগ্রতায় প্রত্যয়ী অভিযাত্রার স্বারক। কাব্যগ্রন্থটির সামগ্রিক পরিবেশনা সন্তোষজনক। তবে যথাযথ সম্পাদনা ও মুদ্রণ শুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রচ্ছদ শোভন। কাগজের মান ভালো। বাঁধাই পাঠক বান্ধব নয়। মূল্য যৌক্তিক। আমরা কাব্যগ্রন্থ 'ঝিনাই জলের নীড়'এর সার্বিক সাফল্য এবং পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি।

ক্ষমা করো তার ভুল

কাকন রেজা

কলস ভেঙে গেলে গলে যায় প্রাকৃত পানি
তুমিও কলস ভেঙে গেছো জানি

২
রাত্রির নৈঃশব্দ্য গভীর হলে মিমিকে মনে পড়ে
তোমার কি পড়ে কোনো অবসরে

৩
দেখিনি অনেকদিন, অদেখা তাকে
আঁধার নিবিড় হয় অচেনা বৈশাখে

৪
বৃষ্টির অশ্রু রুখতে পারে না গাল
অশ্রুও হয় ধীবর, ঘিরে ফেলা জাল

৫
নিয়তিবদ্ধ মানুষ, তাকে ছুঁয়ে দিলো যে আঙুল
ক্ষমা করো নিয়তি ফিরে না এলে তার ভুল

অগ্রযাত্রা

তোফায়েল তফাজ্জল

মাথা তুললে দাবানোর প্রবণতা পিছনে লাগবেই।
মেঘের মুলুক থেকে তড়িৎ দেখাবে
নাগ বা নাগিনী নৃত্য,
শ্রবণ করাবে ভয়কে বাড়িয়ে তোলা লাগাতার শব্দ।
ডান থেকে, বাম থেকে চাপিয়ে সংকীর্ণ করতে চাবে
লব্ধ অবস্থান বা নড়াতে চাবে বসার আসন।
পূর্ব সংকেত দিয়ে বা না দিয়েই নেমে আসবে ঝড়!
ভি-আঙুল উঁচু করে তবু
অব্যাহত রাখবে অগ্রযাত্রা।
বাধাকে বানিয়ে হাদা পৌঁছে যাবে লক্ষ্যে তাহলেই।

জেনো, হিসাব গুলিয়ে ফেলা শৈথিল্য প্রাধান্য পেলে
ঝুড়ি হবে তলাহীন।

মিথ্যার ডামাডোল

এবি ছিদ্দিক

আজকাল মিথ্যার ডামাডোলে
সত্য হারিয়ে যাচ্ছে...
নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে বিশ্বাসের ভীত

কেউ রাখে না মনের খবর...!

আত্মকেন্দ্রিকতা গিলছে বোধ ও বিবেক!
তবু যাপিত জীবন চলছে... চলুক..

জীবনের ফিরিস্তিতে দেখি প্রায় সবাই -
আঁটকুড়া সময়ের সেবা দাসি!

কেউ আর পাঠ করে না পুরোনো পৃষ্ঠা
চোখ ধাঁধানো নতুনত্বে মিলছে ভাঁওতাবাজি।

আমিটা অসুস্থ

সীমান্ত সরকার

কাঁচা টাকার উনুনে আগুনটা ভালোই জ্বলছে;
আগুনের ফুলকিতে অর্ধেক আলোকিত সময়
অর্ধেক আলোকিত আমি
আর অর্ধেক দু'জনেরই অন্ধকারে।
যেন হিংসার তেল দিয়ে উল্টিয়ে উল্টিয়ে
নুন-মসলায় নিজেকে উপাদেয় করে তুলছি দক্ষ হাতে।

শরীর পুড়ছে, মনকে শুকিয়ে শুকিয়ে ছোট করছি;
রাঁধুনির লোভার্ত কণ্ঠনালীর পথে ক্রমশ
জাহান্নামের জন্য তৈরি হচ্ছি।
যেভাবে পোড়ে শুকতারার আগুনে শয়তানেরা
সেভাবেই ওপার থেকে পুনর্জন্মরা ডেকে বলে
ও আগুন নিভতে দিও না–
ভালো লাগে শেষ হতে
সংকীর্ণ কড়াইয়ে দোজখের কারাগারে
ভাজছি আত্মা; গন্ধ ছড়াচ্ছি,
নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈরি করছি!

লাল শুধু লাল

সিরাজুল ইসলাম

ছেলেবেলা চৈত্রের খাঁ খাঁ করা দুপুরে
ফুলমালাদের ঘর পুড়ে গেলো লাল আগুনে।
সেদিন প্রথম দেখলাম, লাল কতোটা ভয়ংকর!

কৈশোরে ক্লাসরুমে আমাকে একা পেয়ে, 'ময়না'
তার লালঠোঁট চেপে ধরেছিলো আমার মুখে
জানলাম, লাল কতোটা আবেগ আনে!

দীর্ঘদিন ভালোবাসার অভিনয় শেষে, 'সোনাবৌ'
লাল বেনারসি পরে অন্যের ঘর গোছাতে গেলো
জানলাম, কতোটা লাল জমাট হলে বুকে রক্ত ঝরে!

লালবাতি দেখলে এখন ট্রাফিক সিগনালে-
বুকের মাঝে কষ্টের এক নৌকো চলে,
ফুলমালাদের ঘর
নির্জন ক্লাস আর
সোনাবৌ'কে মনে পড়ে!

বৈশাখের এই দিনে

আহম্মদ হোসেন বাবু

দ্রাবিড় বাঙালি জাতি এসেছে বাংলায়
পাল, সেন, মোগলেরা যুগে-যুগে পার
চর্যাপদে পঙতি সাজে চৈতালি হাওয়ায়
জাগে শুভ্র সত্য, মরে মিথ্যা বার-বার।

চৈত্রসংক্রান্তিতে বসে বন্দনা তোমার
ব্যাকুলতা বৈশাখের নতুন সূর্যের
নবীন কিরণে জাগে নতুন খামার
অন্ধরাতে ফোটে ফুল নতুন বীর্যের।

মৃত্তিকার সন্তানেরা পোড়ে তাপদাহে
ধ্যানমগ্না বসুধা পান করে সূর্যসুধা
কৃষ্ণচূড়া, ম্যাগনেলিয়া তোমাকেই চাহে
মিলনশ্বাসে রক্তস্রোতে অনন্তের ক্ষুধা!

নতুন বছরে শান্তি আবার আসুক
বৈশাখের এই দিনে কোলজুড়ানো সুখ!

ঘুমকাতুরে

সারওয়াৎ জাবীন লুবনা

ঘুমকাতুরে মনটা তাহার, শুধুই ঘুমে ক্লান্ত
দিনদুপুরে ঘুমই আহার, কর্ম যদি জানতো
জানতো যদি জানতো,
ঘুমটা দিতোই খ্যান্ত!

খোশমেজাজে কর্ম করে, ঘর্ম যদি ঝরতো
মুলতবিতে কর্ণ বুজে, বসতো কাজে বসতো
মানতো নিয়ম মানতো,
সফলতাই আনতো!

শোরগোলেতে টনক যদি একটু সেদিক নড়তো,
শিরদাঁড়াতে নিজেই নিজের মানটা খানিক গড়তো!
ছুটতো কাজে ছুটতো,
সব যা ভালো লুটতো!

এ জীবনে আর নহে ভুল, আর নহে যে ভ্রান্ত,
খ্যান্ত দিতো ভ্রান্ত সবই পৌঁছে সঠিক প্রান্ত!
নতুন প্রাণেই বাঁচতো
বাঁচার মতোই বাঁচত!

আহতি

মুকুল রাজ

দ্বন্ধভাগ্যে দহনে নিজেকে আড়ালে রেখেছি
চাই না উন্মুক্ত হতে-হৃদয়যন্ত্রণা বাড়াতে
দুরে থাক স্মৃতিরা, অন্তর্হিত স্মৃতি আকস্মিক বেগ
দুর হোক ইতঃপূর্বের যত আবেগ!

আভিরুপ্য মাধুর্যময়ীর স্পর্শানুভূতির মোহে
মিথ্যা আবাহনে নিজেকে ভাসিয়েছিলাম নিরালোকে
হৃদয়ে না আসুক ঐ অনুলাপ, অনুভব আঁখিপাত
সমাহরণে সতত দেখি যেন চাঁদ
বন্ধন-সখিত্ব করেছি ছিন্ন
একাকিত্বে চিত্তপটে হয়েছি অভিন্ন।

এখন চন্দ্রিমা রাতে জেগে থাকতে শিখেছি
নিসর্গের প্রেমে পড়তে শিখেছি
নীলাকাশ অবলোকন করে আদ্যিকালের অঙ্গগ্লানি
ভুলে যেতে শিখেছি
আর নিজেকে চিৎকার করে বলতে শিখেছি-
ভালো আছি।

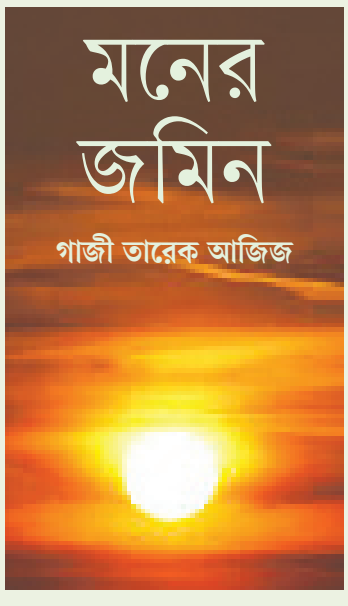

মনের জমিন সেও আবাদ করা যায়! শীত গ্রীষ্মের আলাদা বপন প্রক্রিয়া, আলাদা ধরন, আলাদা ফসল। সবই কল্পনার অকল্পনীয় অনুভূতির চাষবাস মাত্র। একজনের জমিন, অন্যজনের আবাদ। যে বোঝে বা বুঝতে চায় তার কাছে বহুকিছু।

আমার অনাবাদি জমিনে আজ পাহাড়িয়া জুমের বাম্পার ফলন। অথচ আবাদ করা হয়নি। হয়তো মনের বসন্ত চলছে। আর তাই ফসলেরও বসন্ত ফুটেছে! কি দারুণ সে বসন্ত। সে আমার মৌন বসন্ত। আমার সে মনের জমিনে যে জুমচাষী তার খবর মনে মনে জানা হয়ে যায়। এক ফসলী এই জমিন কখনো একা ফেলে রাখা যায় কি?

ঝিরি থেকে পানি সংগ্রহ করে চাষবাস। গোসল রান্নাবান্না খাওয়া সেও এক বৈচিত্র্যময়। পাহাড়ের সৌন্দর্য লুকায়িত থাকে পরতে পরতে ভাঁজে ভাঁজে। আমার মনে যে জমিন তারও আছে অর্বাচীন অনুভূতি। কেন অর্বাচীন বলছি? সেও নাকি ভালোবাসতে জানে! কতজনকে বলেছে এই কথা। কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। কারো বিশ্বাস অর্জনই তার উদ্দেশ্য নয়। তারপরও সে ভালোবেসে যেতে মরিয়া হয়। অসম্ভব মরিয়া সে মন। আজ দেহ চলে না। মন সীমানা অতিক্রম করে অসীমে উড়তে চায়। পাখিদের মত করে। ডানা ঝাপটে। কি দারুণ সে অনুভূতির রেশ! আমি আনমনা হই মনে মনে।

এভাবেই একদিন সে আসে জমিনের মালিকানা চেয়ে বসে। কি আবদার তার। আমি কি মনকে মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিতে পারি যদি সে না চায়? মনের জমিনে ভূমিকম্প হয়। ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। এ যেন সংজ্ঞাহীন শরীরে সম্বিত ফিরিয়ে আনার মত সে ঝাঁকুনি। বড় অস্থির আমার মন ধীরে ধীরে চঞ্চলতা ফিরে ফিরে পায়। আমি তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করি। আহারে এই বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠতেও আমার কয়েক যুগ পেরিয়ে যায়। তবু ঘোর কাটে না। কাটতে চায় না। আমার কাছে তাই মানুষ এক দ্বিধার বেলুন। যে নিজেকে ছাড়া কিছুতেই আস্থা খোঁজে পায় না। কত কত সংকট মোকাবেলা করে মানুষই আজ মানুষ হয়ে রয়। মানুষের এ এক কানামাছি জীবন!

পৃথিবীর ভূভাগের মতো করে মনের জমিন বন্ধক কিংবা নিলাম হয় না। এই রাত এই পাখিদের ঝিমুনি সে জমিনে নেই একদমই। অথচ সে জমিনে জোয়ার আসে ভাটা আসে। কখনও চর জাগে। কখনও বিলীন হয় সে চর। আহা চরের জীবন। কত উদাসীন তার ভাব ভঙ্গি। আমি নির্মোহ থাকি। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার জাগিয়ে তুলি এই চরাচরে। এই যে কষ্টকর অনুভূতির অকল্পনীয় সময়ের অকপট গল্প হয়তো আর কারো নেই। আমার আছে সে কষ্টের অনুভব পুরোমাত্রায়।

আমি যাকে ভালোবেসে এই জমিনের মালিকানা হস্তান্তর করব বলে ভাবছি সে আজ যোজন যোজন দূরে। দেহের আলিঙ্গন নিয়ে যার আপত্তি সেই জড়িয়ে ধরে আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিভাবে সম্ভব তার রূপান্তর প্রক্রিয়া। আমি নির্বিকার থাকি। মনের জমিন অনাবাদি সত্ত্বেও ফসলে ভরে ওঠে। যে ফসল কেউ ভোগ করতে আসবে না। আমি তার কষ্টের কথা জেনে বুঝে এড়িয়ে গেছি। অথচ তাও আমাকে ভোলানোর সরল পরিক্রমা। যার শেষ আছে বলে আমরা শুরুটা কল্পনা করি। তার কি আদৌ কোন শেষ আছে?

আমি শেষের খবর জানি না। জানিনা বলেই এই ঘোরগ্রস্ত প্রলাপ। যে আমাকে চায় আমিই নিজেকে সঁপে দেব তার কাছে। কখনও নদীর মতো। কখনও সাগরের মতো। কখনও পাহাড়ের মতো। আর কখনও সত্যিই মানুষ। নির্বিকার মানুষ। ভাবলেশহীন মানুষ। মাঝেমাঝে প্রেমিক মানুষের অভিনয়ে নিজেকে ঝালাই করি পুরোদস্তর। আমার এই অকপট রূপান্তর প্রক্রিয়া আমাকেই আরও শক্তপোক্ত করে। আরও নিখাঁদ করে ছাড়ে। আনমনে সেই মানুষটার কাছে। আমি প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকতে চেয়েছি। সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে কখনো ঘোরগ্রস্ত থেকেছি।

আজ সেই কথা অকপটে জানিয়ে রাখি যারা ভালোবাসে তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রূপ ধরতে জানে। নদীতে জোয়ার তুলে সেই আগুন নেভাতে জানে। জানে প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে নিজেকেই অমূল্য করে তুলতে। তাই আমার সে মনের জমিন আমি কাউকে দিতে চাইনি। আমি জানি কেউই আমাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে না।আমাকে ভালোবাসতে দিতেও সম্মত নই। অনাহুত জটিলতার মানদণ্ডে কিংবা নিক্তিতে মাপে তুলতে চাই না। আমার এ ভালোবাসা হোক আকাশের মতো। দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে উড়ে যাক মহাশূন্যে।

উৎসর্গ
হুমায়ূন আহমেদ
কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা
সৈয়দ মোহাম্মদ আসলাম তালুকদার (মান্না)
চিত্রনায়ক ও প্রযোজক
MASTER
MASTER
COMMUNICATIONS
PRESENTS
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
A
MOHAMMAD MOSTAFA
KAMAL RAZ
FILM
3210
OMAR
নিউ ইয়র্ক
শুভমুক্তি
শুক্রবার
২৬ শে
এপ্রিল
JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS
QUEENS, NEW YORK
SHOWTIMES
FRIDAY, APRIL 26TH @ 12:40 PM, 3:45 PM, 7:00 PM & 10:05 PM
SATURDAY, APRIL 27TH @ 12:40 PM, 3:45 PM, 7:00 PM & 10:05 PM
SUNDAY, APRIL 28TH @ 12:40 PM, 3:45 PM & 7:00 PM
MONDAY, APRIL 29TH @ 3:45 PM & 7:00 PM
TUESDAY, APRIL 30TH @ 1:00 PM, 4:15 PM & 7:30 PM
ADVANCE TICKET AVAILABLE ON THEATER WEBSITE AND BOX OFFICE

M & N HOME CARE

Best pay rate in the industry

CDPAP
PCA
HHA

$ 23.99

SNAP BENIFITS

HOUSING Assistance

CASH Assistance

Upto $ 21.282.68

Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

SARAH CARE USA

CDPAP & HOME CARE SERVICES

- *CDPAP/ PCA/ HHA*
- *No Certificate Required*
- *Highest pay With Benefit*

We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole

Dr,Gee Cee pat
Vice President

Dr,Shajadi Parvin
CEO/President

LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply

WITH Best income Up to $85.000 Annually

WORK AT HOME

NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি

FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP

Corporate Office:	jamaica Office:	Brooklyn Office:	Bronx Office:	Buffalo Office:
37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372	170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432	2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214	2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482	3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215

We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country

cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
25 April 2024, Thursday, Issue 371

২৫ এপ্রিল ২০২৪, ১২ বৈশাখ ১৪৩১, ১৬ শাওয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

‘ঈদ আনন্দ রঙ’

ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে এবং বাংলা নববর্ষকে রাঙ্গিয়ে তুলতে প্রতিবারের মত এবারও আয়োজন করা হয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ঈদ আনন্দ রঙ’। স্টার ফার্নিচার এবং ড্রিম রিয়েলস এন্ড বিল্ডার্স’র উদ্যোগে উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ১৪ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় বসেছিল এ আসর।

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা যুক্তরাষ্ট্রের

বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্ট

২০২৩ সালে বাংলাদেশে ঘটা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে নাগরিকদের অক্ষমতা, মিথ্যা অভিযোগে বিরোধী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বাধা মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের বিষয়ে ব্যাপক দায়-মুক্তির কড়া সমালোচনা যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রিপোর্টে

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলেছে, বাংলাদেশে স্বাধীন আন্দোলনে বাধা দেয়া হয়। আছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সরকার পরিবর্তনে নাগরিকদের অক্ষমতা। রাজনৈতিক অংশগ্রহণে গুরুতর ও অযৌক্তিক বাধা। বাংলাদেশে সরকারে আছে মারাত্মক দুর্নীতি। দেশের ভিতরে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠনগুলোর ওপর আছে সরকারের কঠোর বিধিনিষেধ অথবা হয়রানি। সরকারের তরফ থেকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক গুম, নিষ্ঠুর নির্যাতন, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তি দেয়া হয়। আছে জীবনের প্রতি হুমকি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর সমস্যা, রাজনৈতিক বন্দি ও আটক। বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকি এমন অজুহাতে মিথ্যা অভিযোগসহ বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্টে এসব কথা বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

ট্যাক্স বিষয়ক নিতান্ত জরুরি কিছু তথ্য

সেলফ এমপ্লয়েড ট্যাক্স ক্রেডিট কি?

জাকির চৌধুরী সিপিএ

স্ব-কর্মসংস্থান বা সেলফ এমপ্লয়েড ট্যাক্স ক্রেডিট (SETC) হচ্ছে ফ্যামিলি ফার্স্ট করোনাভাইরাস রেসপন্স অ্যাক্ট (FFCRA) এর অধীনে একটি বিধান যা সেলফ এমপ্লয়েড ব্যক্তিদের, যেমন একমাত্র মালিক, পরামর্শদাতা, ফ্রিল্যান্সার এবং প্রযুক্তি কর্মীদের আর্থিক সুযোগ প্রদান করে। কোভিড-১৯ এর কারণে যারা কাজ করতে অক্ষম ছিলেন তাদের এ আইনের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

কমিউনিটি অপ-এডে মেয়র

সাফল্যের গল্পকে ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে নিতে চাই

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

কোভিড-১৯ মহামারীর সাথে দীর্ঘ চার বছরের লড়াইয়ের পর, নিউইয়র্ক সিটি ফিরে এসেছে। অপরাধ হ্রাস হয়েছে, চাকরি বৃদ্ধি পেয়েছে, ঐতিহাসিক পর্যটনের উচ্ছ্বাস এবং শহরের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার সহ ভালো একটা বছর আমরা পার করছি। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে ট্রানজিট অপরাধ ১৫ শতাংশ কমেছে এবং মার্চ মাসে প্রায় ২৪ শতাংশ কমেছে।

মহামারী থেকে এই পুনরুদ্ধারের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

টক অফ দ্য উইক

রাজ হামিদ ও নওশাবা রুবনা রশীদ

সিনেমা সমাজকে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে: রাজ হামিদ

সোহানা নাজনীন

'একটা থিয়েটার কোনো দর্শককে একটানা দুঘন্টা বসিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। যা অন্য কোন মিডিয়া পারবে না। আমি মনে করি সিনেমা থিয়েটারে বসেই উপভোগ করা উচিত। কোন বাণিজ্যিক ইচ্ছা পূরণের আশায় আমরা 'বায়োস্কোপ' শুরু করিনি। নিজস্ব স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দুজনে মিলে বায়োস্কোপ নামক প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবেছিলাম। বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য এই সিনেমাগুলো প্রবাসে নিয়ে আসি। ভারতীয় সিনেমায় যখন আমাদের দেশীয় কোনো গল্প থাকে কিংবা কোনো শিল্পী অভিনয় করেন তখন সেই সিনেমাগুলোও আমরা নিয়ে আসি। ভালোবাসা থেকেই এই ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি। প্রবাসে বাঙ্গালিরা তাদের নিজ দেশ ও ভাষাকে খুব মিস করে। সেই জায়গা থেকে অনুভব করে আমরা এই উদ্যোগ নেই'- সিনেমাভিত্তিক আলোচনাকালে কথাগুলো বলেছেন রাজ দম্পতি।

গত ১৯ এপ্রিল প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ হামিদ এবং নওশাবা রুবনা রশীদ। বায়স্কোপ ফিল্ম এর 'ওমর' আর 'দেয়ালের দেশ' এই দুই ছবি নিয়ে কথা বলেছেন তারা।

রাজ হামিদ বায়োস্কোপ ফিল্মস এর প্রতিষ্ঠাতা। সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পদচারনায় তিনি সবার পরিচিত মুখ। রাজ হামিদের জন্ম বাংলাদেশে। তিনি ১৯৮৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা সম্পন্ন করে দু'বছর সরকারি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য পড়ি জমান- আমেরিকায়। 'ইউনিভার্সিটি অফ লস এঞ্জেলেস' থেকে 'পাবলিক হেলথ বিভাগে' মাস্টার্স করেন ১৯৯২ সালে। বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন সান ফ্রান্সিসকোতে। নওশাবা রুবনা রশীদ-ইউনিভার্সিটি অফ রচেস্টারথেকে অর্থনীতি, অর্থবিদ্যায় স্নাতক। ওয়েলস ফার্গো'র উপদেষ্টা হিসাবে আছেন ২৫ বছর যাবত। বর্তমানে তিনি ওয়েলস ফারগো এডভাইজার্স-এ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি বায়োস্কোপ ফিল্মস এলএলসি-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিএফও। তিনি একজন কোরিওগ্রাফার এবং নৃত্যশিল্পী- ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। তিনি বে এরিয়া বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন- এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন তিন বছর।

বায়োস্কোপের কর্ণধার রাজ হামিদ বায়োস্কোপ সম্পর্কে বলেন, 'আমরা চলচ্চিত্র ভালোবাসি, তাই নিয়মিতভাবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

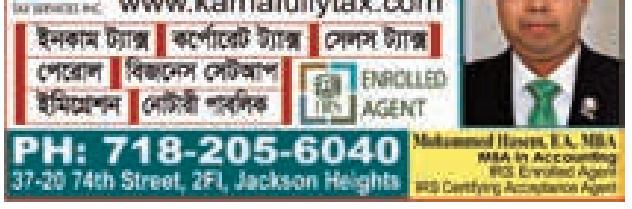

বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল**: **নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com